# দস্যু-দুহিতা।

( ডিটেক্টিভ উপন্যাস। )

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত।

শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী।

শীল এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১১১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শীল-প্রেস।

৩৩৩ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার শীল দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৩ সাল।

দস্যু-দুহিতা প্রণেতার

নূতন প্রকাশিত

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।

| | |
|---|---|
| বিশ্বনাথ | ।৵০ |
| জেলেখা বা যমের ফেরৎ | ।৵০ |
| বিপন্ন ব্যারিষ্টার | ।৵০ |
| ডাকিনী | ।৵০ |
| প্রমোদা | ।৵০ |
| প্রতাপ চাঁদ | ॥০ |
| তিন খুন | ১।০ |
| জাল গোয়েন্দা | ।৵০ |

( যন্ত্রস্থ )

# উপক্রমণিকা।

ধনপতি রাও এবং লক্ষ্মীপতি রাও পুনার মধ্যে খুব নামজাদা বড় কুঠিয়াল। তাঁহাদের কারবার খুব বিস্তৃত এবং বিশেষ বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত।

ধনপতি রাও বৃদ্ধ, বিপত্নীক। একটী পুত্র এবং একটী কন্যা লইয়া তাঁহার সংসার। লক্ষ্মীপতি অকৃতদার, যুবক। ধনপতি লক্ষ্মীপতিকে কনিষ্ঠের ন্যায় স্নেহ-যত্ন করেন। লক্ষ্মীপতিও তাঁহাকে জ্যেষ্ঠের মত ভক্তিশ্রদ্ধা করেন।

১৩০২ সালের ২রা বৈশাখ ধনপতি তাঁহার খাস-কামরায় বসিয়া, কারবারের হিসাব-পত্র দেখিতেছেন, বাহিরে সদর-অফিসে অপরাপর কর্ম্মচারীরা বসিয়া দৈনন্দিন কার্য্য করিতেছে। একজন ডাক-পিওন আসিয়া, ধনপতির নিকট একখানা টেলিগ্রাম দিয়া গেল। যাঁহাদের চারিদিকে কারবার—ব্যবসায়-সূত্রে বহু লোকের সহিত পত্রের আদান-প্রদান চলে,—তাঁহাদের সে স্থানে এরূপভাবে টেলিগ্রাম আসায় কিছুমাত্র বিশেষত্ব বা বিস্ময়ের বিষয় নাই। সুতরাং বাহিরের কর্ম্মচারীরা সে বিষয়ে তত লক্ষ্য করিল না বা মনোযোগ দিল না। পিওন তাহার কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া চলিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে সদর মুহুরি কোন কারণবশতঃ ধনপতির কক্ষে প্রবেশ করিবা মাত্র, বিকট চীৎকার করিয়া ফিরিয়া আসিল।

ধনপতি চেয়ারে যেমন বসিয়াছিলেন, তেমনি বসিয়া রহিয়াছেন কিন্তু তাঁহার আত্মা বহুক্ষণ নশ্বর দেহ ছাড়িয়া প্রস্থান করিয়াছে। অঙ্গ-যষ্টি কঠিন, চক্ষুতারকা স্থির এবং মুখমণ্ডল পাংশুর, মলিন।

মুহূর্ত্তে কুঠির মধ্যে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সকলে খাস কামরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তারের নিকট লোক ছুটিল, তিনি অবস্থা দেখিয়া কহিলেন, "হৃদরোগ—আকস্মিক উত্তেজনায় মৃত্যু ঘটিয়াছে! কিন্তু সহসা এমন কি কারণ উপস্থিত হইয়াছে, যাহাতে তাঁহাকে এতদূর উত্তেজিত করিয়াছিল?"

পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল, কেহ কোন উত্তর দিতে সমর্থ হইল না। এমন সময়ে ভূপতিত টেলিগ্রামখানার দিকে ডাক্তারের নজর পড়িবা মাত্র, তিনি উহা তুলিয়া লইয়া পড়িলেন,—

"নর্ম্মদার জঙ্গল পার হইবার সময় গাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছিল,—সব গিয়াছে।

"তারা।"

ডাক্তার পুনরায় মুহুরীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারা কে?"

মুহুরী উত্তর করিলেন,—"ধনপতি রাওয়ের কন্যা।"

তারা বাই ইন্দোরে গিয়াছিল। কুঠির লোকজন জানিত মাত্র, কিন্তু তাহারা প্রেরিত তারের সংবাদের সহিত উপস্থিত ঘটনার কি সম্বন্ধ, কেহই কোন কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিল না।

লক্ষ্মীপতির শরীর অসুস্থ থাকায়, আজি কয়েক দিন হইতে তিনি আফিসে বড় একটা বেশীক্ষণ থাকিতেন না—বাড়ীতেই

থাকিতেন। এই দুর্ঘটনার সংবাদ লইয়া তাঁহার নিকট লোক ছুটিল। তিনি সত্বর আফিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সোদরপ্রতিম হিতাকাঙ্ক্ষী ধনপতির মৃত্যুতে তিনি যে, হৃদয়ে বিষম আঘাত পাইয়াছেন, তাহা তাঁহার অশ্রুভারাক্রান্ত নয়ন, বিশুষ্ক মলিন বদন এবং ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস মোচনেই স্পষ্ট প্রকটিত হইতে লাগিল।

লক্ষ্মীপতি টেলিগ্রাম পাঠ করিয়াই, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। কহিলেন, "সেই গাড়ীতে টাকা আসিতেছিল কিন্তু সব গিয়াছে?" আমাদের কার——"

লক্ষ্মীপতি সহসা থামিয়া গেলেন। সে কথা যাঁহাদের কর্ণগোচর হইল, তাঁহারা পরস্পরের মুখপ্রতি চাহিলেন।

তৎক্ষণাৎ তারা বাই এবং তাঁহার সহোদরের নিকট তার প্রেরিত হইল। তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে, তবে মৃতদেহের সৎকার হইবে।

পরদিন প্রাতঃকালে সংবাদপত্র-স্তম্ভে পূর্ব্বোক্ত ডাকাতির বিস্তৃত সংবাদ প্রকাশিত হইল।

"পূর্ব্বে নর্ম্মদার জঙ্গল পার হইবার সময় গাড়ীতে প্রায়ই ডাকাত পড়িবার কথা শুনা যাইত। আজি তিন চারি বৎসরের মধ্যে কোনরূপ অত্যাচারের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। গত কল্য একখানি গাড়ী কয়েকজনমাত্র আরোহী লইয়া, উক্ত জঙ্গল উত্তীর্ণ হইবার সময়ে, এক সশস্ত্র দস্যু উহা আক্রমণ করে। দস্যুর বেশের কিছু বিশেষত্ব আছে। আজানুলম্বিত একটা কাল আলখেল্লায় তাহার সর্ব্বাবয়ব আবৃত। কেবল চোখের নিকট দুইটী ছিদ্র। ঐ গাড়ীতে পুনার বিখ্যাত কুঠিয়াল ধনপতি এবং

লক্ষ্মীপতি রাওয়ের বিস্তর টাকা আসিতেছিল। দস্যু সমস্ত লুটিয়া লইয়া গিয়াছে। যাইবার সময় গাড়ীতে একখানা কাগজ ফেলিয়া যায় উহাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা—— কালুরায়।"

যখন অপর সকলে সংবাদপত্র পাঠ করিয়া শিহরিতেছিল সেই সময়ে ধনপতির গৃহে শোকবিমূঢ়া তারা লক্ষ্মীপতির সম্মুখে বসিয়া, তপ্তঅশ্রুজলে ধরাতল সিক্ত করিতেছিল।

তারার বয়স চৌদ্দ কি পনের কিন্তু তাহাকে দেখিলে সপ্তদশের ন্যূন বলিয়া কিছুতেই বোধ হয় না। দস্যুতে সর্ব্বস্ব লুটীয়া লইয়াছে, সেই দুঃখে ম্রিয়মাণা হইয়া, তারা পুনায় আসিয়া দেখিল, এতদিন যাঁহার স্নেহশীতল কোলে পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল, তিনি আর ইহ-জগতে নাই। তখন তাহার দুঃখের এবং শোকের অবধি রহিল না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার বড় বড় নীলেন্দীবরের মত চক্ষু দুইটা ফুলিয়া রক্তিমাভ হইল—অশ্রুসিক্ত মুখপদ্ম বর্ষার বারিসিক্ত বিশুষ্ক প্রদোষ-পদ্মের মত শোভা পাইতে লাগিল—কজ্জলকৃষ্ণ, দীর্ঘ, নিবিড়, মুক্তকুন্তলরাশি কাতরা কুমারীর অঙ্গ সঞ্চালনের সহিত ইতস্ততঃ বিলুণ্ঠিত—কখন বা বরষা-রাত্রের বায়ুতাড়িত খণ্ড নিবিড় মেঘমালার মত মুখচন্দ্রমাকে আবৃত করিতে লাগিল। পীবর বক্ষঃ ঘন ঘন স্পন্দিত এবং সুন্দর নাসিকায় অনলতপ্ত সুদীর্ঘ শ্বাস বিনির্গত হইতেলাগিল।

লক্ষ্মীপতি নানা প্রবোধবাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে প্রয়াস পাইলেন। তারা কতকটা শান্ত হইলে, লক্ষ্মীপতি কহিলেন, "আমাদের এমন বিপদ আর কখনও হয় নাই। আমরা ধনে প্রাণে নষ্ট হইলাম। ডাকাতে সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে—তোমাদের

ভবিষ্যতে কি হইবে—তোমরা কোথায় দাঁড়াইবে—তাহাই আমি ভাবিয়া আকুল হইতেছি।”

তারা কহিল, “সর্ব্বস্ব গিয়াছে সত্য কিন্তু পিতার মৃত্যুর তুলনায় তাহা কিছুই নয়।”

লক্ষ্মী। সত্য। প্রকৃত ঘটনা এখনও তুমি বুঝিতে পার নাই—আমাদের কি যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এখনও তুমি উপলব্ধি করিতে পার নাই। সেই গাড়ীতে পঞ্চাশ হাজার টাকা—আমাদের যথাসর্ব্বস্ব ছিল। কালু রায়ের কৃপায় আজ আমরা সর্ব্বস্বান্ত—পথের ভিখারী—আমাদের কুঠি কাল হইতে উঠিয়া যাইবে—এই দুর্ঘটনার বিষয় ভাবিয়াই—এই আকস্মিক উত্তেজনাতেই তোমার পিতা প্রাণ হারাইলেন! তোমরা পিতৃহারা, আমি বন্ধুহারা হইলাম। হায় ভগবান! আমাদের অদৃষ্টে এত দুঃখও সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলে?”

যুবক করতলে বদনাবৃত করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কুমারী কাতরকণ্ঠে কহিল, “যদি বাস্তবিকই এই দুর্ঘটনায় আমরা সর্ব্বস্বান্ত হই—তাহা হইলে, একটা বিষয় ভাবিবার আছে বটে। দাদার আমার কিহইবে? তাঁহার পড়া-শুনার কি—”

তারার মুখের কথা শেষ হইল না। দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, “ছোট বাবু আসিতেছেন।”

তারা আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিষণ্ণবদনে, অশ্রু-সিক্তলোচনে বিংশবর্ষীয় এক তরুণ যুবক আসিয়া, তারার পার্শ্বে দাঁড়াইল। যুবক তারার সহোদর—শঙ্কর রাও।

শোকের প্রথম বেগ প্রশমিত হইলে, শঙ্কর রাও চোখের জল মুছিয়া, লক্ষ্মীপতির সহিত উপস্থিত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

শঙ্কর রাও জিজ্ঞাসা করিলেন, "লক্ষ্মী বাবু! জনরবে শুনিলাম, আমাদের ফার্ম্ম উঠিয়া যাইবে—সত্যই কি তাই? কুঠী রাখিবার কি আর কোন উপায় নাই?"

মাথা নাড়িয়া লক্ষ্মীপতি কহিলেন, "না—যদি কিছুমাত্র উপায় থাকিত, আমি হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিতাম না। তুমি আভ্যন্তরিণ সংবাদ সকল অবগত নও—আমি তোমাকে সমস্ত বলিতেছি। জয়ন্তপুরে আমাদের একটা শাখা কার্য্যালয় ছিল—মদনজী সেখানকার কার্য্যাধ্যক্ষ। তাহাকে আমরা খুব বিশ্বাস করিতাম এবং লোকটাও খুব কার্য্যদক্ষ। সেখানে একটা কারবারে লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া, আমরা আমাদের চল্লিশ হাজার টাকা সেই কার্য্যে নিয়োগ করি। অতি অল্পদিনের মধ্যেই সে কার্য্য সমাধা হয় এবং সমস্ত খরচপত্র বাদে উহাতে দশ হাজার টাকা লাভ দাঁড়ায়। তোমার পিতা আমার সহিত পরামর্শ করিয়া, মদনজীকে উক্ত টাকার সহিত সত্বর পুনায় ফিরিয়া আসিতে পত্র লেখেন। তোমার ভগ্নী ঐ সময় ইন্দোর হইতে ফিরিবার সময় জয়ন্তপুরে অবস্থান করিতেছিলেন—তাঁহাকেও মদনজীর সহিত আসিবার জন্য তার পাঠান হয়। নিকটবর্ত্তী রেল ষ্টেশনে আসিতে হইলে, জয়ন্তপুর হইতে কতকটা পথ ঘোড়গাড়ী বা গোযানে আসিতে হয়। ঐ পথ বড়ই দুর্গম। যে তারিখে মদনজীর আসিবার কথা, তাহার পূর্ব্ব রাত্রে মদনজী সহসা পীড়িত হইয়া পড়াতে, তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া, মদনজী টাকাগুলি তোড়াবন্দী পূর্ব্বক একটী বাক্সের মধ্যে পুরিয়া, তাহার সহিত চালান দেয়।"

মনের উত্তেজনা এবং বিরক্তিভাব দমন করিতে না পারিয়া,

শঙ্কর কহিলেন, "মহা ভুল! যে টাকার সহিত রীতিমত সশস্ত্র প্রহরী পাঠান উচিত ছিল—সেই টাকা একজন স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধানে পাঠান হইল!"

লক্ষ্মীপতি কহিলেন, "বাস্তবিকই ঐখানে একটা মস্ত ভুল—একটা মূর্খামি হইয়া গিয়াছে। মদনজী কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিতে গিয়াছিল—টাকা তাহার নিকট থাকিল—কেবল তারই সেইগাড়ীতে যাইতেছে, লোকের নিকটএইরূপ প্রকাশ করিয়াছিল।

শঙ্কর আরও বিরক্তির সহিত কহিলেন, "হস্তীমূর্খ! নিতান্ত গণ্ডমূর্খ না হইলে, এরূপ কৌশলের উপর আস্থা স্থপান করিতে সাহসী হয় না!"

লক্ষ্মী। মদনজীর কার্য্য নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। আমরা তাহাকে সহজে ছাড়িব না—আমি ইতিমধ্যেই তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিয়া পাঠাইয়াছি। তাহার পর, জয়ন্তপুর হইতে গাড়ী নর্ম্মদার পার্ব্বত্য জঙ্গলে প্রবেশ করিলে, একটা ছদ্মবেশী ডাকাত গাড়ীখানা আক্রমণ করে। গাড়ীতে আমাদের একটা দ্বারবান ছিল, তাহাকে হত্যা করিয়া, টাকার বাক্সটী লইয়া দস্যু পলাইয়াছে।

শঙ্কর। লোকটার আকৃতি কিরূপ?

তারা উত্তর করিল, "আকৃতি কিরূপ বা কোন্ জাতি বলিতে পারি না। কারণ তাহাকে চিনিবার কিছুমাত্র উপায় ছিল না। একটা কাল আলখেল্লায় তাহার মস্তক হইতে জানু পর্য্যন্ত আবৃত কেবল ছিদ্রের মধ্য দিয়া চোখ দুইটা দেখা যাইতেছিল। টাকা কড়ি লইয়া পালাইবার সময় লোকটা আমার কোলের নিকট একখানা কাগজ ফেলিয়া দিয়া গেল। তাহাতে—কানু রায়—কেবল এই কয়টী কথামাত্র লেখা।"

লক্ষ্মীপতি কহিলেন, "অতি ক্ষীণ সূত্র! হস্তাক্ষরে তাহাকে ধরিলেও ধরিতে পারা যায়।"

শঙ্কর। আমার বিশ্বাস মদনজীই ঐ পার্ব্বত্য দস্যু। লুণ্ঠন কালে বা গাড়ী আক্রমণের সময়ে তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাও নাই?

তারা। না। নীরবে আসিয়া নীরবে চলিয়া গিয়াছিল।

শঙ্কর। নিশ্চয় উহা মদনজীর কাজ!

তারা। কিন্তু আমি যখন জয়ন্তপুর হইতে যাত্রা করি, তখন তাহাকে শয্যাগত দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

শঙ্কর। পাষণ্ডের ছলনা মাত্র। কপটী রোগের ভাণ করিয়া, শয্যায় পড়িয়াছিল। তুমি প্রস্থান করিলে, অন্য পথে জঙ্গলের মধ্যে উপস্থিত হইয়া, গাড়ী লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করিয়াছে।

লক্ষ্মীপতি কহিলেন, "জয়ন্তপুরে লোক পাঠাইয়া বা আমরা নিজেরা যাইয়া তদন্ত করিলেই, ইহার সঠিক সংবাদ পাইব। যদি কোন সূত্রে জানিতে পারি, মদনজী সে দিন অন্যত্র গিয়াছিল, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করিব।"

শঙ্কর। সে কথা পরে বিবেচ্য। এখন কথা হইতেছে, সত্যই কি আমাদিগকে কল্য হইতে পথে দাঁড়াইতে হইবে?

লক্ষ্মী। দেনার দায়ে এখানকার বাড়ীঘর বাগান যাহা কিছু আছে, সমস্তই আমাদের নিলামে উঠিবে। আমি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি, কোনরূপে আমি চারি হাজার টাকা মাত্র সরাইতে সমর্থ হইব। তাহা হইলে, তোমরা দুই হাজার পাইবে।

তারার ম্লান মুখ মুহূর্ত্তের জন্য বিকসিত হইয়া উঠিল। শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল, "তাহা হইলে, তোমার পড়াশুনার

কোন ক্ষতি হইবে না? কেমন দাদা! ঐ টাকাটা ফুরাইতে ফুরাইতে, বোধ হয় তোমার পড়া শেষ হইবে?”

শঙ্করের চোখে জল আসিতেছিল। দৃঢ়তার সহিত উহা দমন করিয়া কহিলেন, “তারা আমার পড়া শেষ হইয়াছে। এখন আমি কি করিব—সময়ে বলিব। মদনজীর সহিত সাক্ষাৎ না হইলে, আমি কোন মীমাংসাতেই উপস্থিত হইতে পারিতেছি না!”

যথাসময়ে ধনপতির ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পুনার ধনপতি এবং লক্ষ্মীপতি কোম্পানির কারবারও বন্ধ হইল। মদনজী পুনায় আসিলে, সকলে দেখিল বাস্তবিকই সে পীড়িত হইয়াছিল এবং জয়ন্তপুরের সকলেই উপস্থিত বিষয়ে তাহার যে কোন সংশ্রব নাই, তাহা প্রকাশ করিল।

কালু রায়কে ধরিবার জন্য সরকার হইতে বড় বড় গোয়েন্দা নিযুক্ত হইল কিন্তু তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার কোন সূত্র না পাইয়া, সকলেই বিফলপ্রয়াস ত্যাগ করিল।

শঙ্কর বিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, মদনজীর উপর গুপ্ত পুলিসের ধারণা ভাল নয়। তাঁহার বিশ্বাস মদনজী স্বয়ং কালু রায় না হইলেও—তাহার বা তাহার দলের সহিত নিশ্চয় তাহার সংশ্রব আছে।

তিনি বিদ্যালয় ছাড়িয়া,—যে ব্যক্তি তাঁহাদের এই দুর্গতির কারণ—যাহার অত্যাচারে তাঁহারা আজি পিতৃহারা—সুখৈশ্বর্য্যে বঞ্চিত হইয়া পথের ভিখারী—তাহার কৃতকর্ম্মের প্রতিফল দিবার জন্য—হৃদয়ের অদম্য প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং দৃঢ়সংকল্প হইয়া, পুনার গুপ্ত পুলিসে বা ডিটেক্টিভ বিভাগে প্রবেশ করিলেন।

# দস্যু-দুহিতা।

—:০:—

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

—(০)—

### গুপ্ত শত্রু।

শিবনিবাস পাহাড়া-পল্লী। নানা স্থানের লোক ব্যবসা উপলক্ষে এখানে আসিয়া বাস করাতে, ইহার জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। অদূরে শৈলমালা—পার্শ্ব দিয়া পার্ব্বত্য নদী প্রবাহিত—সুতরাং স্থানটীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যও মন্দ নয়।

আমাদের আখ্যায়িকার প্রারম্ভে যে ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, তাহার পর ছয় বৎসরের দিন-দণ্ড-পল কালের অনন্ত কোলীন হইয়া গিয়াছে। এক দিন কৃষ্ণ পক্ষের বৈশাখী সন্ধ্যার অন্ধকারে ধরণী যখন তিমিরাবৃত হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে শিবনিবাসের সমীপবর্ত্তী পার্ব্বত্যপথের একটা ক্ষুদ্র বনান্তরালে বসিয়া, তিনটী লোক গঞ্জিকা সেবন করিতেছিল এবং অদূরবর্ত্তী পথপ্রান্তে পুনঃ পুনঃ সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিতেছিল।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে, এক ব্যক্তি কহিল, "আর কতক্ষণ? বসিয়া বসিয়া যে, কোমরে ব্যথা ধরিল?"

দ্বিতীয় উত্তর করিল, "আর বেশীক্ষণ নয়। শীঘ্রই শীকার উপস্থিত হইবে। কেন কেশব! তোমার কি ভয় পাইতেছে? মুখখানা যে শুখাইয়া গিয়াছে!"

কেশব নব্য যুবক। ঘাড় বাঁকাইয়া, তীব্রস্বরে কহিল, "ভয়ের বড় ধার ধারি না মদন।"

মদন কহিল, "তাহা আমি জানি। তোমার সহিত বিদ্রূপ করিতেছি মাত্র। কিন্তু সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে, শঙ্কর কোনরূপে তোমার সুহৃদ নয়।"

কেশব। সম্ভব কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমার প্রতি সে কোন দুর্ব্ব্যবহার করে নাই। আমি কেবল তোমার পরামর্শে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু তাহার উপর তোমার এত আক্রোশ কেন মদনজী? তোমার কার্য্যকলাপে প্রতীয়মান হইতেছে, তুমি যেন কোন নরহন্তা, কি এইরূপ ভাবের কোন একটা গুরুতর পাপী—আর শঙ্কর তোমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ঘুরিতেছে—আর তুমি তাহার কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, তাহাকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছ। ব্যাপারখানা কি?

মদন। ব্যাপার কিছুই নয়—সেই পুরাণ কথা! ভয় নাই, আমি নরহন্তা নই। পার্ব্বত্য ডাকাত কালুরায় তাহাদের পঞ্চাশ হাজার টাকা লুটিয়া লইয়াছে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য শঙ্কররাও গোয়েন্দা-পুলিসে নিযুক্ত হইয়াছে। শঙ্করের বিশ্বাস আমিই সেই বিখ্যাত দুর্দ্ধর্ষ দস্যু কালুরায়। এই ভ্রান্তবিশ্বাসের বশে আজ ছয় বৎসর সে আমার পশ্চাতে ঘুরিতেছে।

কেশব। এত লোক থাকিতে তোমারই উপর—গোয়েন্দা প্রবরের সুনজর পড়িল কেন—কথাটা ভাল বুঝিলাম না।

মদন। আমি তাহাদের ফার্ম্মের একজন কর্ম্মচারী ছিলাম। জয়ন্তপুরে থাকিতে, আমি তারা বাইয়ের সঙ্গে টাকাটা চালান দিই। তারা ভিন্ন টাকার কথা অপরে কেহ জানিত না। পথিমধ্যে কালুরায় গাড়ী আক্রমণ করিয়া, টাকাটা কাড়িয়া লইয়া গেল,—এই সকল কারণে শঙ্করের মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছে—কালু রায় আর কেহ নয়—আমারই নামান্তর।

কেশব। যেরূপ ক্ষেত্র, তাহাতে তাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না—তোমাকে তাহার সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

মদনজী আরক্তনেত্রে কহিল, "সাবধান কেশব! এমন কথা আর মুখে আনিও না। তুমি বন্ধু বলিয়াই, পার পাইয়া গেলে, অন্যের মুখে এ কথা বাহির হইলে, এতক্ষণ এই ছুরিখানার আমূল তাহার হৃদয়ে বসাইয়া দিতাম।"

হাসিয়া কেশব কহিল, "আমি উপহাস করিতেছি মাত্র। আমি তোমার কথামত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত আছি কিন্তু তোমাকে একটা বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হইতে হইবে।"

মদন। কি?

কেশব। তুমি শঙ্কররাওকে হত্যা করিতে পারিবে না।

মদন। শপথ করিয়া বলিতেছি, তাহার প্রাণের কোন অনিষ্ট করিব না। কেবল দিন কয়েকের জন্য আটক রাখিব মাত্র—নতুবা আমাদের সমূহ বিপদ।

তৃতীয় ব্যক্তি কোন কথা কহে নাই। কেশব তাহাকে কহিল, "গোবর্দ্ধন! তুমিও ইহাতে সম্মত আছ?"

গোবর্দ্ধন কলিকায় আর একটা দম মারিয়া কহিল, "তাহার সহিত আমার ও কোন শক্রতা নাই, আমি কেবল মদনজীকে সাহায্য করিতে আসিয়াছি।"

মদনজী সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, "উত্তম। তোমরা আমাকে সাহায্য কর—আমিও তোমাদিগকে বিপদে সাহায্য করিব। আমরা পরস্পরকে চিনি—শঙ্কর রাওয়ের যেরূপ নামডাক বাড়িয়াছে - তাহার যেরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা—তাহাতে উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহাকে একটু শিক্ষা না দিলে—আমাদের ভবিষ্যৎ বড় নিরাপদ নয়। চুপ কর—কাহার পদশব্দ শোনা যাইতেছে।"

দুর্ব্বৃত্তত্রয় যাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, বাস্তবিকই সে ব্যক্তি অসন্দিগ্ধচিত্তে শিবনিবাসের দিকে সেই সময়ে অগ্রসর হইতেছিলেন। এরূপভাবের কোন বিপদের যে সম্ভাবনা আছে, তাহা তাঁহার মনে স্থান না পাওয়াতে, তিনি বিশেষ কিছু সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। নির্ব্বিকারচিত্তে ঝোপের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র, সহসা অন্ধকারের মধ্য হইতে তিন জন লোক লাফাইয়া, তাঁহাকে সবলে আক্রমণ করিল এবং মুখের উপর একখানা কাপড় চাপা দিয়া, মুখটা বাঁধিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

আজি পূর্ণ ছয় বৎসর শঙ্কর গোয়েন্দাগিরি করিতেছেন। এই ছয় বৎসরের অভিজ্ঞতাবলে, সহসা আক্রান্ত হইলে, কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হয়, তাহা তিনি উত্তমরূপে শিখিয়াছেন। গোয়েন্দার জীবন সর্ব্বক্ষণ বিপন্ন—সেই জন্য সর্ব্বক্ষণ তাঁহারা সতর্ক। সহসা আক্রান্ত হইবামাত্র শঙ্কর সবলে সম্মুখস্থ এক ব্যক্তির উদরে এক পদাঘাত করিলেন।

সে ভীম পদাঘাতে লোকটা দুই তিন হস্ত দূরে গিয়া পড়িল।

অপর এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া কহিল, "সহজে হইবে না—ছুরি চালাও।"

যে লোকটা বস্ত্র দ্বারা মুখ বাঁধিতে উদ্যত হইয়াছিল, সে বস্ত্র ফেলিয়া ছুরি বাহির করিল। গতিক মন্দ দেখিয়া শঙ্কর অপর ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া, আক্রমণকারী এবং তাঁহার মধ্যে স্থাপন করিলেন। অন্ধকারে লোকটা লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিল না। আঘাত পড়িল কিন্তু শঙ্করের গায়ে লাগিল না। যাহাকে তিনি বলপূর্ব্বক ধরিয়াছিলেন, সে লোকটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল—এই সময়ে পদাহত ব্যক্তি উঠিয়া পুনরায় তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। তিনি আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া, ছুরিকাহত, যন্ত্রণাব্যথিত লোকটার কর্ণমূলে বজ্রতুল্য একটা চপেটাঘাত করিয়া, অন্ধকারের মধ্যে তীরবৎ ছুটিতে লাগিলেন।

গুড়ুম করিয়া একটা শব্দ হইল। অন্ধকারের মধ্যে ধাবমান শঙ্করের পাশ দিয়া কয়েকটা গুলি চলিয়া গেল। তিনি প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলেন। আবার একটা আওয়াজ হইল—আবার পিস্তলের গুলি ছুটিল। শঙ্কর অগ্রে, শত্রুরা এখনও পশ্চাৎ ছুটিতেছে। আবার পিস্তলের ভীমনাদ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলিয়া, অনল বর্ষণ করিল। এবার শঙ্করের দক্ষিণ কর্ণের উপর মস্তকে একটা তীব্র যাতনা অনুভূত হইল। সৌভাগ্যক্রমে আঘাত তত গুরুতর হয় নাই, মাংস কাটিয়া গুলিটা চলিয়া গিয়াছিল মাত্র। গ্রীবা ভাসাইয়া, গাত্রবস্ত্র রঞ্জিত

করিয়া দর দর ধারে শোণিত প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। তথাপি তিনি ছুটিতেছেন। প্রথম প্রথম আঘাতটা তত গ্রাহ্য করেন নাই কিন্তু ক্রমশঃ শরীরটা যেন অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। তিনি কিছু উদ্বিগ্ন বোধ হইয়া পড়িলেন।

শত্রুরা এখনও পশ্চাতে ছুটিতেছে। পথ যেমন বন্ধুর, তেমনি অপরিসর। সহসা একটা প্রস্তর খণ্ডে পদ প্রতিহত হওয়াতে, বেগ সামলাইতে না পারিয়া, পার্শ্বস্থ খাদের মধ্যে গড়াইয়া পড়িলেন। যে স্থানে পড়িলেন, সে স্থানটা ক্রমনিম্ন চালু এবং বন্য লতাগুল্মাবৃত।

সে পতনে শঙ্করের বিশেষ কোন আঘাত লাগে নাই। এবং এক্ষণে বুঝিলেন ইহাতে অনিষ্ট অপেক্ষা ইষ্টের সম্ভাবনাই সমধিক। কারণ বিপক্ষেরা তাঁহাকে তথায় পড়িয়া যাইতে দেখে নাই—তাহারা তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেই, তিনি নিরাপদ হইতে পারিবেন। এই সকল চিন্তা করিয়া, তিনি নিঃশব্দে তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

মুহূর্ত্ত পরে আততায়ীরা তথায় উপস্থিত হইয়া, সহসা দণ্ডায়মান হইল। তাহাদের মধ্যে একজন কহিল, "বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনা! রাত্রি অন্ধকার হইলেও, আমি তাহাকে এই স্থানে দাঁড়াইতে দেখিয়াছি। লোকটা কি বাতাসে মিলিয়া গেল?"

অপর কহিল, "বোধ হয়, তোমার পিস্তলের গুলি নিস্ফলে যায় নাই!"

প্রথম কহিল, "তাহা হইলেও ত দেহটা পাওয়া যাইবে?"

তৃতীয় কহিল, "উঃ! বড় কষ্ট! হইতেছে ছুরিখানা হাতে

অনেকটা বিঁধিয়া গিয়াছিল। বাছাধনকে একবার ধরিতে পারিলে, ইহার প্রতিশোধ দিব—খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিব!"

প্রথম কহিল, "বৃথা বাকবিতণ্ডায় সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। এখানেই কোথায় আছে—তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান লইতে হইবে। খবরদার কেহ কাহারও নাম ধরিয়া ডাকিও না—যেমন করিয়া পার—খুজিয়া বাহির কর। সে যদি অক্ষত বা জীবন্ত প্রস্থান করে—আমাদেরও জীবন-লীলার শেষ হইবে। শঙ্কর গোয়েন্দা বড় সোজা লোক নয়।"

শঙ্কর শিহরিয়া উঠিলেন। তিন জনের মধ্যে দুই জনের কণ্ঠস্বর যেন তাঁহার পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু তাহারা কে—তখন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। শত্রুদের মধ্যে একজন সেই সময়ে পার্শ্বস্থ ঝাড়ের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিল। শঙ্কর পকেট হইতে একটা পিস্তল বাহির করিলেন। একবার মনে করিলেন একটা শত্রু কমাইয়া দিই কিন্তু পরক্ষণে পিস্তল যথাস্থানে রাখিয়া, পরবর্ত্তী ঘটনার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

তিনি যে স্থানে পড়িয়াছিলেন, সে স্থান শত্রুপক্ষীয়ের অধিকৃত স্থান হইতে প্রায় পাঁচ ছয় হাত নিম্নে। স্থানটী ক্রমনিম্ন, গড়নে—স্থানে স্থানে দুই একটা ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য বৃক্ষ এবং বন্যলতা। শঙ্কর ও একটা ঐরূপ বৃক্ষের স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া, তাহার ঘন শাখা পত্রান্তরালে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া রহিলেন। শত্রুরা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই অবধারণ করিতে না পারিয়া, প্রস্থান করিল। রক্তক্ষয়ে এবং মানসিক উত্তেজনায় শঙ্করের মাথা ঘুরিতে লাগিল। এই সময়ে শিখিনমুল

বৃক্ষটা তাঁহার ভারে সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল—তিনি পার্শ্বে পতিত এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তরকে সবলে চাপিয়া ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন কিন্তু ক্ষীণবল অবশ বাহু সেখানাকে ধরিতে পারিল না। সেই সময়ে তাঁহার চৈতন্য লোপ হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি উৎপাটিত বৃক্ষের সহিত গড়াইতে গড়াইতে, নীচে পাহাড়তলীতে আসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সংজ্ঞাও লোপ পাইল।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০—

### কুটীরবাসিনী।

ধীরে ধীরে শঙ্করের লুপ্ত চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। নিদ্রাভঙ্গের পর, পরিদৃষ্ট দুঃস্বপ্নের মত রাত্রির যাবতীয় দুর্ঘটনা, তাঁহার স্মৃতি-মুকুরে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। চক্ষু উন্মীলন করিয়া, অন্ধকার পাহাড়নিম্নে কোন স্থানে আপনাকে পতিত দেখিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন কিন্তু এ কি! এখনও কি তাঁহার লুপ্ত চৈতন্য ফিরিয়া আইসে নাই? এখনও কি তিনি সুষুপ্তিঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছেন? এ ত অন্ধকার পাহাড়তলী নয়—এ যে ক্ষীণালোকিত কোন মনুষ্যাবাস! কাহার মৃদু কোমল করপল্লব তাঁহার মস্তকের ক্ষত স্থানের এবং গ্রীবার রুধিরধারা ধৌত করিয়া দিতেছে না? তাই ত বটে, ঐ যে কাহার কারুণ্যকোমল ধীরসঞ্চালিত করলতা তাঁহার চোখে, মুখে, ওষ্ঠে অধরে এবং ললাটে স্নিগ্ধ বারিবিন্দু

চালিতেছে না? তাহা হইলে এ স্বপ্ন নয়—বাস্তব ঘটনা! চক্ষু মেলিয়া, মাথা ফিরাইয়া দেখিলেন, শিয়রে বসিয়া সুন্দরী এক তাঁহার সেবা করিতেছে—প্রাণপণযত্নে তাঁহার সংজ্ঞা সঞ্চারে সচেষ্ট রহিয়াছে।

সুন্দরী কিশোরী যুবতী। শরীরে কোন অলঙ্কার নাই—বেশ-বিন্যাসে কোন যত্ন নাই—স্বভাবসুন্দরীর মত, বনের বনলতার মত—আপনার সৌন্দর্য্যে, আপনার গৌরবে গৌরবান্বিতা। দেহ হৃষ্টপুষ্ট, বর্ষার বারিপ্লাবিত পূর্ণতোয়া তরঙ্গিনীর মত পূর্ণাঙ্গ। সুন্দরী শঙ্করকে সচেতন দেখিয়া, সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! এখন কি আর কোন কষ্ট হইতেছে? শীঘ্র আপনার চৈতন্য না হওয়াতে, আমি বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলাম!"

কিশোরীর প্রদত্ত বনৌষধে শঙ্করের রক্তস্রাব পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছিল, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, "আমি এখন বেশ সুস্থ হইয়াছি কিন্তু আমি এখানে কি প্রকারে আসিলাম?"

সুন্দরী। আমি আনিয়াছি। আমাদের কুটীরের অদূরে পাহাড়তলে অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়াছিলেন।

শঙ্কর। তুমি একা আনিয়াছ?

কিশোরী লজ্জাবনতবদনে কহিল, "হাঁ।"

ঐ কুটীরবাসিনী বনবালার মত কোন কিশোরী, শঙ্করের মত পূর্ণবয়স্ক হৃষ্টপুষ্ট কোন বলিষ্ঠ যুবককে একাকিনী এতদূর বহন করিয়া আনিয়াছে শুনিয়া, শঙ্কর রাওই যখন বিস্ময় বোধ করিলেন, তখন আমাদের এই আখ্যায়িকার ক্ষীণবল, হীনতেজ বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকা যে, ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন বা এরূপ ঘটনা কল্পিত বিবেচনা করিবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

শঙ্কর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে এবং কুটীর কাহার ?"

কিশোরী উত্তর করিল, "এ কুটীর গোবর্দ্ধন সিংহের—আমি তাঁহার কন্যা, নাম ফুল্লরা।"

শঙ্কর। ফুল্লরা! আজ তোমারই কৃপায় আমার জীবন রক্ষা হইয়াছে। তুমি বড়ই দয়াশীলা!

ফুল্লরার মুখ হর্ষপ্রফুল্ল, আরক্তিম এবং নেত্রদৃষ্টি আনত হইয়া আসিল। নির্জ্জন নিশীথে যুবক-যুবতীকে বিরলে পাইয়া, ফুলশর বোধ হইয়া অলক্ষিতে পঞ্চশর হানিয়া থাকিবে!

ফুল্লরা। বোধ হয় আপনি অসাবধানে পাহাড়ের উপর হইতে পড়িয়া গিয়া থাকিবেন ?

শঙ্কর। হাঁ।

ফুল্লরা। কিন্তু আপনার ক্ষতস্থান দেখিলে, শুধু পড়িয়া যাওয়া বোধ হয় না——

শঙ্কর। তোমার অনুমান সত্য—অন্ধকারে আমাকে কয়েক-জন আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাদের একজনের পিস্তলের গুলি লাগিয়া, আমার মাথাটার একস্থানে কাটিয়া যায়, তাহার পর আমি ছুটিতে ছুটিতে পড়িয়া যাই। কিন্তু সেই পতনে আমার উপকারই হইয়াছে,—আমি শত্রুর অনুসরণ এবং আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছি এবং ফুল্লরার মত বনদেবীর কৃপালাভে কৃতার্থ হইয়াছি!

সুন্দরী পুনরায় লজ্জায় অধোবদন হইয়া কহিল, "লোক কয় জনকে বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছেন ?"

শঙ্কর। না, অন্ধকারে কাহারও স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারি

নাই। এক জনের হাতে ছুরির একটা আঘাত লাগিয়াছে, যদি কাল শিবনিবাসের কোন লোকের হাতে ছুরির আঘাত দেখিতে পাও—নিশ্চয় জানিবে, আমার আক্রমণকারী দস্যুত্রয়ের মধ্যে সে একজন।

ফুল্লরার ফুল্লেন্দীবরতুল্য স্বচ্ছ নীলাঞ্জনেত্র অশ্রুভারাক্রান্ত এবং তাহার সুন্দর মুখ কোন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় নিবিড় ছায়ায় মলিনতা প্রাপ্ত এবং বিশুষ্ক হইয়া উঠিল। শঙ্কর সুন্দরীর সহসা এ ভাবপরিবর্ত্তনের কারণ অনুমান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে কুটীর বাহিরে কাহার দ্রুত পদশব্দ পরিশ্রুত হইল। ফুল্লরা মলিনমুখে শঙ্কাবিজড়িতকণ্ঠে কহিল, "কে আসিতেছে—আপনাকে এখানে দেখিলে বিপদ ঘটিতে পারে! লুকান—শীঘ্র - পার্শ্বের ঐ কুটীর মধ্যে!"

গোবর্দ্ধন শিবনিবাসের লোকালয় হইতে কিছুদূরে পর্ব্বতনিম্নে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতেছে। তাহার কুটীরখানি দুকুঠারী। সম্মুখের ঘরখানি কিছু প্রশস্ত, তাহাতে বসা দাঁড়ান, খাওয়া শোওয়া চলে, ভিতরের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ঘরখানিতে সংসারের ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র রক্ষিত থাকে। একটা পৃথক চালায় রন্ধনাদি হয়।

পদশব্দ নিকটবর্ত্তী! শঙ্কর ইতস্ততঃ করিতেছেন—ফুল্লরা তাঁহার হাত ধরিয়া ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে পুরিয়া, দ্বার টানিয়া দিল। শঙ্কর তাহার ভগ্নপ্রায় দ্বার-ছিদ্র দিয়া, আগন্তুক কে—দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

অনতিবিলম্বে কুটীরদ্বার মুক্ত করিয়া, কদাকার মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তি উহার মধ্যে প্রবেশ করিল। লোকটার চেহারা যেমন

বিকট, তাহার বর্ণটা তেমনি কাল। চক্ষু দুইটা রক্তবর্ণ, নাকটা মণিপুরের খাস আমদানি, গোঁফ জোড়াটা সাদায় কালায় মিশ্রিত, মোটা ঋজু—দাঁত গুলা বড় বড়, বক্ষস্থল উন্নত প্রশস্ত। প্রত্যুত সর্ব্বাঙ্গেই একটা পরুষ-কর্কশ ভাব স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইতেছিল। লোকটার হাতে একটা পাখীমারা দোনলা বন্দুক ছিল, সেটা দেওয়ালের গায়ে ঠেসাইয়া রাখিয়া, ফুল্লরার দিকে চাহিয়া কহিল, "অমন করিয়া কি দেখিতেছ?"

ফুল্লরা সঙ্কুচিতভাবে কহিল, "কিছুই না।"

আগন্তুক। তবে অমন করিয়া দাঁড়াইয়া কেন? মেয়ে মানুষগুলো বানরের জাত—বেটীরা বহুরূপী--কাজে করে এক এবং মুখে বলে এক। শীঘ্র একখানা ফর্সা ন্যাকড়া লইয়া আয়।

লোকটা শঙ্করের অপরিচিত। ফুল্লরার প্রতি কর্কশ ব্যবহারে তাঁহার শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। ফুল্লরা কিন্তু সে পাষণ্ডের আদেশ অমান্য করিতে সাহস করিল না। লোকটা ফর্সা ন্যাকড়া লইয়া কি করিবে? সহসা তাঁহার দৃষ্টি লোকটার বামহস্ত এবং রক্তাক্ত পরিধেয় বস্ত্রের উপর পড়িল। শঙ্কর শিহরিয়া উঠিলেন—আগন্তুক তাঁহার নৈশ শত্রুগণের মধ্যে একজন।

বস্ত্রখণ্ড লইয়া কি হইবে, বুঝিতে না পারাতে, ফুল্লরা পুনরাদেশের জন্য লোকটার মুখের দিকে চাহিল। পিশাচ কক্ষতলে একটা পদাঘাত করিয়া কহিল, "অমন করিয়া চাহিতেছিস কেন? কথা বলিলে গ্রাহ্য হইতেছে না কেন?"

ফুল্লরা কাতরকণ্ঠে কহিল, "বাবা! তোমার হাতে ও কি হইয়াছে? তোমার কাপড়ে রক্ত কেন?"

লোকটা আরও রাগিয়া উঠিল। গর্জ্জন করিয়া কহিল, "তোমার শ্রাদ্ধ হইয়াছে! হাতে কি হইল—কাপড়ে রক্ত কেন—অত খোঁজে তোর দরকার কি? যাহা বলিতেছি কর!"

ফুল্লরার চোখে জল আসিল—বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। শুষ্কমুখে ইতস্ততঃ বস্ত্রখণ্ডের অনুসন্ধান করিতে লাগিল, আগন্তুক যে ফুল্লরার পিতা গোবর্দ্ধন পাঠক তাহা এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন।

ফুল্লরার বিলম্ব দেখিয়া, পাষণ্ড গোবর্দ্ধন বিরক্তিসহকারে কহিল, "ছুঁড়ী কানা না কি! একখানা ন্যাকড়া খুঁজিতে বৎসর কাটিয়া গেল। এ ঘরে না থাকে, ভাঁড়ার ঘরে দেখ! থাক্, তোকে আর আনিতে হইবে না, আমিই খুঁজিয়া লইতেছি!"

এই কথা বলিয়া গোবর্দ্ধন ফুল্লরাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া, দ্বিতীয় দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল এবং উহা মুক্ত করিয়া প্রবেশ করিবার জন্য দ্বারে হস্তার্পণ করিল। ফুল্লরা বাত্যা-ভিহতা কদলীপত্রের মত এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থর থর কাঁপিতে লাগিল। না জানি এখনি কি অত্যহিত ঘটিবে—একজনের নির্দ্দোষ শোণিতে তাহাদের কুটীর-মৃত্তিকা সিক্ত হইবে ভাবিয়া, ফুল্লরা নিতান্ত ব্যথিতার মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সে সময়কার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মলিন মুখ শঙ্কর জীবনে কখনও ভুলিতে পারেন নাই।

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:•:—

## রসিকতা।

শঙ্কর গোপনে থাকিয়া সমস্তই শুনিলেন। গোবর্দ্ধন সে কক্ষে প্রবেশ করিলে, বিপদ যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা তিনি বেশ বুঝিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে অন্য লোক কি করিত—ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া মূর্চ্ছা যাইত কি না জানি না। শঙ্কর কিন্তু ক্ষিপ্রহস্তে পকেট হইতে একখানা পরিষ্কার রুমাল বাহির করিয়া, দ্বার খুলিয়া, অবিকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "এই নিন মহাশয়! ফর্সা ন্যাকড়া!"

গোবর্দ্ধন সভয়ে দুই তিন পদ সরিয়া আসিয়া, নির্ব্বাক-বিস্ময়ে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া, শঙ্কর পুনরায় কহিলেন, "আসুন, আমি আপনার ক্ষতস্থানে পটী বাঁধিয়া দিই—ডাক্তারি-বিদ্যায় আমার কতকটা অভিজ্ঞতা আছে!"

গোবর্দ্ধনের বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসিল, কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসিল, "চোর! ডাকাত! খুনে! কে তুই?"

মৃদু হাস্যে অধর রঞ্জিত করিয়া শঙ্কর কহিলেন, "আমি কে পরিচয় দিলে চিনিবে কি? আমার নাম গণেশজী। তোমার হাত দিয়া এখনও রক্ত পড়িতেছে—উতলা হইও না—বস—হাতখানা বাঁধিয়া দিই—তাহার পর, কি জন্য আমি এখানে আসিয়াছি বলিব!"

শঙ্করের সরলতায় গোবর্দ্ধনের আপাদমস্তক আরও জ্বলিয়া গেল। কহিল, "থাক, তোমার সাধুতায় আর প্রয়োজন নাই—কৈফিয়ৎ আর শুনিতে চাই না। আমি গাধা নই—আমার বুদ্ধি আছে—সব বুঝিতে পারি! আমার এই সরলা ধর্ম্মপরায়ণা কন্যাটীর তুমি সাধের গুপ্ত নাগর! আমি যখন বাহির হইয়া যাই—তুমি সাপের বাসায় ঢুকিয়া নাগরালি কর। আজ ধরা পড়িয়াছ—আজ সুদে আসলে তোমাদের চতুরালী ভাঙ্গিয়া দিব!"

গোবর্দ্ধনের আরক্তনেত্র আরও আরক্ত হইয়া, অনলতপ্ত লৌহ ভাঁটার মত ঘুরিতে লাগিল। সে ভীম মূর্ত্তি দর্শনে শঙ্কর কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কহিলেন, "তুমি বড়ই ভুল বুঝিয়াছ। আমি বিদেশী—এই পথ দিয়া যাইতেছিলাম। পথের পার্শ্বে কুটীরে আলোক জ্বলিতেছে দেখিয়া নিকটে আসিলাম। কুটীর শূন্য—কেহ ভিতরে আছে কি না, দেখিবার জন্য যেমন ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, অমনি এই কুমারীটী প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। যদি আমি বাহির হইয়া যাই, স্ত্রীলোকটী আমাকে চোর বদমায়েস ভাবিয়া ভয় পাইতে পারে—তাহার চীৎকারে পাড়া প্রতিবাসীরা আসিয়া উপস্থিত হইলে, বড় বিপদে পড়িব ভাবিয়া, এই ভিতরের ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলাম। ভাবিয়াছিলাম, অবসরক্রমে গোপনে বাহির হইয়া যাইব। আমি চোর ডাকাত নই—তোমার ঘরের কোন জিনিষে হাত দিই নাই।"

গোবর্দ্ধন বড় বিপদে পড়িল। যুবক যেরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, তাহাতে তাহার কথা সত্য বলিয়াই

তাহার ধারণা জন্মিল। তথাপি, ফুল্লরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কি বলিস্?"

ফুল্লরা দেখিল, যুবকের পক্ষ সমর্থন না করিলে, এখনই রক্তারক্তি ঘটিবে এবং আসল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সে কহিল, "বড়ই গ্রীষ্ম বোধ হওয়াতে, আমি সত্যই কিয়ৎক্ষণ কুটীরের বাহিরে পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। যখন ফিরিয়া আসি, ঘরে কাহাকেও দেখি নাই। আমার বিবেচনায় বিদেশী সত্য কথা বলিতেছে।"

গোবর্দ্ধন স্বয়ং পাষণ্ড হইলেও, ফুল্লরার সততায় তাহার আস্থা ছিল। তাহার মুখভাবের পরুষতা অনেকটা হ্রাস পাইল। যুবক বিদেশী—অপরিচিত—গোবর্দ্ধন কি ভাবিতে লাগিল। তাহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া, শঙ্কর ফুল্লরার মুখপানে চাহিল। তাহার দৃষ্টিতে অভয় এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইল। শঙ্কর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এখন আমি তোমার ক্ষত স্থানটা বাঁধিয়া দিতে পারি?"

গোবর্দ্ধন সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া, একখানা তক্তাপোষের উপর বসিয়া পড়িল এবং তাহার বামহস্ত প্রসারিত করিয়া দিল। শঙ্কর দেখিলেন, ছুরির আঘাত তত সাঙ্ঘাতিক না হইলেও যন্ত্রণাদায়ক বটে। তাঁহার হৃদয় লক্ষ্য করিয়া শত্রুর যে ছুরিকা ঊর্দ্ধে উত্থিয়াছিল, অন্ধকারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতে, তাহাই গোবর্দ্ধনের হস্তে পড়িয়াছে। ফুল্লরা আলোক ধরিল, তিনি যত্নের সহিত ঝাঁধিতে বাঁধিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কার্য্য সমাধা হইলে তাহাকে সেই মুহূর্ত্তে গ্রেপ্তার করিবেন কি না? নানা কারণে তাহাকে তখন গ্রেপ্তার না করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন।

গোবর্দ্ধন তাহার কর্কশকণ্ঠে যথাসাধ্য কোমল করিয়া, হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইল এবং তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল। তক্তাপোসের পাশে একখানা অর্দ্ধভগ্ন চেয়ার পড়িয়াছিল, শঙ্কর তাহাতেই বসিয়া পড়িলেন। গোবর্দ্ধন তখন অতিথি-সৎকারে মনোনিবেশ করিল এবং ফুল্লরাকে কিছু ফল মূল এবং মিষ্টান্ন আনিতে আদেশ করিল। শঙ্কর অনেক আপত্তি করিলেন—শেষে ফুল্লরা চারুলোচনের নীরব ভাষায় তাহার পিতার অনুরোধে যোগ দিল এবং খাদ্যাদি যে বিষাক্ত নয়, তাহাও তাঁহাকে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল।

জলযোগ করিতে করিতে, দুই জনে অনেক কথাবার্ত্তা হইল কিন্তু গোবর্দ্ধন শঙ্করের স্বরূপ পরিচয় কিছুই পাইল না। তখন সে কহিল, "তুমি কি প্রকারে আমার কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলে, আমি এখনও ভাবিয়া পাইতেছি না।"

শঙ্কর। ইহাতে ভাবিবার বিষয় কিছুই নাই।

গোবর্দ্ধন। আছে বৈ কি! ধর আমি যদি তোমার কথায় বিশ্বাস না করিতাম—এবং এমন ভালমানুষটী না হইয়া, তোমার মাথাটা বন্দুকের গুলিতে উড়াইয়া দিতাম, তাহা হইলে তুমি কি করিতে?

শঙ্কর। কি আর করিব—কুকুর বিড়ালের মত নিহত হইতাম।

গোবর্দ্ধন। তুমি কি বিদ্রূপ মনে করিতেছ?

গোবর্দ্ধনের চক্ষু দুইটা অস্বাভাবিক তেজে জ্বলিয়া উঠিল। শঙ্কর তখনও অবিচলিত। নির্ভীকস্বরে কহিলেন, "না, তোমার মত লোক কি বিদ্রূপ করিতে জানে!"

পার্শ্বেই বন্দুকটা ঠেশান ছিল;—গোবর্দ্ধন সহসা সেটা তুলিয়া লইয়া, স্থিরলক্ষ্যে শঙ্করের ললাটের নিকট ধরিয়া কহিল, "শোন্ হতভাগ্য! বাস্তবিকই আমি বিদ্রূপ কাহাকে বলে জানি না। আমি বড়ই গরীব—কিছু টাকায় আমার বড়ই প্রয়োজন। একটী শ' টাকা যদি আমায় দিতে পার, জীবন লইয়া, এ কুটীর হইতে বাহির হইতে পারিবে, নচেৎ ইহার গুলিতে তোমার মাথাটা উড়াইয়া দিব!"

কুটীরের একপার্শ্ব হইতে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। সহসা দৃশ্য পবিবর্ত্তনে ফুল্লরা আত্মহারা হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। আক্রান্ত বা আক্রমণকারীর মধ্যে কেহ কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করিল না। শঙ্কর কোনপ্রকার মানসিক উত্তেজনা প্রকাশ না করিয়া, সহাস্যে কহিলেন, "বন্ধু! বলিতেছ কি? আমি এত যত্ন করিয়া, তোমার হাতের ক্ষত বাঁধিয়া দিলাম,—এখন তুমি বলিতেছ কি না, তোমার মাথাটা উড়াইয়া দিব! আমি বিদেশী বলিয়া বোধ হয় তুমি আমার সহিত উপহাস করিতেছ? তোমাদের দেশের বিদ্রূপে কিছু বিশেষত্ব আছে!"

গোবর্দ্ধন। বিদ্রূপ নয় অন্ধ! আমি প্রকৃত কথাই বলিয়াছি। টাকা গণিয়া দাও—নচেৎ গুলি খাইয়া হজম কর। বল, শীঘ্র বল? কোনটায় তোমার অভিমত?

শঙ্কর। একটাও নয়। আমি টাকা দিতেও প্রস্তুত নহি—এবং গুলির আঘাতে মাথা ভাঙ্গিতেও সম্মত নহি।

গোবর্দ্ধনের বিকট মুখ আরও বিকট, চক্ষুতারকা আরও প্রদীপ্ত এবং স্বভাব আরও হিংস্র হইয়া উঠিল। শঙ্কর স্থির

দৃষ্টিতে তাহার চোখের দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া উপবিষ্ট—গোবর্দ্ধন গর্জ্জন করিয়া পুনরায় কহিল, "হতভাগ্য যুবক! তবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'! আর এক মিনিট সময়—তাহার পরই অনলবর্ষণ করিব।"

শঙ্কর এখনও অচঞ্চল—এখনও তাঁহার মুখে সেই মৃদু হাস্য! গোবর্দ্ধনের মত লোক যে, সত্য সত্যই টাকার লোভে তাঁহাকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, তাহা তাঁহার জানা ছিল, তথাপি তিনি অচঞ্চল। সহাস্যমুখে কহিলেন, "বন্ধু! তবে আর বিলম্ব করিতেছ কেন? কিন্তু একটা কথা তোমায় বলিয়া রাখি,—বন্দুক ছুড়িবে বটে—শব্দও হইবে কিন্তু গুলি ছুটিবে না। তোমার হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার সময়, কৌশলে আমি তোমার বন্দুকের ছিটে কয়টা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়াছি—নচেৎ তোমার মত সাধু পুরুষের হাতে বন্দুক উদ্যত দেখিয়া, এমনি স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে কি আমার সাহস হয়?"

গোবর্দ্ধন এতক্ষণ অনন্যদৃষ্টিতে স্থিরলক্ষ্যে তাহার শীকারের দিকে বন্দূক উদ্যত করিয়া বসিয়াছিল, এক্ষণে মুহূর্ত্তের জন্য তাহার দৃষ্টি লক্ষ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইল—মুহূর্ত্তের জন্য বন্দুকের নলীর দিকে চাহিল। শঙ্কর হাসিয়া হাসিয়া, মুখে কথা কহিলেও, অন্তরে মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন। পলকের জন্য পাষণ্ডের দৃষ্টি লক্ষ্যহীন হইবামাত্র, বিদ্যুৎ-গতিতে তাহার উদ্যত বন্দূকটা ধরিয়া, সবলে এক টান দিলেন। পরমুহূর্ত্তে তাঁহার নিজের পিস্তল বাহির করিয়া, দুর্ব্বৃত্তের বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া ধরিলেন এবং বজ্রকঠোররবে

কহিলেন, "স্থির হইয়া বস! উঠিবার চেষ্টা করিয়াছ, কি একটী অঙ্গুলি নাড়িয়াছ, অমনি আমার বজ্রনাদী পিস্তলের গুলিতে তোমার হেয়, পাপ জীবনের অবসান হইয়াছে।"

গোবর্দ্ধন ভয়ে—বিস্ময়ে—নির্ব্বাক। এমন সহজে—এমন কৌশলে, ইতিপূর্ব্বে কেহ কখনও তাহাকে অস্ত্রচ্যুত বা পর্য্যুদস্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। যতই তাহার বিস্ময়বেগ প্রশমিত হইতে লাগিল, ততই যেন তাহার মনে হইতে লাগিল, অপরিচিত সহজ বা সামান্য লোক নয়—ছলে, বলে, কৌশলে, তাহা অপেক্ষা অনেক গরিষ্ঠ! অতি আশ্চর্য্য-রূপে—অতি অসম্ভাবিত উপায়ে মুহূর্ত্তে ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল। অক্রান্ত এখন আক্রমণকারী।

গোবর্দ্ধন কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া, কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিল, "বন্ধু! তুমি বড় বেরসিক। আমি তোমার সহিত উপহাস করিতেছিলাম!"

শঙ্কর। তোমার রসিকতায় নমস্কার! আমি কিন্তু উপহাস করিতেছি না! গোবর্দ্ধন! তুমি বড় অকৃতজ্ঞ! যে ব্যক্তির সহিত কোনকালে তোমার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই—যে যত্নের সহিত তোমার ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দিল, তুমি তাহারই প্রাণ লইতে উদ্যত হইয়াছিলে! তুমি অতি পাষণ্ড নরকের কীট! আমি পূর্ব্বে কখনও তোমায় দেখি নাই—কিন্তু তোমার সুনাম আমার অজ্ঞাত নয়! লোকে তোমায় গলাকাটা গোবর্দ্ধন বলে—আজ তোমার নামের সার্থকতা দেখিলাম।

গোবর্দ্ধন। তুমি না বলিতেছিলে, 'আমি বিদেশী?'

শঙ্কর। তোমার অনেক সংবাদ আমি রাখি। জনশ্রুতিতে শোনা যায়, তুমি পাহাড়ের মধ্যে কোথায় গুপ্তধন পাইয়াছ। অভাব পড়িলেই, সেই গুপ্ত ভাণ্ডার হইতে অর্থ বাহির করিয়া আন এবং এই পল্লীপ্রান্তে নির্ব্বিবাদে দিনাতিবাহিত কর। তুমি বড় ভাগ্যবান পুরুষ।

গোবর্দ্ধন। অত কথায় তোমার প্রয়োজন কি? তুমি কে হে বাপু?

শঙ্কর। শোন, তোমার জীবনের আরও অনেক কথা আমি পরিজ্ঞাত আছি। তোমার আসল নাম গোবর্দ্ধন নয়—তোমার বাড়ীও এ দেশে নয়—আর্য্যাবর্ত্তের দিল্লী, লাহোর কিংবা রাওলপিণ্ড এমনি কোন একটা স্থান হইতে হাওয়া বদলাইতে, এ প্রদেশে তোমার শুভ আবির্ভাব হইয়াছে।

গোবর্দ্ধন। ঠিকুজি কুষ্ঠি দেখিয়া, আমার নাড়ী-নক্ষত্রের সংবাদ দিতে, কে তোমায় বলিল?

গোবর্দ্ধন অন্তরে অন্তরে কাঁপিয়া উঠিল। আগন্তুক যে, তাহার সহজ শত্রু নয়, তাহা বেশ বুঝিতে পারিল। শঙ্কর পুনরায় কহিলেন, "তোমার অতীত জীবনের অনেক গূঢ় কাহিনী আমি পরিজ্ঞাত থাকিলেও, উপস্থিত ক্ষেত্রে আমি তোমাকে বিপন্ন করিতে আসি নাই। তোমার অদ্যকার রাত্রিকার দুর্ব্ব্যবহারও আমি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু সাবধান! যদি এখনও সতর্ক হইয়া, এ কুপথ পরিত্যাগ না কর—শীঘ্রই তোমায় অনুতাপের অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইবে।"

ফুল্লরা রুদ্ধনিশ্বাসে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, এই সমস্ত কথোপকথন শুনিতেছিল। গোবর্দ্ধন—তাহার পিতা যে, পিশাচপ্রকৃতি দস্যু তাহা সে জানিত। সংসারে তাহার আপনার বলিবার আর কেহ নাই—তাহাকে স্নেহ করিবার—তাহার মুখের দিকে চাহিবার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই—তাই হতভাগিনী তাহার সুখ দুঃখের সমভাগিনী হইয়া—তাহার ভাগ্যসূত্রে আপনার ভাগ্যসূত্র বিজড়িত করিয়া, অন্ধভাবে জীবন কাটাইতেছিল। আজ পল্লীপ্রান্তে নিশিতে সহসা এই যুবকের সন্দর্শন লাভ করিয়া, যেন সহসা তাহার জীবন-নাট্য-মঞ্চে এক অভিনব দৃশ্যের আবির্ভাব হইয়াছে—হৃদয়ে এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুখের উৎস স্বতঃ উৎসারিত হইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

গোবর্দ্ধন কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "আমার মনে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছে!"

শঙ্কর। প্রকাশ করিয়া বলিতে পার।

গোবর্দ্ধন। তুমি বোধ হয় একজন ডিটেক্টিভ?

শঙ্কর। অসম্ভব নয়। মনে কর তাই।

গোবর্দ্ধন। তাহা হইলে, তুমি কখনই জীবিত আমার কুটীর ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে না।

শঙ্কর। আমি যাহাই হই—কিন্তু আত্মরক্ষা করিবার উপযোগী শক্তি আমার যথেষ্ট আছে।

গোবর্দ্ধন। দেখা যাইবে। তুমি কি শঙ্কর রাও?

শঙ্কর। আশ্চর্য্য নয়।

এই সময়ে কুটীর বাহিরে কাহার পদশব্দ হইল। গোবর্দ্ধনের ম্লানমুখ হর্ষপ্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার কুটীরে বা

আড্ডায় তাহার কোন বন্ধুর আসিবার কথা আছে—গোবর্দ্ধন এতক্ষণ উৎকণ্ঠিতভাবে তাহার অপেক্ষা করিতেছিল। বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া, সাহসে ভর করিয়া গোবর্দ্ধন পশ্চাতের দিকে চাহিল। দ্বার মুক্ত হইল—এক ব্যক্তি মুক্তদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। গোবর্দ্ধনের আরক্ত নেত্র ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান, তাহার প্রথম রাত্রির সহচর—তাহার পাপকর্ম্মের পরামর্শদাতা—মদনজী।

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

### কালু রায়।

ধনপতি রাওয়ের মৃত্যুর পর ছয় বৎসর কালগর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে,—ইহার মধ্যে যাহাদিগকে লইয়া আমাদের আখ্যায়িকা আরম্ভ, তাহাদের জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

কালু রায়কে ধরিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে বিস্তর চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই। নীল নির্ম্মুক্ত আকাশ—রৌদ্রভরা ধরণীতল, সহসা ইরম্মদনাদে বিস্ববাসী যেমন চমকিয়া উঠে—সেইরূপ মধ্যে মধ্যে কালু রায়ের আকস্মিক আবির্ভাবে জনসাধারণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। শঙ্কর গোয়েন্দা-বিভাগে প্রবেশ করিয়া, অতি অল্পদিনের মধ্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।

অপরাপর তদন্তে নিযুক্ত থাকিলেও, কালুরায়কে গ্রেপ্তার করিবার প্রবল বাসনা, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার হৃদয় হইতে অপসৃত হয় নাই। তাঁহার শক্তি, সামর্থ্য, যোগ্যতা এবং অধ্যবসায়কে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, একভাগ সরকারী কার্য্যে, অপরাংশ কালু রায়ের গ্রেপ্তারে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কালু রায়কে গ্রেপ্তার করা—তিনি তাঁহার বে-সরকারী নিজের কার্য্য এবং জীবনের একটা মহাব্রত বিবেচনা করিতেন।

পুনায় ফার্ম্ম উঠিয়া গেলে, তারাকে শিবনিবাসের নরোত্তম সিংহের আবাসে রাখিয়া, শঙ্কর চাকুরীতে প্রবেশ করিলেন।

নরোত্তম তাঁহার পিতার অকৃত্রিম বন্ধু এবং শিবনিবাসের একজন বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী। নরোত্তম বন্ধুকন্যাকে স্বীয় কন্যার মত রক্ষা করিতে লাগিলেন। গোয়েন্দাগিরিতে শঙ্করকে দেশে বিদেশে ঘুরিতে হয়, যখন অবসর পান, শিবনিবাসে আসিয়া ভগ্নীকে দেখিয়া যান।

লক্ষ্মীপতি বসন্তপুরের রেশমের কুটীতে চাকুরী আরম্ভ করেন এবং চারিবৎসর চাকুরীর পর, উহা ত্যাগ করিয়া, এক্ষণে দালালি করিতেছেন—হাতেও দু পয়সা বেশ জমিয়াছে। নরোত্তমের সহিত তাঁহারও খুব হৃদ্যতা—প্রায়ই তাঁহাকে শিবনিবাসে আসিতে হয়। যখন আসেন, তারার সংবাদ লইয়া যান। তারার গুণে সকলেই তাহাকে ভালবাসে।

নরোত্তমের সংসারে পোষ্য অতি অল্প। তাঁহার পুত্র সন্তান হয় নাই। একমাত্র কন্যা—তাও শ্বশুরবাড়ীতে বাস করে। কয়েক জন দাস দাসী, পত্নী এবং এক ভ্রাতুষ্পুত্র লইয়া তাঁহার সংসার। ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম কেশব সিংহ।

তারা এখানে বেশ সুখে আছে। সকলেই তাহাকে ভালবাসে, সেও সকলকে প্রীতির চক্ষে দেখে—কেবল কেশবকে সে দেখিতে পারে না। কেশব কিন্তু তাহার জন্য উন্মত্ত—কেশব তাহার রূপে আত্মহারা—কেশব তাহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

কেশব সুন্দর, সুশ্রী যুবক। হইলে কি হয়,—তাহার কথাবর্ত্তায় তাহার মন রসে না—তাহার প্রাণভরা আকুলতা তারার হৃদয়ে পশে না—তাহার দৃষ্টি তাহার ভাল লাগে না—তাহাকে তারার বিশ্বাস হয় না। তারার আর সব সুখ, এইখানেই যা কিছু অস্বস্তি!

ঐ দিন সন্ধ্যার পর—যে দিন পার্ব্বত্যপথে শঙ্কর শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন,—সেই দিন গোধূলির তিমিরাবরণে বসুন্ধরা মলিনাম্বরা সাজিলে পর, তারা পথিপার্শ্ববর্ত্তী গবাক্ষের ধারে আসিয়া বলিল। অপরাপর দিবস অপেক্ষা আজি তাহার মুখখানি যেন কিছু মলিন—সন্ধ্যার ঐ অন্ধকারভরা দিক্‌বালার মত যেন কতকটা বিষণ্ণ এবং প্রদোষের ঐ পদ্মের কতকটা বিশুষ্ক।

ঐ সময়ে হন্ হন্ করিয়া, একটী লোক আসিয়া, গবাক্ষ নিম্নে দণ্ডায়মান হইল এবং ঊর্দ্ধে গবাক্ষপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, বসিয়া আছিস?"

আগন্তুক তাহার পরিচিত। তাহার নাম তিল্লুয়া—জাতিতে ভীল—পাহাড়ে পাহাড়ে বন্যজন্তু মারিয়া বেড়ান, তাহার কার্য্য বা ব্যবসা।

তারা সাহ্লাদে উত্তর করিল, "হাঁ দাদা! কোথায় যাইতেছ?"

তিনুয়া। তোরই কাছে একটা সংবাদ জানিতে আসিয়াছি। দাদার আজ আসিবার কথা আছে না?

তারা। কিছু ঠিক নাই। আসিতেও পারে, নাও আসিতে পারে।

তিনুয়া। যদি আসে, আমার বাড়ী যাইতে বলিস। দেখিস ভুলিস না। শঙ্করদাদা আজ নিশ্চয় আসিবে।

তারা। না, ভুলিব না।

তিনুয়া চলিয়া গেল। তাহার প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই, অপর একটী লোক আসিয়া, ধীরে ধীরে তিনুয়ার স্থান অধিকার করিল। এবার যে আসিল, সে যুবক—দেখিতে সুশ্রী। বয়স অনুমান পঞ্চবিংশ, নাম ধনেশ্বর।

শিবনিবাস ব্যবসার স্থল—এখানে বিদেশা লোকের বাস। অনেক বিদেশী এবং রাহী লোক এখানে রাত্রিবাস করিতে বা দুই চারিদিন থাকিতে বাধ্য হয়। সেই সব লোকের থাকিবার জন্য এখানে অনেকগুলি ছোট বড় পান্থাবাস বা হোটেল আছে। এই সকলের মধ্যে দুর্গারাম লালার দুর্গা-বাড়ী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ইংরাজী হোটেলের আদব-কায়দায় পরিচালিত। প্রকাণ্ড দ্বিতল বাটী—উপরে নীচে রাহী লোকের স্থায়ী এবং অস্থায়ীভাবে থাকিবার সারি সারি কক্ষ। রীতিমত পাচক, দাসদাসী, সরকার, মুহুরী এবং কার্য্যাধ্যক্ষ সমস্তই নিযুক্ত আছে। ধনেশ্বর এখানকার প্রধান মুহুরী।

ধনেশ্বরকে দেখিবামাত্র, তারা দ্বিতল হইতে নামিয়া গেল এবং বহির্ব্বাটীর কক্ষে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। ধনেশ্বরের সহিত নরোত্তম-পরিবারের যথেষ্ট মেশামিশি আছে।

ধনেশ্বর অবসর পাইলেই, নরোত্তমের বাটীতে বেড়াইতে আসেন—গৃহস্বামী এবং গৃহিণী তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহযত্ন করেন।

অন্যান্য দিবসাপেক্ষা তারার মুখখানি আজি মলিন দেখিয়া, সাগ্রহে ধনেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারা! প্রভাতের তারার মত তোমার মুখখানি আজ এত নিষ্প্রভ কেন? তোমার হাসিতে অন্যদিনের মত আজ মাদকতা নাই কেন?"

ঊষাম্বরের ম্লানজ্যোতিঃ তারকার মত মলিন হাসি হাসিয়া, সুন্দরী কহিল, "ধনেশ্বর! ঠিক ধরিয়াছ! আজ আমার মনটা তত ভাল নাই!"

ধনেশ্বর। কেন তারা? কি হইয়াছে?

তারা। কেশবের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিব।

ধনেশ্বর। কেন, তাহার কি হইয়াছে?

তারা। সে তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী নয়——

ধনেশ্বর। তাহা আমি বহুপূর্ব্বে জানিয়াছি! প্রতিদ্বন্দ্বীতার কখন কোথায় সৌহৃদ্য থাকে বল? যেদিন হইতে তুমি আমার পক্ষপাতিনী সে জানিয়াছে, সেই দিন হইতে সে আমার হিতাকাঙ্ক্ষী নয়।

তারা। শুদ্ধ তাহা হইলে ত বাঁচিয়া যাইতাম! অদ্য প্রাতঃকালে গোপনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কতকগুলি কথা বলিয়া গেল। আমাকে তোমার বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিয়া গেল। আমি কিন্তু তাহার একটী কথাও বিশ্বাস করি নাই। বলিল, তোমার মত অব্যবহিতচিত্ত, অসাধু যুবক আর দ্বিতীয় নাই।

ধনেশ্বর হাসিয়া কহিলেন, "কোন বিশেষ অভিযোগ তাহা হইলে উপস্থিত করে নাই? আমি নরহন্তা, কি পরস্বাপহারক বা কালু রায় স্বয়ং—তাহা কিছু বলে নাই?"

তারা। না, তাহা কিছু বলে নাই। তবে বলিয়াছে, তোমার অতীত জীবন বড়ই কলুষিত। সে সব কথা প্রকাশিত হইলে—তোমার বর্ত্তমান সঙ্কটময় এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা নষ্ট হইবে। তোমার আসল নামও না কি ধনেশ্বর নয়!"

অজ্ঞাতে ধনেশ্বর শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় হাসি তাঁহার অধরে আর তেমন ভাবে ফুটিল না। কহিলেন, "মন্দ নয়! আমার নাম যদি ধনেশ্বর না হয়—তবে কি?"

তারা। তাহা সে কিছু বলে নাই। বোধ হয় জানে না।

ধনেশ্বর। এইবার কোন্ দিন আসিয়া বলিবে—ঐ সেই দুর্দ্ধর্ষ কালুরায়!

"যদি কখনও বলে, আমি তাহার অভিযোগের অলীকতা প্রমাণ করিয়া দিব।"

যুবক যুবতী নিবিষ্টমনে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। যুবকের পৃষ্ঠ দ্বারের দিকে ছিল। কে এক ব্যক্তি তাঁহার পশ্চাৎ হইতে গম্ভীররবে ঐ কথাগুলি উচ্চারণ করিল। যুবক শিহরিয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন—সুন্দরী চারু লোচন তুলিয়া দ্বারের দিকে চাহিল। দ্বার প্রান্তে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। মূর্ত্তির মস্তক হইতে জানু পর্য্যন্ত কৃষ্ণ বসনাবৃত—হাতে একটা গুলিভরা পিস্তল।

আগন্তুক দুর্ব্বৃত্ত দস্যু কালু রায়।

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য কক্ষ নীরব। এ পর্য্যন্ত কত শত দক্ষ পুলিস কর্ম্মচারী কত অনুসন্ধান করিয়া, যাহার বিন্দুমাত্র সন্ধান পায় নাই,—সেই নরহন্তা, পরধনহারী দস্যুকে সহসা সম্মুখে দেখিয়া, যুবক যুবতী চমকিয়া উঠিল। ধনেশ্বর সাহসী বলিষ্ঠ যুবক কিন্তু দস্যুর হস্তে পিস্তল দেখিয়া, তাঁহার অগ্রসর হইতে সাহস হইল না। তারা স্ত্রীলোক—সে আর কি করিবে? যে ব্যক্তি তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, তাহাদিগকে পথের ভিখারী সাজাইয়াছে, তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া, পদদলিত করিবার সামর্থ্যাভাবে আপনার ক্রোধে আপনি দগ্ধ হইতেছে।

কালুরায় কিয়ৎক্ষণ নীরবে যুবক যুবতীর মুখপ্রতি চাহিয়া কহিল, "অতিথির সম্মান করিতেও কি তোমরা জান না? যাহা হউক, আমি তোমাদিগকে বসিতে বলিতেছি। বন্ধুবর্গ বস --উত্তলা হইও না—গোটা দুই কথা কহিয়া যাইব।"

ধনেশ্বর। কে তুমি? তোমার এ অপূর্ব্ব বেশ কেন?

কালু। আমার নাম কালু রায়। কেন, আমার নাম কি তোমরা শোন নাই?"

ধনেশ্বর। বল কি! তুমি লোকালয়ের মধ্যে আসিয়া, নিজের পরিচয় দিতে সাহস কর?

কালু। অসাহসের কাজ ত কিছু দেখি না।

ধনেশ্বর। সম্পূর্ণ! তোমাকে ধরিবার জন্য অহর্নিশ পুলিস ঘুরিতেছে, তুমি বোধ হয়, ভুলিয়া গিয়াছ? অথবা ধরা দিবার জন্যই এখানে আসিয়াছ?

কালু। তোমার ভীমরতি ধরিয়াছে!

ধনেশ্বর। স্বেচ্ছায় বিতংসে আসিয়া পা দিয়াছ—এখানে হইতে আর বাহির হইতে পারিবে না!

কালু। কে আটক রাখিবে?

ধনেশ্বর। আমি।

কালু রায় আলখেল্লার মধ্যে অট্টহাসি হাসিল। সে হাসি বিদ্রূপপূর্ণ। তাহার অর্থ বুঝিয়া ধনেশ্বর কহিলেন, "এখন তোমার পিস্তলের ভয়ে আমি অগ্রসর হইতে পারিতেছি না সত্য কিন্তু চলিয়া যাইবে কি করিয়া—যখন প্রস্থান করিতে উদ্যত হইবে, আমি লাফাইয়া তোমার ঘাড়ে পড়িব। আমি তোমার শারীরিক শক্তিকে ভয় করি না—তোমার হাতের ঐ পিস্তলটাই আমাকে অভিসংকল্পিত বিষয়ে বাধা দিতেছে।"

কালু রায় পুনরায় হাসিয়া কহিল, "যুবক! তোমার মত যাহার সুন্দর গঠন—তাহার মুখে ওরূপ বিষাক্ত বাণী ভাল শোনায় না! ধনেশ্বর! তোমার সহিত আমার কোন শত্রুতা নাই—তোমার আমি কখনও অনিষ্ট করি নাই—সুতরাং তোমার নিকট হইতে অক্ষতদেহে প্রস্থান করিবার কল্পনা—আমার বাতুলতা নয়। তথাপি যদি তুমি আমার বিপক্ষতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হও—আমার তূণে মন্ত্রপূত এমনি একটি বাণ আছে, যাহার নিক্ষেপ মাত্র তুমি শক্তিহীন এবং নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। আমার বাণটীর নাম কি জান—কুবের সিং!"

হৃদয়ে ছুরিকা বিদ্ধ হইলে, লোকে যেমন যন্ত্রণায় কাতর হইয়া বসিয়া পড়ে—ধনেশ্বরের অবস্থাও তদ্রূপ ঘটিল। তিনি যেন সহসা কোন গুপ্ত আঘাতে যন্ত্রণাব্যথিতহৃদয়ে পার্শ্বস্থ

একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে কালু রায় তারাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার দাদা কোথায় সুন্দরী ?"

তারা ভয়ে ভয়ে উত্তর করিল, "বাড়ীতে নাই !"

কালু। আমার দুর্ভাগ্য ! আমি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি এবং আমার বিশ্বাস তিনিও একবার আমার সহিত দেখা করিতে একান্ত অভিলাষী।

তারা। তোমার গ্রহদেবতা এখনও ভুপ্রসন্ন, তাই তাঁহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ ঘটিল না। তোমার মত মহাজনের সাক্ষাৎকার লাভের জন্যই তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

কালু। শুনিয়া সুখী হইলাম। আমি তাঁহাকে শুভ দর্শন দিবার একটা বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেছি। আগামী পূর্ণিমা তিথিতে—সূর্য্যদেব পাটে বসিবার পর—ভদ্রগিরির পাদমূলে উপস্থিত হইলে আমার সাক্ষাৎ পাইবেন।

তারা বিস্ময়ে নির্ব্বাক। ধনেশ্বর পুনরায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তন্মুহূর্ত্তে দস্যু তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর গম্ভীর স্বরে কহিল, "ধনেশ্বর ! এখনও তোমার দুর্ব্বুদ্ধি দূর হয় নাই ? অন্য লোকের মত আমার হৃদয় যদি অসূয়াপরবশ বা হিংসার আধার হইত, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তে এই সরলা কুমারীর কর্ণকুহরে এমন কয়টী কথা বলিতে পারিতাম, যদ্দ্বারা তোমার ভাগ্যস্রোত অন্যপথে প্রবাহিত হইত ! বন্ধু ! আমার বর্ত্তমান পাপের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, বরং তোমার জীবনের অতীত কাহিনী চিন্তা কর—ইহ পরকালের কাজ হইবে।"

কালু রায় পশ্চাতে হটিতে লাগিল। ধনেশ্বরের প্রতি পিস্তল ধরিয়া ধীরে ধীরে—পশ্চাতে হাঁটিতে লাগিল। এইরূপ ভাবে কিয়দ্দূর চলিয়া, যেমন মুখ ফিরাইয়া পলাইতে যাইবে, এমনি কে এক ব্যক্তি তাহার দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধ সবলে চাপিয়া ধরিয়া, কঠোর স্বরে কহিল,——

"দস্যু! এত দিনে তোর অত্যাচার হইতে লোকে রক্ষা পাইল।"

———

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### রত্নেশ্বর তেওয়ারি।

অন্ধকারে আগন্তুক যখন কালু রায়কে পশ্চাৎ হইতে চাপিয়া ধরিল এবং সম্মুখ হইতে ধনেশ্বর যখন তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিলেন,—তখন তারা ভাবিল, এইবার—এতদিনের পর তাহার পিতৃধনাপহারী তাহার পাপের দণ্ড পাইবে—এইবার তাহার অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষা পাইবে।

কিন্তু তাহার আশা পূর্ণ হইল না—তারা যাহা ভাবিয়াছিল, কার্য্যতঃ তাহা ঘটিল না। বিদ্যুৎগতিতে শত্রুকবল হইতে হস্ত বিমুক্ত করিয়া, কালুরায় পিস্তলটা দুই হাতে

ধরিয়া, সবলে আক্রমণকারীর মস্তকে এক আঘাত করিল। শরীরে যতই শক্তি সামর্থ্য থাকুক, সে ভীষণ আঘাত সহ্য করিয়া দণ্ডায়মান থাকা, কাহারও সাধ্য নয়। আগন্তুকও পারিল না। সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা হারাইয়া, সটান মাটীতে শুইয়া পড়িল। দস্যু তাহার পতিত দেহের উপর দিয়া, কার্ম্মুকনির্ম্মুক্ত শরের ন্যায় ছুটিয়া পলাইল। "চোর—ডাকাত—খুনে—ধর—ধর"—করিতে করিতে ধনেশ্বরও তাহার পশ্চাৎ ছুটিল। বাটীর বাহির হইয়া কিন্তু তাহার কোন নিদর্শনই পাইল না। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ অনুসন্ধানের পর, ধনেশ্বর ফটকের নিকট দণ্ডায়মান তারার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। সেই হতভাগ্য আহত ব্যক্তির কথা স্মরণ হওয়াতে, তাঁহারা দ্রুতপদে সেই কক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তখনও সে অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

তারা আলোক লইয়া আসিলে, ধনেশ্বর শিহরিয়া কহিলেন, "এ যে রত্নেশ্বর তেওয়ারি—আমাদের হোটেলের নূতন সরকার। বোধ হয়, আমার বিলম্ব দেখিয়া, আমাকে ডাকিতে আসিয়াছিল !"

তখন দুইজনে ধরাধরি করিয়া, তাহাকে কক্ষের মধ্যে লইয়া গেল। একজন পরিচারক শীতল জল এবং তালবৃন্ত আনিতে ছুটিল। রত্নেশ্বর এখনও অজ্ঞান। ভৃত্য জল এবং পাখা রাখিয়া, কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল।

পরিচর্য্যা করিতে করিতে, বিশুষ্কমুখে ধনেশ্বর কহিলেন, "তারা ! কালু রায়ের কথা সব বোধ হয় শুনিয়াছ ?

তারা। শুনিয়াছি !"

ধনেশ্বর। প্রাতঃকালে কেশব যাহা বলিয়াছে—কালু রায় এখন তাহাই বলিল। দুইজনেরই অভিযোগে প্রকাশ, আমি প্রথম জীবনে কোন একটা ভয়ঙ্কর পাপকার্য্য করিয়াছি। দুইজনের কথা কিছু আর মিথ্যা হইতে পারে না—তোমার চক্ষেও আমি ঘৃণিত পাপী?

তারা। অসম্ভব। আমি উহাদের একটী কথাও বিশ্বাস করি না।

ধনেশ্বর। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন কিন্তু তারা—যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তুমি কি হৃদয় স্থির রাখিতে পারিবে? আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস কি বিচলিত হইবে না?

তারা। না। রমণীর বিশ্বাস—নারীর ভালবাসা—কুলোকের কুৎসায় ডুবিয়া যায় না।

তারার অনন্ত বিশ্বাসে উৎসাহিত হইয়া, ধনেশ্বর তাহার অধরচুম্বন করিয়া, অচঞ্চলস্বরে কহিলেন, "আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কোন প্রকার মহাপাতকে এ পর্য্যন্ত আমার হস্ত কলঙ্কিত হয় নাই। কিন্তু আমার প্রথম জীবনে সত্যই একটা দাগ আছে। আমি দুরদৃষ্ট, অত্যাচার উৎপীড়িত কিন্তু কোন প্রকার অপরাধী নই। আমার জীবনের সে কালিমা—সে কলঙ্ককাহিনী একদিন তোমায় বলিব। যতদিন সে অবসর না আইসে—সুন্দরী! তোমার হাতে ধরিয়া বলিতেছি, আমায় ক্ষমা করিও—আমায় সন্দেহের চোখে দেখিও না।"

ধনেশ্বরের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত এবং কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল। তিনি জড়িতকণ্ঠে আরও কি বলিতে

যাইতেছেন দেখিয়া, তারা তাঁহার কম্পিত ওষ্ঠাধরের উপর, নিজের অধরোষ্ঠ চাপিয়া কহিলেন, "যথেষ্ট হইয়াছে! তোমার উপর আমার অনন্ত বিশ্বাস—আমার ভালবাসা কত গভীর, তুমি যদি অনুমান করিতে পারিতে, তাহা হইলে, এমনভাবে কথা কহিতে না। আমি তোমায় এখনও বিশ্বাস করি এবং ভবিষ্যতেও করিব। কিন্তু আমার একটা কথার উত্তর দিবে কি?"

ধনেশ্বর। একটার কেন, শতটার দিব।

তারা। তোমার প্রকৃত নাম কি ধনেশ্বর নয়?

ধনেশ্বর। না। আমাকে এখন আর কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। আমি তোমার নিকট কোন কথা গোপন রাখিব না—সব বলিব। তোমার গভীর ভালবাসা—অকৃত্রিম প্রীতির যাহাতে উপযুক্ত হইতে পারি—তাহার সংসাধনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

পার্শ্বে সংজ্ঞাহীন একটী লোক পড়িয়া—তাহার সেবা শুশ্রূষা ভুলিয়া, মুগ্ধ যুবক যুবতী আত্মবিস্মৃত হইয়া, কত কি বকিতেছেন। তাঁহাদের ওষ্ঠাধর পুনঃ সংমিলিত হইল।

"দেবতার অদৃষ্টে সুধা, আর অসুরের কপালে চিরকালই বিষ, না হয় পিস্তলের গুঁতো!"

যুবক যুবতী শিহরিয়া উঠিল। লজ্জানম্রমুখী তারা কক্ষ হইতে বেগে প্রস্থান করিল। সংজ্ঞালাভে রত্নেশ্বরকে শয্যার উপর উঠিয়া বসিতে দেখিয়া, ধনেশ্বর সলজ্জভাবে কহিলেন, "তোমার জন্য ভাই বড়ই ভাবিত হইয়াছিলাম! এখন আর কোন যন্ত্রণা নাই?"

রত্নেশ্বর মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, "যন্ত্রণা আবার নাই! মাথাটা এখনও বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে! লোকটাকে কোথায় আটক রাখিয়াছে?"

ধনেশ্বর। পলাইয়াছে।

রত্নেশ্বর। বল কি! লোকটা ত ভারী সাহসী! সন্ধ্যার সময় গৃহস্থের বাড়ী চুরি করিতে ঢুকিয়াছিল!

ধনেশ্বর। ও কে জান?

রত্নেশ্বর। না।

ধনেশ্বর। কালু রায়—সেই বিখ্যাত পার্ব্বত্য দস্যু!

বিস্ময়ে রত্নেশ্বর লাফাইয়া উঠিল! ভয়ে তাহার মুখ বিশুষ্ক হইল। জড়িতকণ্ঠে কহিল, "বল কি! কালু রায়? আমি তাহাকে ধরিতে গিয়াছিলাম!" রত্নেশ্বর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ধনেশ্বর হাসিয়া কহিলেন, "কেন, পূর্ব্বে জানিলে, তাহার গায়ে কি হাত দিতে না?"

রত্নেশ্বর। হাত দিতাম! তাহার ত্রিসীমায় যাইতাম না। আমি অন্য চোর ডাকাত মনে করিয়া চাপিয়া রূপে ধরিয়াছিলাম।

ধনেশ্বর। তুমি কি আমায় ডাকিতে আসিয়াছিলে?

রত্নেশ্বর। হাঁ, কর্ত্তা তোমায় ডাকিতেছেন।

আর কাল বিলম্ব না করিয়া, দুইজনে দুর্গাবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রত্নেশ্বর হোটেলের সব লোক জড় করিয়া, তাহাদের সম্মুখে নানা আস্ফালন করিতে লাগিল—নানা গল্পটাকে অতিরঞ্জিত করিয়া, নিজের বাহাদুরি দেখাইতে লাগিল। কালু রায়ের নাম শুনিয়া সকলে ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিল।

এদিকে ধনেশ্বর অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হোটেলের হিসাব-পত্র লইয়া অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার মনটায় আজি সুখ নাই। তিনি কিছুমাত্র আহারাদি করিলেন না—শরীরটা অসুস্থ আছে বলিয়া, নিজ কক্ষে শয়ন করিতে গেলেন। শয্যার উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "দুর্ভাগ্য ছায়ার মত মানুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফেরে। স্বদেশ, আত্মীয় স্বজনের মায়া মমতা কাটাইয়া, সুদূর এ পার্ব্বত্যপ্রদেশে নির্ব্বাসিতের ন্যায় বাস করিতেছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, অন্য নাম ধারণ করিয়া, এখানে লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণপূর্ব্বক শান্তিতে জীবন কাটাইব—তাহা হইল না। কেশব এবং কালু রায় কোনরূপে আমার অতীত কাহিনীর সূত্র পাইয়াছে। কালু রায় পূর্ব্ব নাম পর্য্যন্ত অবগত হইয়াছে! এখন উপায়? এ দেশ ছাড়িয়াও কি পলাইব? তাহা ত পারিব না—কোথায় যাইব? কোথায় গিয়া আশ্রয় লইব? সেখানে ত তারার দেখা পাইব না? হায়! কি দুর্ভাগ্য! বিনা দোষে আমার মত কে কবে এমন নির্য্যাতন সহিয়াছে? চোর, ডাকাত, খুনী আসামীর মত প্রাণভয়ে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছে?"

সহসা তাঁহার দৃষ্টি শয্যার একপার্শ্বে পতিত একখানা খোলা পত্রের উপর পড়িল। কম্পিতহস্তে কাগজখানা তুলিয়া লইলেন। উহাতে নিম্নলিখিত কয়েক ছত্রমাত্র লেখা :—

"রত্নেশ্বর তেওয়ারি! যত শীঘ্র সম্ভব, তুমি শিবনিবাস ত্যাগ করিয়া প্রস্থান কর। কোন কৈফিয়ৎ তোমায় দিতে বাধ্য নহি। যদি অদ্য হইতে তিনদিনের মধ্যে তুমি

শিবনিবাস ত্যাগ করিয়া না যাও—তোমার মৃত্যু অবধারিত। শূন্যগর্ভ ভয়প্রদর্শন ভাবিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিও না—সময় থাকিতে তোমায় সতর্ক করিয়া দিলাম!

"ষট্‌চক্র!"

ধনেশ্বরের কম্পিত হস্ত হইতে পত্রখানা পড়িয়া গেল। এ আবার কি পত্র! তাঁহার বিড়ম্বিত ভাগ্যের উপর এ আবার কি বিপদের বোঝা? কাহারা এ গুপ্ত শত্রু? এ ষট্‌চক্রের চক্রী যাঁহারা, কেন তাহারা তাঁহার জীবন লইতে উদ্যত হইয়াছে? রত্নেশ্বর কিছুই ধুঝিতে পারিলেন না।

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### তিনুয়া।

মদনজীকে দেখিবামাত্র, গোবর্দ্ধনের সাহস বাড়িয়া গেল—তাহার চোখে মুখে আনন্দের জ্যোতিঃ ভাসিয়া উঠিল। শঙ্কর তাহা লক্ষ্য করিলেন। গোবর্দ্ধন যে এতক্ষণ কাহারও অপেক্ষা করিতেছিল এবং এই আগন্তুক মদনজীই যে, তাহার সেই অভিলষিত ব্যক্তি, তাহা তিনি একরূপ অনুমানই করিয়া লইলেন। তাঁহার মনে আরও একটা সন্দেহ জন্মিল, মদনজী কি তাঁহার প্রথম রাত্রের আক্রমণকারী নয়?

সম্ভব। তিনি আজি ছয় বৎসর ধরিয়া, তাহাকে চোখে চোখে রাখিয়াছেন—মদনজী তাহা জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে। মদনজীই ঐ ষড়যন্ত্রের যন্ত্রী—ঐ দলের নেতা। মুহূর্ত্তের মধ্যে এই প্রশ্নোত্তরের মীমাংসা হইয়া গেল।

মদনজীকে দেখিয়া, সাহায্য পাইবার আশায় গোবর্দ্ধনের চক্ষুতারিকা প্রদীপ্ত হইল সত্য, মদনজীর দৃষ্টি কিন্তু শঙ্করের উপর পড়িবামাত্র, সে ভয়বিস্ময়াবিভূত হইয়া, দ্বার প্রান্তে অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল।

ফুল্লরার দৃষ্টি একের উপর হইতে অন্যের উপর সঞ্চালিত হইল। ভীতা—ব্যথিতা যুবতী এইবার যুবকের জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।

মদন আত্মগোপন করিতে অসমর্থ হইয়া, ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে কহিল, "একটু জল পাওয়া যাইবে কি? আমি একটু জল খাইতে আসিয়াছিলাম।"

শঙ্করের পিস্তল তখনও গোবর্দ্ধনের বক্ষভেদ করিয়া, গুলি চালাইবার জন্য উদ্যত রহিয়াছে। তিনি মদনজীকে তদবস্থ দেখিয়া, স্বাভাবিকস্বরে কহিলেন, "কেও মদনজী! এস এস—এই স্থানে বস। তুমি এই ভদ্রলোকটীকে চেন কি?

মদন। না।

শঙ্কর। এস, আমি ইহাঁর সহিত তোমার আলাপ করিয়া দিই। ইহাঁর নাম গোবর্দ্ধন সিংহ—ইনি আমার একজন পুরাতন বন্ধু।

তীব্র শ্লেষে গোবর্দ্ধনের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। মদনজী তাহাকে সাহায্য না করিয়া, দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া, ক্রোধে ক্ষোভে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল।

মদনজী কহিল, "আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না। শিবনিবাসে আমার একটা বড় জরুরি কাজ আছে—আমি চলিলাম।" মদনজী প্রস্থানোদ্যত হইল।

শঙ্কর কহিলেন, "ও কি জল খাইয়া যাও! তৃষ্ণার জল, গৃহস্থের যে অমঙ্গল হইবে!"

কথাগুলা মদনের হাড়ে হাড়ে বিঁধিল। ফুল্লরা জল আনিয়া দিল। পান করা হইলে, শঙ্কর কহিলেন, "চল, আমিও শিবনিবাসে যাইব।" তাহার পর গোবর্দ্ধনকে জিজ্ঞাসিলেন, "আর বোধ হয় কোন গোলযোগ নাই?"

গোবর্দ্ধন কহিল, "না।"

তখন শঙ্কর রাও মদনের সহিত শিবনিবাসের দিকে প্রস্থান করিলেন। পথে চলিতে চলিতে দুই জনের অনেক কথা হইল—কিন্তু প্রথম রাত্রির আক্রমণ, গোবর্দ্ধন বা পূর্ব্বের কোন প্রসঙ্গই উঠিল না।

শিবনিবাসে উপস্থিত হইয়া, মদনজী দুর্গাবাড়ীতে প্রবেশ করিল, শঙ্কর কোথায় যাইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন, নরোত্তমের আবাসে তাহার নিকট যাই—পরক্ষণে ভাবিলেন, "না, গোবর্দ্ধনের কুটীরে ফিরিয়া যাই—অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিব!" না, তাহাও হইল না—কোন স্থানে যাইতে মন সরিল না। বরাবর তিনুয়ার কুটীরাভিমুখে চলিলেন।

তিনুয়া পাহাড়ী ভীল কিন্তু তাহার হৃদয় অনন্যদুর্লভ বিবিধ সৎগুণে ভূষিত। তিনি তাহার সরলতায় মুগ্ধ হইয়া, তাহার সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন।

তিনুয়ার কুটীর গ্রামের একপ্রান্তে। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দ্বারে চাবি বন্ধ। চাবি কোথায় থাকিত, তিনি জানিতেন। গুপ্ত স্থান হইতে চাবি লইয়া দ্বার খুলিয়া আলোক জ্বালিলেন। গৃহতলে, যেখানে সহজে নজর পড়ে, এমন স্থানে একখানা কাগজে কতকগুলা হিজি-বিজি কাটা। অনেক কষ্টে শঙ্কর বুঝিলেন ও গুলা তিনুয়ার হস্তাক্ষর—তখন তিনি তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে লেখা ছিল, "আমি উপরে উঠিলাম—শীঘ্র অপেক্ষা করিস।"

শঙ্করের মুখে হাসি আসিল। "উপরে উঠা" বুঝিলেন কিন্তু "শীঘ্র অপেক্ষা করার"—ভাবার্থ পরিগ্রহ করিতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইল। যাহা হউক, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, দ্বার পূর্ব্ববৎ বন্ধ করিয়া, পুনরায় তিনি পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে সন্ধ্যার পর তিনুয়া তারার সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর, নিজ কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইল এবং তথায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর, একখানা কাগজে পূর্ব্বোক্তরূপ নিগূঢ় ভাবর্থিবোধক শব্দ কয়টী লিখিয়া রাখিয়া, বরাবর পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিল।

রাত্রি অন্ধকারময়ী। নির্মেঘ, নির্ম্মলাকাশ। অসংখ্য নক্ষত্ররাজী, সারা রাত্রি,—জানি না কাহার প্রতীক্ষায় রূপের বাহার দিয়া বসিয়া আছে। তিনুয়া চিরসৌন্দর্য্যপ্রয়াসী—

নৈশপ্রকৃতির গম্ভীর শোভা অবলোকন করিতে করিতে পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিল। ধরণীপৃষ্ঠ অপেক্ষা পর্ব্বতশীর্ষ শৈত্যপূর্ণ। যত পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল, ততই শীতল বায়ুপ্রবাহে তাহার সর্ব্বশরীর স্নিগ্ধ এবং মন প্রফুল্ল হইতে লাগিল।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নীরব। তিনুয়া নির্ভীক পাহাড়ী। তাহার বোধ হইল, অদূরে একটা শৈলশিখরে মনুষ্যাকৃতি কে যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া, কেবল মাত্র নক্ষত্রালোকে শৈলশিখরারূঢ় পদার্থ মানবের কিনা নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। তাহার মনে একটা উৎকট কৌতূহলের আবির্ভাব হইল। তিনুয়া পর্ব্বতশীর্ষ লক্ষ্য করিয়া, সাবধানে তদভিমুখে চলিতে লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট শৈলে উপস্থিত হইয়া, সে স্থানে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। যে পদার্থটাকে দণ্ডায়মান মনুষ্যাকৃতি বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তথায় সেরূপ কোন দ্রব্য না দেখিতে পাইয়া, উহা যে কোন মনুষ্যের অবয়ব তাহা তাহার বোধ ধারণা জন্মিল।

সহসা তাহার পার্শ্বস্থ পার্ব্বত্য একটা সঙ্কীর্ণ পথে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল। শব্দ ক্রমশঃ মন্দীভূত। তিনুয়া আর বিলম্ব না করিয়া, শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর, দেখিতে পাইল, একটী লোক তাহার অগ্রে অগ্রে যাইতেছে,—লোকটী কে, অন্ধকারে চিনিতে পারিল না।

লোকটা একটী প্রশস্ত উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া, একখানা প্রস্তরের উপর বসিয়া পড়িল। এ গভীর রাত্রিতে, নির্জ্জন এ পার্ব্বত্য প্রদেশে কে এ ব্যক্তি? তাহার ভাবে বোধ

হইতেছে, সে কাহারও অপেক্ষা করিতেছে। তিনুয়া সবিশেষ জানিবার জন্য হামাগুড়ি দিয়া, যে স্থানে লোকটা বসিয়াছিল, তাহার পশ্চাতে স্তূপীকৃত কতকগুলি প্রস্তরখণ্ডের অন্তরালে বসিয়া পড়িল।

তাহাকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। অনতি-বিলম্বে অপর কতকগুলা লোকের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। নিকটবর্ত্তী হইলে, তিনুয়া দেখিল তিনজন লোক। শেষোক্ত দলকে দেখিয়া, প্রথম উপবিষ্ট ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইল।

তিন জনের মধ্যে একজন কহিল, "তুমি আসিয়াছ—গুহায় যাও নাই কেন?"

প্রথম ব্যক্তি কহিল, "যাইব বলিয়াই বাহির হইয়াছি। এই স্থানে একটু বিশ্রাম করিতেছিলাম।"

তখন সকলে প্রস্তর খণ্ডের উপর উপবেশন করিল। তিনুয়া উৎকর্ণ হইয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল। প্রথম প্রশ্নকারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "ধনেশ্বরের সংবাদ কি? তাহার সম্বন্ধে আর কি জানিতে পারিয়াছ?"

জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি কহিল, "বিশেষ কিছুই নয়। বন্ধুর নিকট সংবাদ পাইলাম, সে পলাতক আসামী। ওয়ারেণ্টের ভয়ে এদেশে পলাইয়া আসিয়াছে। তাহাকে ধরিবার জন্য দুই জন ডিটেক্টিভও এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।"

প্রশ্ন। ধনেশ্বরই যে সেই পলাতক আসামী—তোমার সংবাদদাতা নিশ্চয় কিছু বলিতে পারে?

উত্তর। হাঁ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রশ্ন। এখন ঐ দুইজন ডিটেকটিভ কে, ধনেশ্বরের

আসল নাম কি এবং তাহার অপরাধই বা কি, আমাদিগকে জানিতে হইবে।

উত্তর। তাহা জানিবার বিশেষ সুবিধা নাই। কারণ পুলিসের লোকে সে সংবাদ কতকটা দিতে পারে কিন্তু তাহাদের সহিত আমাদের সাপে নেউলের সম্বন্ধ।

প্রশ্ন। ঠিক বলিয়াছ। তদ্ভিন্ন আমার বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিপক্ষতাচরণের জন্য সর্দ্দার এ সকল বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করিতেছে। আমরা যে চক্রের চক্রী তাহার সহিত ইহার কোন সংশ্রব নাই। কি বল সোমেশ্বর?

শেষোক্ত তিন জনের মধ্যে একজনের নাম সোমেশ্বর সিংহ। সে কহিল, "ঠিক ঠিক! ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত ষটচক্রের কোনই সম্বন্ধ নাই। বিশেষতঃ ষটচক্রের হাতে এখন অনেক জরুরি কাজ—সে সকল ফেলিয়া রাখিয়া, কোথাকার কে ধনেশ্বর—তাহার সন্ধান রাখিয়া কি ফল হইবে?"

যে ব্যক্তি এতক্ষণ প্রশ্নের উত্তর করিতেছিল জিজ্ঞাসা করিল, "ওদিকের সংবাদ কি? টাকাটা ঠিক——"

বাধা দিয়া পূর্ব্ব প্রশ্নকারী বলিল, "এখানে সে সব কথা নয়। ফাঁকা ময়দানে ষটচক্রের আসর বসে না। গুহায় চল, সর্দ্দারের আসিবার কথা আছে—সেইস্থানে সব শুনিতে পাইবে।"

সোমেশ্বর! চুপ!——

তিনুয়া শিহরিয়া উঠিল। তাহার অসাবধানতাবশতঃ কি কোন প্রকার শব্দ হইয়াছে? অধিক ভাবিবার সে অবসর পাইল না। সোমেশ্বর শিকারী বিড়ালের মত তাহার ঘাড়ে

লাফাইয়া পড়িল, এবং "গুপ্তচর! গোয়েন্দা! গুলি কর! ধর—পাকড়াও!" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল।

চলিতে চলিতে শঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। অদূরে অন্ধকারের মধ্যে কে একটী লোক আগে আগে ছুটিতেছে এবং তাহার পশ্চাতে কতকগুলা লোক যেন তাহাকে তাড়া করিয়া ধরিতে যাইতেছে। অনুসরণকারীরা অগ্রগামী ব্যক্তিকে ধরিতে অক্ষম হইয়া, পিস্তল ছুঁড়িল। শঙ্করের মনে একটা সন্দেহ জন্মিল—পালতক লোকটার আকৃতি অনেকটা যেন তাঁহার পরিচিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি নিজের পিস্তল বাহির করিয়া, চীৎকার করিয়া কহিলেন, "তিনুয়া! তিনুয়া!!"

লোকটা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তিনি পুনরায় ডাকিলেন, "তিনুয়া! এদিকে এস। আমি শঙ্কর!"

তিনুয়া পার্ব্বত্য কুরঙ্গের মত সবেগে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনুসরণকারীরা তখনও তাহার পশ্চাতে আসিতেছে দেখিয়া, শঙ্কর রাও তাহাদের প্রতি হাঁকা আওয়াজ করিতে লাগিলেন। তাহারা ভীত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল।

তিনুয়া আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "দাদা! তুই খুব সময়ে আসিয়াছিস। আমার বন্দুকটা একলা—তাহারা চারিজন। আমাকে বড় তাড়া করিয়াছিল।"

শঙ্কর। কে তাহারা?

তিনুয়া। ঠিক বলিতে পারি না। ষট্‌চক্রের নাম শুনিয়াছিস।

শঙ্কর। ষট্‌চক্র!

তিনুয়া! হাঁ। তাহারা একটা দল—ঐ দলের নাম ষটচক্র।

তখন তিনুয়া যাহা যাহা শুনিয়াছিল একে একে সমস্ত বিবৃত করিল কিন্তু তাহারা কে এবং এ অদ্ভুত নাম ধারণেরই বা উদ্দেশ্য কি, শঙ্কর কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, "তিনুয়া! আমার হাতে আজ হইতে আবার একটা নূতন কাজের ভার পড়িল। আমি এখন দিন কতক শিবনিবাসে থাকিব—তোমার ঐ ষটচক্রের চক্রী কাহারা শীঘ্রই তোমাকে সংবাদ দিব।"

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

### ভাই ভগ্নী।

তিনুয়াকে বিদায় দিয়া, শঙ্কর রাও বরাবর নরোত্তমের বাটীর দিকে আসিতে লাগিলেন। দুর্গাবাড়ীর সম্মুখ দিয়া পথ। রাত্রি অধিক হওয়াতে দুর্গাবাড়ীর দ্বার বন্ধ হইয়াছে। শঙ্কর চিন্তিত মনে আসিতেছিলেন, এই স্থানে আসিয়া সহসা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। ধনেশ্বরের কক্ষে এখনও আলোক জ্বলিতেছে। তদ্দর্শনে তাঁহার সম্বন্ধে তিনুয়ার সব কথাগুলি স্মরণ হওয়াতে, তিনি আরও চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন।

ধনেশ্বর তারার ভাবী-পতি। উভয়ের মধ্যে যে প্রণয়

সঞ্চারিত হইয়াছে—তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। ধনেশ্বর সৌমদর্শন—বুদ্ধিমান। শঙ্করও তাঁহাকে ভালবাসেন,—তাঁহার সহিত তারার বিবাহ দিতে, তাহারও অমত ছিল না কিন্তু অদ্যকার ঘটনায় তাঁহার মনে কেমন একটা খটকা লাগিয়াছে। সত্যই কি ধনেশ্বর কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী—ওয়্যারেণ্টের ফেরারী আসামী? অসম্ভব নয়! গোয়েন্দাগিরিতে যতই তাঁহার অভিজ্ঞতা বাড়িতেছে, ততই তিনি দেখিতেছেন, কেহই সন্দেহনির্ম্মুক্ত নয়। বাহ্য-আকারের উপর নির্ভর করিয়া, কাহাকেও বিশ্বাস করা চলে না। সে যাহা হউক, তারার ভাগ্য-সূত্র যাহার সহিত সুখদুঃখে বিজড়িত হইবে—যাহার স্বভাবের ভাল মন্দের উপর, তাহার জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করিবে—বিবাহের পূর্ব্বে তাহার অতীত-জীবনের ঘটনাগুলি একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে দোষ কি?

চিন্তাকুলচিত্তে নরোত্তমের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাটীর সকলেই জাগ্রত—একস্থানে বসিয়া কি একটা বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, সকলেরই বিষণ্ণ মুখ যেন মুহূর্ত্তে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তদ্দর্শনে বুঝিলেন, এখানেও কোন একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। বাটীর সকলেই সমবেত, কেবল কেশবকে দেখিতে পাইলেন না।

তারা ভ্রাতার সন্দর্শনে প্রমোদিতা হইয়া কহিল, "দাদা! তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। আমরা তোমার কথাই কহিতেছিলাম।"

শঙ্কর। কেন তারা?

তারা। কালু রায় এখানে আসিয়াছিল।

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "পাগলি! দাদার সহিতও বিদ্রূপ!"

তারা। দাদা বিদ্রূপ নয়—সত্যই সেই দস্যু আসিয়াছিল। ১৩০২ সালে তাহাকে যেমন দেখিয়াছিলাম, ঠিক সেই ভাবের বেশ ভূষা করিয়া আসিয়াছিল।

শঙ্কর। কখন্?

তারা। সন্ধ্যার পর।

শঙ্কর। সে কোথায় এখন? তাহাকে কি পুলিসের হাতে দেওয়া হইয়াছে?

তারা। না, আমরা তাহাকে ধরিতে পারি নাই—দুরন্ত দস্যু পলাইয়াছে।

শঙ্কর। নরোত্তম বাবু তখন কোথায় ছিলেন? তোমাকে কি কেহ সাহায্য করিবার লোক ছিল না?

নরোত্তম অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "আমি বাটীতে ছিলাম না, এইমাত্র আসিয়া, তারার মুখে সমস্ত শুনিয়া, যারপর নাই ভীত এবং বিস্মিত হইয়াছি। দস্যুটার অত্যাচার এবং সাহস দিনে দিনে যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে ধনসম্পত্তি এবং জীবন লইয়া, সুখশান্তিতে বাস করা লোকের বড়ই বিপজ্জনক হইয়া পড়িতেছে।"

তাহার পর অপরাপর কথাবার্ত্তার পর, নরোত্তম পত্নীর সহিত বিশ্রামার্থ গমন করিলেন। ভ্রাতা ভগ্নীতে দুইজনে পুনরায় কথোপকথনে নিরত হইলেন।

তারা কহিল, "আমি তখন একা ছিলাম না—সে সময়ে ধনেশ্বর সিংহও এখানে উপস্থিত ছিলেন।

শঙ্কর। ধনেশ্বর! কেন, সেও কি তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা করে নাই?

তারা। করিয়াছিলেন কিন্তু দস্যুর হাতে পিস্তল দেখিয়া, অগ্রসর হইতে সাহস করেন নাই!

শঙ্কর। কাপুরুষ—ভীরু! তাহার সম্মুখ হইতে কালু রায় নির্ব্বিবাদে প্রস্থান করিল! বল কি তারা?

তারার মুখ মলিন হইল। বিষণ্ণ কণ্ঠে অথচ দৃঢ়তার সহিত কহিল, "তিনি একা আর কি করিবেন! তাহাকে ধরিতে যাওয়াও যা—আর তাহার পিস্তলের গুলিতে প্রাণ দেওয়াও একই কথা!"

কিছু রুক্ষস্বরে শঙ্কর কহিলেন, "না, তাহা একই নয়। লোকে ভাবিতে পারে, ধনেশ্বর কালু রায়ের পরিচিত—তাহার পাপকর্ম্মের সহচর!

তারার চক্ষে জল আসিল। তদ্দর্শনে শঙ্কর কহিলেন, "পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনাটা আমাকে খোলসা করিয়া বল দেখি!"

যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তারা বলিল কিন্তু কালু রায় ধনেশ্বরের উপর ইঙ্গিতে যে অভিযোগের আরোপ করিয়াছিল, তাহা গোপন করিল। সমস্ত শ্রবণ করিয়া, শঙ্কর কহিলেন, "আমার বিশ্বাস ইচ্ছা করিলে, ধনেশ্বর কোনরূপ কৌশল উদ্ভাবন করিয়া, নিশ্চয় তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারিত।"

এবার তারার রাগ হইল। শুধু রাগ নয়, অভিমানও হইল। যুবতী কহিল, "কালু রায়! পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যার পর, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া

গিয়াছে—সেই দিন সামর্থ্যে কুলায়, তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া, বাহাদুরী লইও।

শঙ্কর মনে মনে হাসিলেন। প্রকাশ্যে কহিলেন, "কালু রায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না। সে যাহা হউক, আমি কেবল ভাবিতেছি, ধনেশ্বর চীৎকার করিয়া, লোকের সাহায্য চাহিল না কেন?"

তারা। আমার বোধ হয়, তাহার ও কথাটা মনে ছিল না। আমি চীৎকার করিয়াছিলাম।

শঙ্কর। মনে ছিল না—না সাহস হয় নাই?

বড়ই মর্ম্মান্তিক শ্লেষ। তারা আর কোন কথা গোপন রাখা যুক্তিসঙ্গত মনে করিল না। কালু রায় ইঙ্গিতে যাহা বলিয়াছিল এবং প্রাতঃকালে কেশবের অভিযোগে যাহা প্রকাশ পাইয়াছিল, সমস্তই বলিয়া ফেলিল। শুনিয়া, শঙ্কর চিন্তামগ্ন হইলেন। কেশব এবং কালু রায় যাহা বলিয়াছে, ষটচক্রের চক্রীরাও সেই কথা বলিতেছে। এই তিন দলের মধ্যে কোন যোগাযোগ আছে না কি?

অসম্ভব নয়। ধীরে ধীরে তাঁহার মনে একটা সন্দেহ দৃঢ়রূপ আসন পাতিতে লাগিল। কেশব সিংহ ইচ্ছা করিলে, তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারে—কালু রায় অথবা ষটচক্রের বিষয় অনেকটা সে অবগত আছে।

অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন হইবার পর, সহসা মুখ তুলিয়া, শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, "যবনজীর সহিত কেশবকে কখনও দেখিয়াছ কি?"

তারা। প্রায়ই। কেন, সেও কি ধনেশ্বরের বিপক্ষ?

শঙ্কর হাসিলেন। ভগ্নীর চিন্তাস্রোত, ধ্যান, ধারণা সমস্তই ধনেশ্বর। প্রকাশ্যে কহিলেন, "অসম্ভব নয়! কালু রায় এবং কেশব উভয়েই ধনেশ্বরের উপর এক অভিযোগের আরোপ করিতেছে—নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে জানাশুনা বা হৃদ্যতা আছে। মদনজী এবং কেশবও পরস্পর পরিচিত। আমার বিশ্বাস—মদনজীই কালু রায়। এ ঘটনায় তাহা আরও সুস্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইতেছে।"

রাত্রি অধিক হইয়াছিল। শঙ্কর কক্ষান্তরে বিশ্রাম করিতে গেলেন,—তারাও ধনেশ্বরের কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

### ষটচক্র।

পরদিন প্রাতঃকালে কেশবের সহিত শঙ্করের সাক্ষাৎ হইল। দুইজনের মধ্যে বেশ সদ্ভাব না থাকিলেও, আলাপ পরিচয় ছিল। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উভয়েই উভয়ের সহিত বেশ হাসিয়া কথা কহিলেন।

কেশব পূর্ব্বরাত্রির ঘটনা স্মরণ করিয়া, মনে মনে কিছু লজ্জিত—কিছু ভীত। শঙ্কর তাহার সঙ্কুচিতভাব লক্ষ্য করিয়া, কিছু বেশী মাত্রায় সন্দিগ্ধ।

কেশব তারাকে ভালবাসে—শঙ্কর তাহার সহোদর। মদনজী এবং গোবর্দ্ধনের কুপরামর্শে সে কেবল তাহাদের দলে যোগ দিয়াছিল—নতুবা শঙ্করের সহিত তাহার কোনই শত্রুতা নাই। অদ্য প্রাতঃকালে বাটী আসিয়া, সর্ব্বপ্রথমেই শঙ্করকে দেখিয়া, তাহার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল—সেই জন্যই প্রথম প্রথম অতি ভয়ে ভয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল কিন্তু যখন বুঝিতে পারিল, শঙ্কর তাহাকে কোনরূপে সন্দেহ করিতে পারে নাই, তখন সে অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লভাব ধারণ করিল।

এদিকে শঙ্কররাও, তাহাকে পূর্ব্বরজনীর আক্রমণকারী সন্দেহ না করিলেও, সে যে কালু রায়ের সহচর অথবা ষটচক্রের কোন চক্রী,—সেই বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া বসিলেন কিন্তু তাঁহার কথাবার্ত্তায় কিংবা মুখভাবে অন্তরের ভাব কিছুই প্রকাশিত হইল না।

সমস্ত দিন কাটিয়া গেল, সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি দুর্গাবাড়ীর ফটকের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে একখানা গাড়ী আসিয়া, তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। চারিজন আরোহী উহার মধ্য হইতে অবতরণ করিলেন। তন্মধ্যে প্রথম ব্যক্তি লক্ষ্মীপতি রাও।

লক্ষ্মীপতিকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া, শঙ্কর কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না। কারণ—শিবনিবাসে তিনি প্রায়ই আসিয়া থাকেন। এদিকে আসিলে, নরোত্তমের আবাসে তারাকে না দেখিয়া, তিনি যান না। তারা তাঁহার বন্ধুর কন্যা—তাহাকে নিজের কন্যার মত ভালবাসেন।

শঙ্কর তাঁহার নিকট ছুটিয়া গেলেন এবং কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্যান্য বার শঙ্করকে দেখিলে, তাঁহার মুখভাব যেমন প্রসন্ন এবং হাস্যরঞ্জিত হয়—আজ তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল। তিনি বিষণ্ণকণ্ঠে কহিলেন, "তুমি এখানে আছ, ভালই হইয়াছে। আমার বড় বিপদ!"

শঙ্কর কহিলেন, "কেন, আবার কি কালু রায়ের হাতে পড়িয়াছিলেন না কি?"

পূর্ব্ববৎস্বরে লক্ষ্মীপতি কহিলেন, "সেও ইহা অপেক্ষা ভালছিল। চল, সকল কথা নির্জ্জনে বলিতেছি।"

এই বলিয়া, তিনি দুর্গাবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এখানকার সকলেই তাঁহার পরিচিত। একটী নির্জ্জন কক্ষে উপবেশন করিয়া কহিলেন, "শঙ্কর! আজ আবার আমার পাঁচশত টাকা গিয়াছে! আজ আবার গাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছিল!"

শঙ্কর। বলেন কি! কালু রায় নাকি?

লক্ষ্মী। না। ইহারা দলে পাঁচজন—সকলেরই মুখে মুখোস। প্রথমবার কালু রায় আমার সর্ব্বস্ব লইয়াছে—তাহার পর, এই কয় বৎসর হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রমে সবেমাত্র একটু সামলাইয়া উঠিতেছি—এমন সময়ে আবার পাঁচশত গেল! হায়! এ অত্যাচারস্রোত কি বন্ধ হইবে না? কষ্ট করিয়া, অর্থোপার্জ্জন করিয়া কি ভোগদখল করিতে পাইব না?

শঙ্কর। শান্ত হউন। এ ডাকাতের দলকে গ্রেপ্তার করিবার কি কোন সূত্রই নাই?

লক্ষ্মী। আছে আমার মাথা আর মুণ্ড! দুর্ব্বৃত্তদের সাহসও কম নয়। ঐ পাঁচশত দিয়াই কি আমার নিষ্কৃতি আছে?

শঙ্কর। কেন? আবার কি?

লক্ষ্মী। তাহারা একটী দিন ধার্য্য করিয়া দিয়াছে,—সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্ধারিত স্থানে উপস্থিত হইয়া, আমাকে আরও হাজার টাকা গণিয়া দিয়া আসিতে হইবে। না দিলে, সপ্তাহের মধ্যে আমার মৃত্যু নিশ্চিত।

শঙ্কর। বড় ভয়ঙ্কর কথা। এক কপর্দ্দকও দিবেন না।

লক্ষ্মী। নিশ্চয় না। অত টাকা আমি কোথায় পাইব? কিন্তু না দিলেও আমার জীবন যাইবে।

শঙ্কর। আপনি কি স্থির করিয়াছেন?

লক্ষ্মী। আমি নির্দ্দিষ্ট দিনে, নিরূপিত স্থানে উপস্থিত হইব কিন্তু এক কাণা কড়িও সঙ্গে লইয়া যাইব না। আমার বন্ধু বান্ধব নিকটেই উপস্থিত থাকিবে। দস্যুদের সাহস বাড়িয়া গিয়াছে—তাহারা টাকার লোভে তথায় উপস্থিত হইলেই ধরিয়া ফেলিব। আশা করি, তুমি আমার এ বিপদে সাহায্য করিবে?

শঙ্কর। খুব আনন্দের সহিত করিব। তাহারা কি আপনাকে একা যাইতে বলিয়াছে?

লক্ষ্মী। না, তাহা কিছু বলে নাই—তবে তাহাদের দলপতি যে, সে আমার ললাটের নিকট একটা পিস্তল ধরিয়া বলিয়া দিয়াছে, 'সাবধান! কোনরূপ চাতুরী খেলিতে যাইও না!'

শঙ্কর। উত্তম, দেখা যাইবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এ কথা কাহারও নিকট ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করিবেন না এবং আমি যে, ইহার মধ্যে আছি, তাহাও কাহাকে জিনিতে দিবেন না, আপনাকে কিছুই করিতে হইবে না, যাহা করিবার, আমি করিব।

তাহার পর শঙ্কর কালু রায়ের শিবনিবাসে উপস্থিতির বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। শুনিয়া লক্ষ্মীপতি কহিলেন, "লোকটা যেই হউক, তাহার সাহস দিনে দিনে বড়ই বাড়িতেছে। ভাল কথা,—ষটচক্রের নাম শুনিয়াছ। এ দস্যুগুলা আপনা-দিগকে ষটচক্রের চক্রী বলিয়া পরিচয় দিল! অদ্ভুত নাম!"

সবিস্ময়ে শঙ্কর বলিলেন, "বলেন কি! ঘটনা ক্রমশই পাকিয়া উঠিতেছে।"

সহসা শঙ্কর থামিয়া গেলেন এবং প্রায় মিনিট খানেক সময় লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে কুঞ্চিতললাটে কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর লক্ষ্মীপতির মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার মধ্যে মদনজীর সহিত আপনার কবে সাক্ষাৎ হইয়াছিল?"

লক্ষ্মী। চারি পাঁচ দিন পূর্ব্বে।

শঙ্কর। কোথায়?

লক্ষ্মী। পুনায়। তবে তাহার সহিত বেশী কিছু কথাবার্ত্তা হয় নাই। কারণ সেই দুর্ঘটনার পর, তাহার সহিত আমাদের আর সেরূপ মনের মিল নাই। দেখা হইলে, দুই একটা কথা হয়, এই পর্য্যন্ত।

শঙ্কর। আপনি শিবনিবাসে আসিবেন, তাহাকে বলিয়াছিলেন কি?

লক্ষ্মী। বলিয়াছিলাম।

শঙ্কর। টাকা কড়ি লইয়া আসিবেন, এমন কোন কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন?

লক্ষ্মী। না। শিবনিবাসে একটা রেশমের কুটীর অংশ বিক্রয় হইবে—তাহার সবিশেষ জানিতে আসিব, এইমাত্র বলিয়াছিলাম।

শঙ্কর। তাহা হইলেই হইয়াছে! এতদিন আমার ধারণা ছিল, মদনজীই কালু রায়—আজি জানিলাম, ঐ ব্যক্তিই ষটচক্রের প্রধান পাণ্ডা!

লক্ষ্মীপতি শিহরিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "তোমার এ অনুমান মাত্র। তোমার ধারণায় ঐ ব্যক্তিই কালু রায় কিন্তু আজি ছয় বৎসরেও, তাহা সপ্রমাণ করিতে পায় নাই। তোমার এ অনুমানও মিথ্যা হইতে পারে। কোন নির্দ্দোষী ব্যক্তি বৃথা সন্দেহবশে শাস্তি পায়, এ আমার ইচ্ছা নয়!"

শঙ্কর। আমারও নয়। শুদ্ধ সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়াই, আমি কিন্তু তাহাকে অভিযুক্ত করিতে যাইতেছি না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার অনুমানের পরিপোষক অকাট্য প্রমাণ না পাইব, ততক্ষণ তাহার একগাছি কেশও স্পর্শ করিব না।

দুইজনের আরও অনেক কথাবর্ত্তা হইল। তাহার পর, লক্ষ্মীপতি তারার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, শঙ্কর অন্যদিকে চলিলেন।

# নবম পরিচ্ছেদ।

## রহস্যময়ী।

সূর্য্যদেব বহুক্ষণ অস্ত গিয়াছেন। দিবাশেষের অস্পষ্টালোক গোধূলির আঁধারের সহিত মিশিয়া, এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। পতিবিরহবিধুরা মলিনাম্বরা রমণীর মত ধরণী তিমিররূপ মলিনবাস পরিয়া, সর্ব্বসমক্ষে দেখা দিলেন। সিমন্তিনী-ভালে সিন্দূর বিন্দুর মত সন্ধ্যার ললাটে তারকামণি জ্বলিয়া উঠিল। স্নিগ্ধশান্ত সান্ধ্যসমীর পার্ব্বত্য-লতার কুসুমাবলী দোলাইয়া, হিল্লোলিত হইতে লাগিল।

শঙ্কর রাও চিন্তাক্লিষ্টমনে ধীরপদবিক্ষেপে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে, পল্লীপ্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে অনুচ্চ শৈলমালা, অঙ্গে সন্ধ্যার অন্ধকার মাখিয়া, প্রাবৃটের ভীমকান্ত জলদস্তম্ভের মত, নীলকান্তি বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। শৈলপাদমূলে বৃক্ষবেষ্টিত একখানি পর্ণকুটীর—তাহার মুক্ত গবাক্ষ-পথ দিয়া, ক্ষীণ দীপালোক পরিদৃষ্ট হইতেছিল।

কুটীর গোবর্দ্ধন সিংহের। সান্ধ্যগগণে ঐ স্ফুরিতদীপ্তি তারকার মত, অন্ধকার কুটীরের ঐ দীপালোকের মত, অদূরে ঐ কুটীরের মধ্যে ফুল্লকান্তি কুসুমের মত আর একটী প্রাণী

বাস করিতেছে। সে দস্যু-দুহিতা ফুল্লরা। শঙ্কর কাল রাত্রি হইতে সে মুখখানি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাহার করুণ্যপূর্ণ হৃদয়ের কথা—তাহার উদার চরিত্রের বিষয় একবারও ভুলিতে পারেন নাই। প্রাতঃকালে কথাপ্রসঙ্গে অনেকের নিকট তাহার কথা উত্থাপন করিয়াছেন—তাহার ইতিবৃত্ত অনেক জানিয়াছেন। ফুল্লরা গোবর্দ্ধনের কন্যা। গোবর্দ্ধন দস্যু—গোবর্দ্ধন নরহন্তা—ফুল্লরা তাহার দুহিতা! পাষাণে কমলিনী—পূতিগন্ধ নরকহ্রদে ফুল্লরা সৌরভময়ী সরোজিনী!

শঙ্কর হৃদয়ে বড়ই ব্যথা পাইলেন। ফুল্লরার উপর তাহার পিতার পশুতুল্য আচরণ স্মরণ করিয়া, আরও মর্ম্মাহত হইলেন। এমন পিতার এমন কন্যা! কেন এমন হইল? নির্দ্দয় নিগূঢ় ভবিতব্য!

সম্মুখে গোবর্দ্ধনের কুটীরে আলোক জ্বলিতে দেখিয়া, শঙ্কর আর একবার ফুল্লরার সহিত সাক্ষাতের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে কুটীরের নিকটবর্ত্তী হইয়া, সতর্কদৃষ্টিতে ইতস্ততঃ চাহিলেন। কোথাও কোন বিপদের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলেন না। সমস্ত নিস্তব্ধ। কুটীরের ভিতরে বাহিরে কাহারও সাড়াশব্দ পাইলেন না। তখন সাহসে ভর করিয়া, কুটীর দ্বারে করাঘাত করিলেন। অবিলম্বে দ্বার মুক্ত করিয়া, তারকারূপিণী ফুল্লরা দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইল। শঙ্করকে দেখিবামাত্র, তাহার ফুল্লেন্দীবর-তুল্য কর্ণবিশ্রান্ত নয়ন-পদ্ম হৃদয়ের আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে আনন্দজ্যোতিঃ ক্ষণিক। বরষার জলভরা কাদম্বিনীকোলে দামিনীলতা যেমন মুহূর্ত্তের জন্য বিভাসিত হয়,

ফুল্লরার আনন্দ জ্যোতিও সেইরূপ চকিতের মত লুকাইয়া পড়িল। অভাগিনী ভীতা চকিতা কুরঙ্গিনীর মত অশ্রুভরা আঁখি লইয়া নতবদনে দাঁড়াইয়া রহিল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফুল্লরা! কেমন আছ?"

ফুল্লরা। ভাল আছি।

শঙ্কর। তোমার পিতা কোথায়?

ফুল্লরা। কোথায় গিয়াছেন।

শঙ্কর। আমি তোমার দ্বারে অভ্যাগত—ভিতরে আহ্বান করিতেছ না কেন?

ফুল্লরার মলিন মুখ আরও মলিন হইল। কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "গত রজনীর ঘটনার পর—আপনাকে আর ভিতরে আহ্বান করিতে সাহস করি না। আপনি এখানে আবার কেন আসিয়াছেন? এ বিষাক্ত, অভিশপ্ত স্থান ত্যাগ করিয়া এখনই চলিয়া যান!"

ফুল্লরার কণ্ঠস্বর বিষাদভরা। তাহার হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণা তাহার প্রত্যেক বাক্যে অভিব্যক্ত। শঙ্কর কহিলেন, "রাত্রির ঘটনা আমার পক্ষে নূতন নয়—আমি তাহাতে দুঃখিতও নহি। আমি ভিতরে প্রবেশ করিলে, তোমার যদি কোনরূপ বিপদ না ঘটে, আমার জন্য তোমাকে যদি কোনরূপ নির্য্যাতন সহিতে না হয়, তাহা হইলে, আমি ভিতরে বসিয়া তোমার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করি।"

ফুল্লরা তখন উন্মনা। কি করিতেছে, তাহার জ্ঞান নাই। তাহার অজ্ঞাতেই যেন সে কয়েক পদ সরিয়া দাঁড়াইল। অবসর পাইয়া, শঙ্কর কুটীরের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ

করিয়া, তক্তাপোসের উপর বসিয়া পড়িলেন। ফুল্লরা নিকটেই দণ্ডায়মান রহিল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বোধ হয়, আমার এরূপ ভাবে তোমাদের এখানে আসাতে, তোমার কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই?"

ফুল্লরা। আমি আমার নিজের বিষয় ভাবিতেছি না—যদি সহসা আমার পিতা আসিয়া উপস্থিত হয়, আপনার জীবন বিপন্ন হইতে পারে। কাল যেমন নিরাপদে প্রস্থান করিতে পারিয়াছিলেন, আজ সেরূপ সুযোগ নাও ঘটিতে পারে।

শঙ্কর। আমার জন্য তুমি চিন্তা করিও না—আমি বিপদে খুব অভ্যস্ত। আমি যে উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছি, তাহা শেষ না করিয়া উঠিতেছি না। কাল তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ, আমি তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না। ফুল্লরা! আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তুমি বড় কষ্টে কালাতিবাহিত করিতেছ—তোমার জীবন বড়ই কষ্টময়—কি করিলে তুমি সুখী হও, তোমার যন্ত্রণার লাঘব হয়, আমাকে বল, আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

ফুল্লরা। আপনি ভুল বুঝিয়াছেন, আমি অসুখী আপনাকে কে বলিল? ভবিতব্যের হস্ত হইতে কে পরিত্রাণ পাইতে পারে? এ আমার ভবিতব্য।

শঙ্কর। এ বিশ্বাস বড় ভুল বিশ্বাস ফুল্লরা! তুমি কি এ অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা কর না?

বিষাদের হাসি হাসিয়া, অভাগিনী কহিল, "আপনি সদাশয়। আমার মঙ্গলের জন্যই এই সকল কথা বলিতে-

ছেন, তাহাও বুঝিতেছি কিন্তু অদৃষ্টের সহিত লড়াই করিবার আমার ইচ্ছা নাই। কেহ কখনও অদৃষ্টের উপর জয়লাভ করিতে পারে নাই।”

শঙ্কর। ফুল্লরা! গত রজনীর ঘটনায় আমি তোমার এবং তোমার পিতার স্বভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। তুমি দানবপুরীতে সুরবালা! তোমার দেবীর মত স্বভাব এবং তোমার পিতার পিশাচপ্রকৃতির বিষয় চিন্তা করিলে, তোমাকে তাহার ঔরস-কন্যা বলিয়া বোধ হয় না। তুমি দস্যু-দুহিতা হইয়াও দয়াবতী—পিশাচের সঙ্গে বাস করিয়াও কারুণ্যময়ী,—দেবী। তোমার প্রকৃতি এখনও কোমল, এখনও দয়ার্দ্র। কিন্তু ফুল্লরা! দুর্নীতির বহ্নিতাপে তোমার হৃদয়ের এ সরলতা কতদিন বজায় থাকিবে? পিশাচ-সহবাসে কতদিন তুমি হৃদয়ের নির্ম্মলতা রক্ষা করিতে পারিবে? বেশী দিন পারিবে না। মানুষে তাহা পারে না! আজ তুমি পরের দুঃখ দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছ—সহবাসগুণে, স্বভাবের পরিবর্ত্তনে কাল তুমি আনন্দ উপভোগ করিবে। মানুষ যে সঙ্গে বাস করে, তাহার অজ্ঞাতে সঙ্গীর দোষগুণ তাহার স্বভাবের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। সেইজন্য বলিতেছি, ফুল্লরা! সময় থাকিতে সাবধান হও। ক্ষয়িতমূল বালুকাস্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান থাকিও না—সময় থাকিতে আত্মরক্ষা কর।

ফুল্লরা নীরব। কুটীর-দেওয়ালে পৃষ্ঠরক্ষা করিয়া, নতমুখে দণ্ডায়মান। শঙ্কর পুনরায় কহিলেন, “গত রজনীতে তুমি আমায় রক্ষা করিয়াছিলে--অদ্য আমি তোমায় রক্ষা করিতে—

তোমার অবিনশ্বর আত্মাকে পাপ-পথ হইতে সুদূরে রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতে আসিয়াছি!”

ফুল্লরা এবার কথা কহিল। বলিল, “মহাশয়! ক্ষমা করুন। আমাকে আমার অদৃষ্টের ফলভোগ করিতে দিন।”

শঙ্কর। ফুল্লরা! তুমি বুদ্ধিমতী। জানিয়া শুনিয়া, পুনঃ পুনঃ কেন তুমি আমার সুপরামর্শে অবহেলা করিতেছ? ইহার মধ্যে আমার অজ্ঞাত অন্য কোন হেতু কি বিদ্যমান আছে?”

ফুল্লরা। কিছুমাত্র না। আমি যাহা জানি, আপনাকে বলিয়াছি। আমি গোবর্দ্ধন সিংহের কন্যা। পিতা ভিন্ন সংসারে আমার আর কোন আত্মীয় নাই। আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইব না—যাইতে পারিব না। আমাদের পরস্পরের মধ্যে শোণিত-বন্ধন অপেক্ষা আর একটা প্রবল বন্ধন আছে—মহাপাতকের।

শঙ্কর। তুমি কি কোন মহাপাতক করিয়াছ?

ফুল্লরা। না।

শঙ্কর। তাহা হইলে, যাহারা পাতকী—তাহাদের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া——

বাধা দিয়া গর্ব্বিতাননে ফুল্লরা কহিল, “মহাশয়! এ সকল বৃথা বাক্যব্যয়ে কোন ফল নাই। এ সকল কথা শুনিতেও আমার কষ্ট হয়—আপনি যান—পিতার আসিবার সময় হইয়াছে!”

শঙ্কর ব্যথা পাইয়া কহিলেন, “ফুল্লরা! আমি তোমার সহিত মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ করিতেও কি পাইব না?”

ফুল্লরা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"না। আমাদের দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াই মঙ্গল। আপনার হৃদয় অতি মহৎ—আপনি সদাশয়—তাহা আমি বুঝিয়াছি! আমাকে বিস্মৃত হউন। আজি হইতে আমরা পরস্পর অপরিচিত। আপনি আমার প্রতি দয়াপরবশ না হইয়া, যদি ঘৃণাপ্রকাশ করিতেন, আমি অধিক সুখী হইতাম। যান, এখানে আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিবেন না!"

সুন্দরী কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। শঙ্কর ব্যথিতহৃদয়ে ফিরিয়া আসিলেন।

---

## দশম পরিচ্ছেদ।

### কালু রায়ের সহচর।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর। শিবনিবাসের পথে ঘাটে লোক চলাচল বন্ধ হইয়াছে। গ্রামে প্রবেশ করিবার অনতিদূরে একদিকে একটা ইটের পাঁজা, অন্যদিকে একটা বৃক্ষ। তাহার মধ্য দিয়া অপ্রশস্ত পথ। সেই পথের উপর দাঁড়াইয়া, একজন লোক গ্রামের দিকে সভয় লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিতেছিল।

এই সময়ে তাহার পশ্চাতে কিসের শব্দ হইল। মনোযোগপূর্ব্বক শুনিয়া বুঝিল, কোন পথিকের পদশব্দ। লোকটা বৃক্ষের পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

পথিক বৃক্ষের সন্নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, লোকটা বৃক্ষান্তরাল হইতে তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল এবং তাহার কর্ণমূলের নিকট একটা পিস্তল ধরিয়া কহিল, "স্থির হইয়া দাঁড়াও, নচেৎ মরিবে।"

পথিক দণ্ডায়মান হইয়া, অচঞ্চলস্বরে কহিল, "তাহার পর—কি চাও?"

দস্যু। তোমার নিকট যাহা আছে—অবশ্য টাকা কড়ি।

পথিক। এই কথা! পূর্ব্বে বল নাই কেন? এই লও, গণিয়া লও।

দস্যু। কৈ, শীঘ্র বাহির করিয়া দাও।

পথিক জামার পকেটের মধ্যে হাত ভরিয়া টাকা বাহির করিতে লাগিল। দস্যুর চক্ষু সেই দিকে বিনত হইবামাত্র, পথিকের অপর হস্ত বিদ্যুৎপতিতে দস্যুর কণ্ঠনালি চাপিয়া ধরিল এবং তাহাকে ভূমি হইতে দুই তিন ইঞ্চি ঊর্দ্ধে তুলিয়া, ভূতলে নিক্ষেপ করিল।

দস্যু বিষম আঘাত পাইল। তাড়াতাড়ি গা ঝাড়িয়া যেমন উঠিতে যাইবে, অমনি নাসারন্ধ্রের বহির্ভাগে কি একটা শীতল কঠিন পদার্থ সংহত হইল। দস্যু সভয়ে দেখিল, একটা পিস্তল। পতনকালে তাহার পিস্তলটা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, এক্ষণে শত্রুর করে সাঙ্ঘাতিক অস্ত্র দেখিয়া, হতভাগ্য অন্তরে শিহরিয়া উঠিল।

পথিক প্রশান্তস্বরে কহিল, "বন্ধু! দয়া করিয়া একটু স্থির হইয়া দাঁড়াও। কারণ দৈবাৎ যদি পিস্তলের গুলি ছুটিয়া যায়,—তোমার মাথাটা গুঁড়ানাড়া হইয়া যাইতে পারে!"

দস্যু পথিকের কথা অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিল না। কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "মহাশয়! আমাকে ক্ষমা কর!"

পথিক। তুমি তাহা হইলে একজন ডাকাত?

দস্যু। আমি—আমি—না এখন আর নই।

পথিক। কেন, রাহাজানি করিবার সাধ ইহারই মধ্যে মিটিয়া গেল?

দস্যু এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই। এক্ষণে কহিল, "তোমার মুখে ওটা কি মুখোস? তুমি কথা অমন করিয়া চাপিয়া চাপিয়া কহিতেছ কেন? তুমিও কি আমার একজন জাত-ভাই?"

পথিক। আমি সর্ব্বদাই মুখোস ব্যবহার করি। কেন, তুমি কি আমায় চেন না?

দস্যু। না।

পথিক। আমার নাম কালুরায়!

দস্যু সভয়ে কহিল, "কি সর্ব্বনাশ! শয়তান আমাকে রক্ষা কর! আমি তোমার টাকা লইতে গিয়াছিলাম!"

পথিক বা কালু রায় হাসিয়া কহিল, "তোমার বাহাদুরি আছে। যাহার ভয়ে দেশের লোক সশঙ্ক, তুমি তাহারই উপর রাহাজানি করিতে গিয়াছ। তোমার নামটা কি হে?"

দস্যু। আমার নাম সোমেশ্বর। আমি আপনার দাসানুদাস।

কালু। তুমি ষট্‌চক্রের একজন চক্রী নয়?

সোমেশ্বর চমকাইয়া উঠিল। মুখে কহিল, "সে আবার কি?"

কালু। যদি তুমি ইহার বিষয় না জান, আমি তোমায় বলিতে ইচ্ছা করি না কিন্তু যদি ষট্ পাণ্ডার একজন হও, তাহাদিগকে আমার সংস্পর্শে আসিতে নিষেধ করিবে।

শিবনিবাসে আমার লক্ষ্য আছে—তাহাদিগকে অন্যত্র চেষ্টা দেখিতে বলিবে। তাহার পর একটা কথা আমার গায়ে হাত দিয়া, তুমি নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইবে, তাহা হইবে না।

সোমেশ্বর হাত যুক্ত করিল। কালু রায় পুনরায় কহিল, "অন্ততঃ আমার হাতের একটা গুলিও তোমায় পারিপাক করিতে হইবে।"

সোমেশ্বর এইবার পায়ে ধরিল। মিনতি করিয়া কহিল, "তুমি ডাকাতের রাজা—আমরা চুনপুঁটী—গরিবকে মারিয়া কেন কলঙ্ক কিনিবে? এবার আমায় ক্ষমা কর, আর জীবনে আমি কখনও তোমার ত্রিসীমায় যাইব না।"

কালু। আচ্ছা, তোমায় এবারকার মত ক্ষমা করিতে পারি, যদি আমার কথামত কাজ করিতে সম্মত হও।

সোমেশ্বর। হুকুম কর, এখনই করিব।

কালু। ঠিক আমার মত সাজিয়া, দুর্গাবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিবে—"আমি কালু রায়।"

সোমেশ্বর ভয়ে আড়ষ্ট। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তাহারা যদি আমায় ধরিয়া ফেলে?"

কালু। ঐ কথা বলিয়াই, তুমি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিবে।

সোমেশ্বর। কিন্তু যদি ধরা পড়ি?

কালু। ধরা পড় মরিবে—আর যদি না যাও, তাহা হইলেও মরিবে। তবে প্রথমটায় পলাইবার সম্ভাবনা—দ্বিতীয়টায় আমার সন্ধান অব্যর্থ। বিশ্বাস না হয়, একবার পরীক্ষা করিতে পার।

সোমেশ্বর। ও রকম পোষাক কোথায় পাইব?

কালু রায় তাহার আলখেল্লার মধ্য হইতে, আর একটা তদ্বৎ আলখেল্লা বাহির করিয়া, তাহার হাতে দিল। দস্যু রামনাম জপিতে জপিতে দুর্গাবাড়ীর দিকে চলিল।

এদিকে রাত্রি প্রহরাতীত হওয়ায়, দুর্গাবাড়ীর স্থায়ী এবং অস্থায়ী ভাড়াটিয়া আহাদির পর, নিম্নতলের একটা প্রকাণ্ড হলে বসিয়া, কেহ তাম্বুল, কেহ তাম্রকূট, কেহবা বায়ু সেবন করিতেছিলেন এবং দেশ বিদেশের নানাপ্রকার আজগুবি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহাদের সম্মুখে এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া গম্ভীরস্বরে কহিল, "মহাশয়গণ! কালু রায়কে পাপচক্ষে দেখিয়া, নয়ন সার্থক করিবেন কি?"

সর্ব্ব চক্ষু সেইদিকে ফিরিল। সকল কণ্ঠ হইতে সমস্বরে উচ্চারিত হইল,—"কালু রায়!"

লোকগুলির বিস্ময়বেগ প্রশমিত হইয়া, শরীরে কার্য্যকারী-শক্তি ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে, তাঁহাদের মধ্য হইতে একটী বলিষ্ঠ যুবক গাত্রোত্থান করিয়া, তীব্রবেগে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। লোকটাও ছুটিল—দুর্গাবাড়ীতে যে যেখানে ছিল, কালু রায়কে ধরিবার জন্য ছুটিল। প্রথম অনুসরণ-কারী আমাদের শঙ্কর রাও।

পলকের মধ্যে দুর্গাবাড়ী শূন্য। আসল কালু রায় এতক্ষণ অন্ধকারে অপেক্ষা করিতেছিল, এক্ষণে অবসর বুঝিয়া, ধীরে ধীরে দুর্গাবাড়ীতে প্রবেশ করিল। কয়েক মিনিট পরে, হোটেলের মুহুরি রত্নেশ্বর দ্বিতলে কি করিতে যাইতেছিল,

এমন সময়ে সোপানের নিকট একজন লোক তাহার পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল। রত্নেশ্বর মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, কালু রায়।

কালু রায় হাতের পিস্তলটা তুলিয়া কহিল, "দাঁড়াও।"

রত্নেশ্বর। এ কি বন্ধু তুমি?

কালু। কেন, তুমি আমায় চেন না কি?

রত্নেশ্বর। খুব চিনি। সে দিন রাত্রে যে প্রহার দিয়া গিয়াছ, এখনও গায়ের ব্যথা মরে নাই। তাহা নহিলে, সব লোক তোমায় ধরিতে ছুটিল, আর আমি কি বসিয়া থাকি!

কালু। তোমার বুদ্ধি বড় তীক্ষ্ণ। দেখ, অন্য লোকগুলা যাহাকে ধরিতে গিয়াছে, সে আমার নকল। একটা লোককে কালু রায় সাজাইয়া, আমিই ঐ খেলা খেলিয়াছি—যদি তাহারা তাহাকে ধরিতে পারে, বলিও তাহার কোন দোষ নাই। আমিই আসল কালু রায়। বন্ধু! এখন তুমি যাইতে পার কিন্তু সাবধান, কোনরূপ চাতুরী খেলিতে যাইও না।

রত্নেশ্বর দ্বিতলে উঠিয়া গেল। কালু রায় নির্ব্বিবাদে প্রস্থান করিল।

প্রায় বিশ মিনিটের পরে, অনুসরণকারীরা একে একে সকলে ফিরিলেন। শঙ্কর সকলের শেষে আসিলেন। যখন সকলে রত্নেশ্বরের মুখে আসল কথা শুনিল, তখন যে যাহার কক্ষে আপন আপন জিনিষপত্র এবং টাকা কড়ি দেখিবার জন্য শশব্যস্তে ছুটিল।

পরীক্ষার প্রকাশ পাইল, অনেকের অনেক মূল্যবান সামগ্রী

এবং টাকাকড়ি গিয়াছে। একটা কক্ষে ইহা অপেক্ষা আরও কিছু অধিক গুরুতর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। লক্ষ্মীপতি কক্ষতলে পতিত—তাঁহার অচেতন দেহ এবং গাত্রবস্ত্র রুধিরশক্তি, মাথা দিয়া তখনও শোণিতধারা বহিতেছিল।

শঙ্কর সংবাদ পাইয়া, সত্বর তাঁহার সংজ্ঞা সঞ্চারে সচেষ্ট হইলেন।

লক্ষ্মীপতির সংজ্ঞা সঞ্চার হইলে, দেখিলেন শঙ্কর তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া, তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

শঙ্কর। আমার বোধ হয়, কালু রায় এখানে আসিয়া, আপনাকে এইভাবে প্রহার করিয়া গিয়াছে!

লক্ষ্মী। কালু রায়!

শঙ্কর। হাঁ। কেন আপনি কি তাহাকে দেখেন নাই?

লক্ষ্মীপতি উঠিয়া বসিলেন, তাহার পর কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া কহিলেন, "বাস্তবিকই আমি জানি না। হাঁ, এইবার আমার স্মরণ হইয়াছে;—আমি দ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া লিখিতেছিলাম, এমন সময়ে পশ্চাতে কাহার পদশব্দ হইল। তুমি আসিতেছ ভাবিয়া, যেমন মুখ ফিরাইয়া দেখিতে যাইব, অমনি কে আমার মাথায় আঘাত করিল। তাহার পর কি হইয়াছে, জানি না। কালু রায়—বল কি—কালু রায় এখানে আসিয়াছিল?"

শঙ্কর। নিশ্চয়—কিছুমাত্র ভুল নাই। উঠিয়া দেখুন, টাকাকড়ি কিছু লইয়া গিয়াছে কি না।

লক্ষ্মী। সে ভয় নাই! আমার আর কি আছে যে, চোরে লইবে। কিন্তু বলিতেছ কি—কালু রায় এখানে আসিয়াছিল। কথাটা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

তখন শঙ্কর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। শুনিয়া লক্ষ্মীপতি কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য! লোকটার সাহস কি অসীম! পুলিসের এত কড়াকড়ি সত্ত্বে—সে অনায়াসে গ্রামের মধ্যে আসিয়া, লুটতরাজ করিয়া চলিয়া গেল! এত সব নামজাদা বড় বড় গোয়েন্দা পুলিস—তাহারা করিতেছে কি!"

সহসা তিনি থামিয়া গেলেন। তাঁহার কথায় পাছে শঙ্করের হৃদয়ে আঘাত লাগে, এই ভাবিয়াই বোধ হয় তিনি নিরস্ত হইলেন।

শঙ্কর নীচে নামিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে ধনেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। জিজ্ঞাসিলেন, "ধনেশ্বর! তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

ধনেশ্বর যেন কিছু থতমত খাইয়া গেলেন। যেন কি গোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "বাহিরে একটু কাজ ছিল, গিয়াছিলাম।"

শঙ্কর। তাহা হইলে, তুমি কালু রায়কে দেখ নাই?

ধনেশ্বর। না। কেমন করিয়া দেখিব?

এই সময়ে সেই স্থান দিয়া, হোটেলের একজন ভৃত্য আসিতেছিল, সে কহিল, "ডাকাতটা চলিয়া যাইবার পরই উনি আসিয়াছেন।"

ধনেশ্বর যেন আরও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। শঙ্কর

তাঁহার এ সঙ্কোচের কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাইলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন দিকে গিয়াছিলে?"

ধনেশ্বর। পূর্ব্বদিকে।

শঙ্কর। পথে কাহারও সহিত তোমার দেখা হয় নাই।

ধনেশ্বর। না। আমায় এত জেরা করিবার কারণ কি?

শঙ্কর। কিছুই না।

দুইজনে দুইদিকে প্রস্থান করিলেন। ধনেশ্বরের ঐ সঙ্কুচিত ভাব শঙ্করের ভাল বোধ হইল না। তাঁহার ধারণা জন্মিল, কালু রায়ের সহিত নিশ্চয় তাহার যোগাযোগ আছে। সেই মুহূর্ত্ত হইতে, ধনেশ্বরের উপর তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপিত হইল।

---

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

### ধনেশ্বরের বিপদ।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। দুর্গাবাড়ীর দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে—যে যাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে শয়ন করিয়াছে। সকলেই ঘুমাইয়াছে—কেবল ধনেশ্বরের চক্ষে ঘুম নাই। সহসা তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার পোর্টমেণ্টের চাবি খুলিয়া, তাহার মধ্য হইতে কি একটা পদার্থ বাহির করিলেন।

যাহা বাহির করিলেন, সেটা একটা আলখেল্লা। কালু রায় যেরূপ আলখেল্লায় আজানু আবৃত করিয়া, দস্যুবৃত্তি করিতে বাহির হয়, ইহাও অবিকল সেইরূপ। ধনেশ্বর সেই আলখেল্লাটাকে একখানা কাগজে মুড়িয়া কহিলেন, "চল, তোমায় বিসর্জ্জন দিয়া আসি। আর তোমায় আবশ্যক নাই! শঙ্কর আমার দিকে সন্দেহনেত্রে চাহিতে আরম্ভ করিয়াছে, যদি তোমায় আমার নিকট দেখে—আমার জীবনের আশালতা শুখাইয়া যাইবে। এ জন্মে তারাকে আর পাইব না।"

এই বলিয়া, যুবক প্রথমতঃ কক্ষের আলোক নিভাইলেন, তাহার পর অতি সন্তর্পণে দ্বার মুক্ত করিয়া, ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। নিশীথ রাত্রি। বাটীতে কোথাও কাহারও সাড়াশব্দ নাই—তিনি সাবধানে বহির্দ্বার মুক্ত করিয়া, রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন এবং দ্রুতপদে প্রান্তরের অভিমুখে চলিলেন। একবারও মুখ ফিরাইয়া, পশ্চাতের দিকে চাহিলেন না—চাহিলে, দেখিতে পাইতেন, কে একজন অন্ধকারে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে।

ধনেশ্বর প্রান্তর পার হইয়া, পর্ব্বতমালার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং একটা পর্ব্বতগহ্বরে কাগজমোড়া সেই পদার্থটা নিক্ষেপ করিলেন।

ধনেশ্বর সেখান হইতে প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরেই, তাঁহার অনুসরণকারী তথায় উপস্থিত হইলেন এবং গহ্বরমধ্য হইতে সেই দ্রব্যটা বাহির করিয়া, কাগজের আবরণ খুলিয়া ফেলিলেন। নিকটেই ক্ষুদ্র লণ্ঠন ছিল, তাহার আলোকে যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়বেগ দমন করিতে না পারিয়া

অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "কালু রায়ের এই আলখেল্লাটা একটা সাধারণ ট্রেডমার্কা হইয়া পড়িয়াছে দেখিতেছি! এ অঞ্চলের চোর বদমায়েস মাত্রেই এই ট্রেডমার্কা ব্যবহার করিতেছে। জাল, আসল ধরা বড় শক্ত! এ আলখেল্লা যিনি ত্যাগ করিয়া গেলেন, তিনি আসল না জাল? কালু রায় সন্ধ্যার সময় দুর্গাবাড়ীতে আসিয়াছিল, মধ্যরাত্রিতে মুহুরী ধনেশ্বর ইহাকে ত্যাগ করিয়া গেল! ধনেশ্বরের আচরণ ক্রমশই রহস্যপূর্ণ হইয়া আসিতেছে! তাহার উপর আরও একটু সতর্কদৃষ্টি রাখিতে হইবে।"

বক্তা শঙ্কর রাও, ডিটেক্‌টিভ!

শঙ্কর আলখেল্লাটাকে পূর্ব্ববৎ কাগজে মুড়িয়া, যেখানে পড়িয়াছিল, ফেলিয়া প্রস্থান করিলেন।

এদিকে ধনেশ্বর আপনার বিপন্ন অবস্থার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে, প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মনের স্থিরতা ছিল না, একটা বিপথে আসিয়া পড়িলেন। অন্ধকার রাত্রি—সম্মুখে আলোকের ক্ষীণরশ্মি দেখিয়া, তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন, পথ ভুলিয়া, গোবর্দ্ধনের কুটীরের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছেন। উক্ত আলোকরশ্মি তাহারই কুটীরের দীপালোক হইতে প্রতিফলিত হইতেছে।

এত রাত্রে গোবর্দ্ধনের কুটীরে আলোক কেন? শিব. নিবাসের মধ্যে তাহার সুনাম ছিল না। কুটীরস্বামী এত রাত্রে আলোক জ্বলিয়া কি কোন পাপকার্য্যের কল্পনা করিতেছে? অসম্ভব নয়! মানুষের মন চিরকৌতূহলময়। ধনেশ্বরের মানসিক অবস্থা, তখন তত ভাল না থাকিলেও,

তাঁহার হৃদয়ে কৌতূহলশিখা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, কুটীর দ্বার ঈষৎ মুক্ত—তাহারই মধ্য দিয়া, অভ্যন্তরস্থ দীপালোকশিখা বাহির হইয়া পড়িতেছে। তিনি আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তক্তাপোষের উপর দুইজন বসিয়া জুয়া খেলিতেছে। একজন কুটীরাধিকারী গোবর্দ্ধন, অপর তাঁহার প্রতিযোগী, ভাবীপত্নীর পাণিপ্রার্থী কেশব। কেশবসিংহ শিবনিবাসের মধ্যে একজন গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত লোকের ভ্রাতুষ্পুত্র—গোবর্দ্ধনের মত লোকের নিশীথ-বৈঠকে তাহার আবির্ভাব কেন? এই লোক তাঁহার জীবনের উপর কটাক্ষ করিয়া, তাঁহার বর্ত্তমান স্বভাবে দোষারোপ করিতে সাহসী হইয়াছে ভাবিয়া, তাঁহার অধরে একটু হাসি আসিল।

কুটীরের মধ্যে বেশ খেলা চলিতে লাগিল। বাজীর পর বাজী মাৎ হইল। প্রত্যেকবারেই কেশব হারিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন তাঁহার টাকা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল, তিনি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আজ এই পর্য্যন্ত! আর খেলিব না। গোবর্দ্ধন! তোমারই আজ পোহাবার।"

হাসিয়া গোবর্দ্ধন কহিল, "কবে নয়! কবে তুমি জিতিয়াছ?"

কেশব। আমরা আছি—আমরা প্রত্যহ হারি বলিয়া, তুমি বাঁচিয়া যাইতেছ, নচেৎ তোমায় উপবাস করিয়া মরিতে হইত।

গোবর্দ্ধন। কেন, আমার কি আর অন্য সংস্থান নাই?

কেশব। লোকের মুখে শুনিতে পাই কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।

গোবর্দ্ধন। পাহাড়ের মধ্যে আমি একস্থানে গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়াছি, আবশ্যক হইলেই বাহির করিয়া লইয়া আসি।

কেশব। কতদিন এ সন্ধান পাইয়াছ?

গোবর্দ্ধন। আজ প্রায় ছয় বৎসর।

কেশব। অর্থাৎ ১৩০২ সালের বৈশাখ মাসে!

গোবর্দ্ধন কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিল। কেশব তাহা গ্রাহ্য না করিয়া পুনরায় কহিলেন, "অর্থাৎ যে সময়ে কালু রায়ের প্রসাদে পুন রায় কুঠিয়ালা ধনপতি এবং লক্ষ্মীপতি লক্ষ্মী-ছাড়া হয়!"

গোবর্দ্ধন। তুমি বলিতেছ কি? মনের কথাটা কি?

কেশব। আমি ত খুলিয়াই বলিতেছি। ১৩০২ সালের বৈশাখ মাসে কালু রায় ৫০ হাজার ঘাল করিয়া দেয়—আর তুমিও বলিতেছ, সেই সময়ে তুমি গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়াছ—এখন কথাটা অনেকটা সরল হইয়া আসিল না?

গোবর্দ্ধন। অর্থাৎ আমিই কালু রায়? কেমন?

কেশব নীরবে হাসিতে লাগিলেন। গোবর্দ্ধনের চক্ষু দুইটা জ্বলিতে লাগিল। তাহার কুৎসিৎ মুখে একটা বন্যভাব দেখা দিল। ধনেশ্বর সে বিকট পৈশাচিক ভাব লক্ষ্য করিয়া, শিহরিয়া উঠিলেন।

গোবর্দ্ধন কহিল, "সাবধান কেশব! যাহা বলিয়াছ, খবরদার ওকথা আর মুখে আনিও না। কালু রায়কে ধরিবার জন্য পুলিস কত চেষ্টা করিতেছে—তুমি কি আমাকে ফাঁসিতে লটকাইতে চাও?"

হাসিতে হাসিতে কেশব কহিল, "বন্ধু! আমি তত বোকা নই। এ কথা বাহিরে প্রচার হইবে না।"

গোবর্দ্ধন। তাহা যদি হয়, আমি তোমায় খুন করিব। কালু রায়ের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? কে তাহাকে চেনে?

কেশব। কেন; তুমি ত একদিন বলিয়াছিলে, তুমি যদি ডিটেক্‌টিভ হইতে ধনপতি এবং লক্ষ্মীপতির পঞ্চাশ হাজার কোথায় আছে, বাহির করিয়া দিতে পারিতে!

গোবর্দ্ধন দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া কহিল, "আবার ঐ সব কথা! আমায় ফাঁসিতে না ঝুলাইয়া কি তুমি নিরস্ত হইবে না?"

কেশব। দেখ গোবর্দ্ধন! তোমায় একটা কথা বলি। আমার সময় বড় খারাপ—বেজায় হাতটান পড়িয়াছে। তুমি আমার সহিত একটা রফা করিয়া ফেল। আমায় কিছু অংশ দাও—লেটা চুকিয়া যাউক। তোমার গুপ্তকথা কাকে বকে কেহ টের পাইবে না।

গোবর্দ্ধন সহসা একখানা ছোরা বাহির করিয়া, গর্জ্জিয়া কহিল, "আর এইখানা যদি তোমার বুকে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিই, তাহা হইলেও ত সব লেটা চুকিয়া যাইবে!"

গোবর্দ্ধনের তখনকার মূর্ত্তি বড় ভয়ঙ্কর। সে বিকটাকৃতি দেখিয়া, ধনেশ্বর শিহরিয়া উঠিলেন। ভয়ে, বিস্ময়ে তাঁহার বাক্‌রোধ না হইলে, তিনি চীৎকার করিয়া ফেলিতেন!

কেশব পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়াছিলেন, নচেৎ গোবর্দ্ধনের ছুরিতে নিশ্চয় তাঁহার জীবনসংশয় ঘটিত। তাঁহার পার্শ্বেই একগাছা বাঁশের লাঠি পড়িয়াছিল। তিনি সেই গাছটা

লইয়া, বিদ্যুৎগতিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কর্কশস্বরে কহিলেন; "সাবধান গোবর্দ্ধন! আমি তোমার হাতে ছুরি দেখিয়া, আতঙ্কে মরিব মনে করিও না!"

গোবর্দ্ধন ক্রুদ্ধ বলিবর্দ্দের মত গ্রীবা বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। কেশব অনেকটা স্থির শান্ত। ঘটনার প্রবাহ কতদূরে গিয়া দাঁড়াইত, তাহা কে জানে? কিন্তু এই সময়ে সহসা আর একটা ঘটনা সংঘটিত হওয়াতে, উহার বেগ রুদ্ধ হইয়া গেল।

ধনেশ্বর রুদ্ধনিশ্বাসে দাঁড়াইয়া, তন্ময়চিত্তে কুটীরাভ্যন্তরের ঘটনাই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন—তাঁহার অজ্ঞাতে অন্যস্থানে বিপদ যে, তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছিল, তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। আচম্বিতে তাঁহার পশ্চাতে কে এক ধাক্কা মারিল—তিনি সে বেগ সামলাইতে না পারিয়া, সশব্দে কুটীরের মধ্যে ডিগবাজী খাইয়া পড়িলেন। গোবর্দ্ধন এবং কেশব শিহরিয়া উঠিল—হাতের উদ্যত অস্ত্র পার্শ্বে নামাইয়া রাখিল এবং সবিস্ময়ে ধনেশ্বরের দিকে চাহিতে লাগিল।

নিমেষমধ্যে ধনেশ্বরের শত্রুও কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং দ্বার অর্গলরুদ্ধ করিয়া, পিস্তলহস্তে দণ্ডায়মান হইল। ধনেশ্বর তাড়াতাড়ি গা ঝাড়িয়া, উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার আততায়ী মদনজী।

মদনজী কর্কশস্বরে কহিল, "খবরদার। ঐখানে থাক! আর অগ্রসর হইও না বা কথাটী কহিও না!"

গোবর্দ্ধন জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারটা কি?"

মদন কহিল, "ব্যাপার আর কিছুই নয়। লোকটা

গুপ্তচরের মত আড়িপাতিয়া, তোমাদের কথাবার্ত্তা সব শুনিতেছিল।”

শুনিয়া গোবর্দ্ধন লাফাইয়া উঠিল। ছুরিখানা আনে করিয়া কহিল, “সর্ব্বনাশ! খুন কর বেটাকে আঘাত কুকুরের মত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেল!” ধনেশ্বর

বাধা দিয়া, প্রভুত্বের স্বরে মদন কহিল, জন্য প্রাণ কর। লোকটার কি বক্তব্য আছে, আগে হয়, আমি তাহার পর ধনেশ্বরের দিকে চাহিয়া কহিল, রাত্রে এই নিরীহ ভদ্রলোকের দ্বারে দাঁড়াইয়া কি করিতেছিলে?

ধনেশ্বর আপনার বিপদ উপলব্ধি করিয়া কহিলেন, “আমি এই পথ দিয়া যাইতেছিলাম,—ঘরে আলোক জ্বলিতেছে দেখিয়া, এত রাত্রে এই নিরীহ ভদ্রলোকগুলি কি করিতেছে, দেখিতে আসিয়াছিলাম।”

মদন। কতক্ষণ তুমি এখানে দণ্ডায়মান আছ?

ধনেশ্বর। বড় জোর এক মিনিট।

মদন। মিথ্যা কথা! আমি কোন কার্য্যবশতঃ এখানে আসিয়া দেখিলাম, দরজার পাশে অন্ধকারে কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিয়া বুঝিলাম, লোকটা কোন কু-মৎলবে অপেক্ষা করিতেছে। আমার বিশ্বাস, তুমি পাঁচ মিনিট কেন, পনের মিনিট এখানে আছ এবং ইহাদের যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছে, সব শুনিয়াছ।

গোবর্দ্ধন শুষ্কমুখে কহিল, “তোমার অনুমানই ঠিক! লোকটা নিশ্চয় আমাদের কথাবার্ত্তা সব শুনিয়াছে। দেখ, কেশব সিং! আজ তুমি আমার কি মহানিষ্ট

করিয়াছ, সত্য সত্যই তোমার জন্য আমার প্রাণ বিনষ্ট হইবে!”

মরিব কেশব এতক্ষণ নীরব ছিল, এক্ষণে দৃঢ়তার সহিত কহিল, গোবর্দ্ধন ভয় নাই, মানুষ মরিলে, তাহার আর কথা কহিবার কেশব অনেক না।”

দাঁড়াইত, তাহার ইঙ্গিত গোবর্দ্ধন বুঝিল। ধনেশ্বর কেশবের প্রতি- একটা ঘটনা সংঘ, জীবিত থাকিতে, তারা যে তাহার হইবে ধনেশ্বর রুদ্ধ বেশ বুঝিয়াছিল; তাই সর্ব্বপ্রথমেই তাহার ঘটনাই পর্য্যা- লোচনা করিয়া, গোবর্দ্ধনকে উৎসাহিত করিয়া তুলিল।

গোবর্দ্ধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটা, ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের মত জ্বলিতে লাগিল। সে, হতভাগ্য ধনেশ্বরকে হত্যা করিবার জন্য, ছুরিকা তুলিয়া যেমন আঘাত করিতে যাইবে, অমনি দ্বিতীয় কুটীরের দ্বার মুক্ত করিয়া, ফুলরা উভয়ের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইল এবং চীৎকার করিয়া কহিল, “না, কখনই তুমি নরহত্যা করিতে পাইবে না। যাও, এখান হইতে সরিয়া যাও।”

গোবর্দ্ধন প্রথমতঃ অবাক হইয়া দণ্ডায়মান রহিল, তাহার পর, কূপিতস্বরে আস্ফালন করিয়া কহিল, “রাক্ষসী! শয়তানী! কে তোকে এখানে আসিতে বলিল? দূর হ’! তোর ঘরে যা’—নচেৎ তোকেও খুন করিব! তোকেও এই সঙ্গে জাহান্নবে পাঠাইব!”

ফুলরা ভয়ে পলাইল না বা তাহার পিতার কথা শুনিল না। ছুরির সম্মুখে বুক পাতিয়া কহিল, “খুন করিবে? কর। আমার সকল জ্বালার শান্তি হউক কিন্তু এ যুবককে

হত্যা করিতে পারিবে না! আমাকে খুন করিতে চাও, কর,—নারীহত্যার মহাপাতকে ডুবিতে চাও, ডোব!”

পাষণ্ড কেশব এবং মদনের পিশাচ হৃদয়েও আঘাত লাগিল। তাহারা নতমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। ধনেশ্বর কহিলেন, “সুন্দরী! কেন তুমি আমার জন্য প্রাণ হারাইবে—যাও, তুমি সরিয়া যাও! মরিতে হয়, আমি একা মরিব।”

গোবর্দ্ধন ফুল্লরাকে সরাইয়া, ধনেশ্বরের উপর পুনরায় লম্ফ দিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। ফুল্লরার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল—যুবককে আর বুঝি রক্ষা করিতে পারে না ভাবিয়া, তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সহসা দীপাধারে এক পদাঘাত করিল, আলোকটা পড়িয়া নিবিয়া গেল। কুটীর অন্ধকার! অন্ধকারে যুবক আত্মরক্ষা করিলেও করিতে পারে ভাবিয়া, তাহার অন্তরে আশার ক্ষীণালোক জ্বলিয়া উঠিল।

পুনরায় ফুল্লরার মাথা ঘুরিল,—অমনি সংজ্ঞা হারাইয়া, অন্ধকার কুটীরতলে গড়াইয়া পড়িল।

---

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

### তারা ও ফুল্লরা।

পরদিন প্রাতঃকালে দুর্গাবাড়ীর সকলে উঠিল,—ধনেশ্বর উঠিল না। একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, তাঁহার কক্ষ শূন্য। দুর্গাবাড়ীতে একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। নানা লোকে নানা কথা কহিতে লাগিল। মদনজীও সেখানে ছিল, কহিল,—"কোথায় গিয়াছে, আসিবে এখন।"

শঙ্করও তথায় ছিলেন, সকলই শুনিলেন কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার মনে অন্য সন্দেহ। ধনেশ্বর যে, কালু রায় নয় কিম্বা গত রজনীতে যে দুইজন দুর্গাবাড়ীতে আসিয়াছিল, তাহাদের একজনও যে, আসল কালু রায় নয়, তাহার অনেক প্রমাণ তিনি পাইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, ধনেশ্বর চতুর বদমায়েস—তাহার ভণ্ডামি প্রকাশিত হইবার সময় আসিয়াছে দেখিয়া, কালু রায়ের বেশ ধরিয়া, দুর্গাবাড়ীর যাহা পাইয়াছে, লুটিয়া পলাইয়াছে। বেলা যত বাড়িতে লাগিল, তাঁহার সন্দেহ ততই বদ্ধমূল হইতে লাগিল।

রত্নেশ্বর হোটেলের অপর কর্ম্মচারী। তিনি একখণ্ড কাগজ আনিয়া, শঙ্করের হাতে দিয়া কহিলেন, "এইখান ধনেশ্বরের বালিসের নীচে ছিল, বোধ হয়, লইয়া যাইতে

ষটচক্রের চক্রীরা ধনেশ্বরকে মৃত্যুভয় দেখাইয়া, শিবনিবাস ত্যাগ করিতে যে পত্র লিখিয়াছিল, ওখানা সেই কাগজ। পড়িয়া, শঙ্করের মুখভাব গম্ভীর হইল। ভাবিলেন, এই জন্যই কি ধনেশ্বর নিরুদ্দিষ্ট? তাহা হইলে, আমিত তাহার উপর অন্যায় সন্দেহ করিয়াছি!"

তিনি আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া, রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রথমেই তিনুয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাহাকে ধনেশ্বর-ঘটিত সকল কথাই বলিলেন। শুনিয়া তিনুয়া কহিল, "ঠিক হইয়াছে! ধবেশ্বর খুন হইয়াছে!"

শঙ্কর শিহরিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "বল কি! কি করিয়া জানিলে খুন হইয়াছে?"

তিনুয়া। আমি ভোরের সময় ঐ ঝরণার কাছ দিয়া যাইতেছিলাম। দেখিলাম, একটা লোক পাহাড়তলীতে মাটী খুঁড়িয়া গর্ত্ত করিতেছে। গর্ত্তের যেরূপ আকার, তাহাতে এখন আমার বোধ হইতেছে, কাহাকেও কবর দিবার জন্যই সেটা খুঁড়িতেছিল।

শঙ্কর। লোকটা কে?

তিনুয়া। তাহা বলিতে পারি না। তখন অন্ধকার ছিল, দূর হইতে চিনিতে পারি নাই। তবে জায়গাটা দেখাইয়া দিতে পারি।

শঙ্কর সম্মত হইলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে, শঙ্কর মাটীর অবস্থা দেখিয়া সেটা যে, সদ্যখনিত তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনুয়ার বন্দুকের সঙ্গিন খুলিয়া, তাহার সাহায্যে সেই কবরের মাটী তুলিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিলেন। অল্পায়াসেই সে কার্য্য সমাধা হইল। গর্ত্তের

মধ্যে কোন লাস পাওয়া গেল না—কেবল রক্তাক্ত খানিকটা শুভ্র বস্ত্রখণ্ড পাওয়া গেল। চিন্তিত হইয়া, শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটা তোমায় কি দেখিয়াছিল?"

তিনুয়া। তাহা বলিতে পারি না।

শঙ্কর। আমার বোধ হয়, দেখিয়াছিল, সেই জন্য লাসটা স্থানান্তরে লইয়া গিয়া পুঁতিয়া ফেলিয়াছে কিন্তু সে লাস যে ধনেশ্বরের, তাহার প্রমাণ কি? অন্যেরও ত হইতে পারে?

তাঁহারা পাহাড়ের উপর উঠিবামাত্র, গোবর্দ্ধনের কুটীরের দিকে দৃষ্টি পড়িল। যদি সেই লাস ধনেশ্বরের হয়, তাহার সহিত কি গোবর্দ্ধনের কোন সংশ্রব আছে? অসম্ভব নয়! তিনি তিনুয়াকে কহিলেন, "তুমি অপেক্ষা কর, আমি গোবর্দ্ধনের কুটীরে একবার সন্ধান লইয়া আসি।"

শঙ্কর দূর হইতে দেখিলেন, ফুল্লরা কুটীর দ্বারে দণ্ডায়মান। নিকটে আসিয়া দেখিলেন, দ্বার রুদ্ধ—ফুল্লরা চলিয়া গিয়াছে। নাম ধরিয়া ডাকিলেন, দ্বারে করাঘাত করিলেন, ফুল্লরা দ্বার কিছুতেই খুলিল না। শঙ্কর ব্যর্থমনোরথ হইয়া, তিনুয়ার নিকট ফিরিয়া গেলেন।

যথাসময়ে তারার নিকট সকল সংবাদই উপস্থিত হইল। শঙ্কর তাহাকে সকল কথাই খুলিয়া বলিলেন। তারার চক্ষে শতধারা ঝরিল। শঙ্কর কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন। তারা চোখের জল মুছিয়া, একখানা মোটা কাপড়ে দেহ আবৃত করিয়া, বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

শঙ্কর চলিয়া যাইলে, ফুল্লরা মুক্তদ্বারে পুনরায় আসিয়া

দাঁড়াইল। এবার তাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত। সহসা তাহার সম্মুখে আর একটী যুবতী আসিয়া দাঁড়াইল এবং ফুল্লরা কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ভগ্নাপোষের উপর বসিয়া পড়িল।

যুবতী শঙ্কর-সহোদরা তারা।

তারাকে দেখিয়া ফুল্লরা শিহরিয়া উঠিল। তারা কহিল, "কেন, এবার দরজা বন্ধ করিতে পারিলে না?"

ফুল্লরা। দরজা-কি কারণে বন্ধ করিব?

তারা। যে কারণে কিছুপূর্ব্বে শঙ্কর রাওকে দেখিয়া করিয়াছিলে! যাউক ও সব কথা! তোমার নিকট আমি কোন সংবাদ জানিতে আসিয়াছি!

ফুল্লরা। কি সংবাদ?

তারা। ধনেশ্বর কোথায়?

ফুল্লরা। কেমন করিয়া বলিব। এখানে ত তিনি কখনও আসেন নাই—আমি তাঁহাকে চিনি না!

ফুল্লরার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল। তারা বিরক্তির সহিত কহিল, "খুব চেন! খুব জান! মিথ্যা কথা বলিতেছ! ধনেশ্বর কাল রাত্রে খুন হইয়াছে। তোমরাই তাহাকে খুন করিয়া, কোথায় তাহার লাস পুঁতিয়া রাখিয়াছ?"

ফুল্লরা। আমরা খুন করিয়াছি? আমরা তাহার লাস পুঁতিয়াছি? কে তোমায় এ সংবাদ দিল?

তারা। তোমার পিতা দস্যু—চুরি, ডাকাতি, খুন তাহার ব্যবসা! এ কার্য্য তাহারই! তুমি আবার জান না? তুমি ত সেই বাপের কন্যা।

ফুল্লরার চক্ষে জল আসিল। ব্যথিতা, মর্ম্মপীড়িতা বালা কহিল, "সে জন্য কি আমি অপরাধী? আমার পিতা যদি কোন কুকর্ম্ম করে, আমি কি তাহার দায়ী?"

তারা। নিশ্চয়! তুমি তোমার পিতার পাপকর্ম্মের সহায়তা করিয়াছ। গোবর্দ্ধনের মত তোমার হাতও নররক্তে কলুষিত হইয়াছে। ফুল্লরা! তুমি পিশাচহৃদয় দস্যুকন্যা না হইলে, বুঝিতে পারিতে, তোমরা আমার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছ! তুমিও ত নিজে স্ত্রীলোক—যুবতী—যুবতীর জ্বালা বুঝিবার তোমার ক্ষমতা আছে। বুঝিয়া দেখ, ধনেশ্বরকে হত্যা করিয়া, কাল আমার হৃদয়ে কি বজ্রাঘাত করিয়াছ?

ফুল্লরার চোখ দিয়া, দরবিগলিত ধারা ছুটিল। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, তারার কথার উত্তর দিতে পারিল না। তারা পুনরায় কহিল, "বল্ ফুল্লরা! বল্ দস্যু-কন্যা! কোথায় লাস লুকাইয়া রাখিয়াছিস্?"

ফুল্লরা বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানা ছোরা বাহির করিয়া, তারার পদতলে ফেলিয়া দিল। তাহার পর, মুক্তবক্ষে তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া কহিল, "কেন আমায় পুনঃ পুনঃ মর্ম্মপীড়িত করিতেছ? কেন আমায় যন্ত্রণা দিতেছ? ঐ লও ছুরি—আবার বক্ষে বসাইয়া দাও! আমার সকল যাতনার শেষ হউক।"

তারা সভয়ে সরিয়া বসিল। কহিল, "না—না। আমি সে জন্য আসি নাই!"

ফুল্লরা। তুমি কেন মিথ্যা সন্দেহ করিতেছ! কেন ভয়ে পশ্চাৎপদ হইতেছ! দাও—ছুরিখানা আমার বুকে

বসাইয়া দাও! চোর, ডাকাত, খুনের মেয়ের জন্য এক ফোঁটা কেহ অশ্রু ফেলিবে না!

তারা। তুমিও স্ত্রীলোক——

ফুল্লরা। আমার দুর্ভাগ্য, তাই নারীকুলে জন্মিয়াছি!

তারার হৃদয় বিচলিত হইল। ফুল্লরার প্রতি বিদ্বেষভাব ভুলিয়া, তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া, স্নেহমাখা রমণীর স্বরে কহিল, "ক্ষমা কর ফুল্লরা! আমি না বুঝিয়া, শোকে দুঃখে উন্মাদিনী হইয়া, তোমার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিয়াছি। আমার বিশ্বাস, তোমারও এ জীবন সুখের নয়! এখন বল বোন! দয়া করিয়া বল, সত্যই কি তুমি ধনেশ্বরের কোন সংবাদ জাননা?"

ফুল্লরা চোখের জল মুছিয়া, দৃঢ়তার সহিত কহিল, "না!"

তারা গাত্রোত্থান করিয়া কহিল, "আর আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করিব না। তুমি আমার ব্যবহারে বড়ই ব্যথিত হইয়াছ কিন্তু আমার অবস্থায় পড়িলে, তুমিও অন্যের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিতে!"

তারা প্রস্থান করিল। ফুল্লরা নতবদনে দুইকরে মুখ ঢাকিয়া, কাঁদিতে বসিল। কতক্ষণ সে এরূপ বসিয়াছিল, কতক্ষণ তাহার বিগলিত অশ্রুধারায়, তাহার করপদ্ম প্লাবিত হইয়াছিল,—তাহা তাহার স্মরণ নাই। সহসা কুটীরদ্বার মুক্ত হইবার শব্দে তাহার মোহ ভাঙ্গিল। মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, কে এক অপরিচিত অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। ফুল্লরা সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং শঙ্কাজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

আগন্তুক কহিল, "আমি কালু রায়।"

যুবতী সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।

কালু। ভয় কি সুন্দরী! কখনও কি শুনিয়াছ, কালু রায় কোন অসহায়া রমণীর প্রতি অত্যাচার করিয়াছে? ভয় নাই! আমি কোন অনিষ্ট করিতে আসি নাই।

ফুল্লরা। কিন্তু তুমি কি সাহসে এখানে আসিলে? লোকে দেখিতে পাইলে, এখনই ধরিয়া লইয়া যাইবে।

কালু। আমার উপর লোকের যে গাঢ় প্রেম, তাহা আমি বিদিত আছি। এক্ষণে আমি যে জন্য আসিয়াছি, বলি শোন। তুমি এবং তোমার সদাশয় পিতা অনেক দিন যাবৎ এই শিবনিবাসে বাস করিতেছ কিন্তু মধ্যে একবার কোথায় কিছুদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছিল। শিবনিবাসের কেহ সে সাবাদ না রাখিলেও, আমি তাহা জানি। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য ১৩০২ সালের ৫ই চৈত্র রাত্রে তোমার পিতা কোথায় গিয়াছিল?

ফুল্লরার মুখ অত্যন্ত মলিন এবং তাহার প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গিতে ভয়ের লক্ষণ প্রকাশিত হইতে লাগিল। হতভাগিনী সাহস-সহকারে কহিল, "তুমি কি বলিতেছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা শিবনিবাস ছাড়িয়া কোথাও ত যাই নাই।"

কালু। সুন্দরী! তুমি তোমার অযোগ্য পিতার পাপ-কার্য্য গোপন করিতে বৃথা চেষ্টা করিতেছ। ইহাতে তোমার হৃদয়ের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইলেও, মিথ্যা কথা কহিয়া, পাপের বোঝা বৃদ্ধি করিতেছ। মিথ্যা কথায় পাপ গোপন থাকে

না। তোমার বাহ্য আকৃতি যেমন সুন্দর, তোমার হৃদয়-খানিও তেমনি সুন্দর,—সেই জন্যই তুমি গোবর্দ্ধনের মত পাষণ্ড, অত্যাচারী পিতাকে নিষ্পাপ প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেছ। তুমি এবং তোমার পিতা বাস্তবিকই ঐ সময় শিবনিবাসে ছিলে না - তুমিও তাহার সহিত গিয়াছিলে কিন্তু কি জন্য গোবর্দ্ধন অন্যত্র যাইতেছে, তুমি তখনও জানিতে না, বোধ হয় এখনও জান না।

ফুল্লরা। তবে কেন আমায় সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ — তবে কেন সে জন্য আমায় দোষী করিতেছ ?

কালু। সে জন্য তোমার দোষ নাই—কেবল পাপ গোপন করিবার প্রয়াস পাইতে দেখিয়া, দোষী করিতেছি। ৪ঠা চৈত্র তোমার পিতা কোথায় চলিয়া যায়, ৫ই রাত্রে বাড়ী আইসে নাই—৬ই প্রাতঃকালে যখন বাড়ী আসিল, তখন তাহার নিকট বিস্তর নোট এবং নগদ টাকা। সেই দিন লোকমুখে তুমি শুনিলে, এলাহাবাদের কোন একটী কুঠিতে, কাল রাত্রিতে ডাকাত পড়িয়াছিল, টাকাকড়ি সব লইয়া গিয়াছে, দ্বাররক্ষক খুন হইয়াছে! তখন কি তুমি বুঝিতে পার নাই, তোমার পিতা সে রাত্রিতে কোথায় ছিল ?

ফুল্লরা। তুমি কি সাহসে পিতার উপর এরূপ দোষারোপ করিতেছ ? আর যদি ওরূপ কোন ঘটনা ঘটিয়াই থাকে, পিতা অপেক্ষা তুমি তাহার বেশী সংবাদ দিতে পার! যে দস্যুর ভয়ে দেশের লোক রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারে না, দিবসে আহার বিহার করিয়া আরাম পায় না, তাহার মুখে

অন্যের প্রতি কল্পিত দোষের আরোপ করিয়া, ভৎর্সনা ভাল দেখায় না।

কালু। থাম, এখনও আমার বক্তব্য শেষ হয় নাই। আমার বক্তব্যের প্রধান অংশ এখনও বলি নাই। সেটা—

এই সময়ে বাহিরে দাঁড়াইয়া কে দ্বার ঠেলিল। ফুল্লরা সভয়ে বলিয়া উঠিল,—"সর্ব্বনাশ! আমার পিতা আসিয়াছে!"

দস্যু কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, "তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আমার ইচ্ছা নাই। যদি আর একটী নরহত্যা নিবারণ করিতে চাও, আমাকে লুকাইতে দাও! আমি তোমার শত্রু নহি।"

দস্যু প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, দ্বিতীয় কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, লুকাইয়া রহিল। ফুল্লরা দ্বার খুলিয়া দিল, গোবর্দ্ধন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, খাদ্য চাহিল। আহারাদি করিয়া, গোবর্দ্ধন কুটীর দ্বার বন্ধ করিয়া, ফুল্লরার সম্মুখে দাঁড়াইল এবং কর্কশকণ্ঠে কহিল, "আজ তোর এখানে কে কে আসিয়াছিল?"

ফুল্লরা। তারা এবং শঙ্কর। শঙ্করকে প্রবেশ করিতে দিই নাই।

গোবর্দ্ধন। মিথ্যা কথা! তুই কি আমায় বোকা পাইয়াছিস্? আমি ঐ পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া সব দেখিয়াছি।

ফুল্লরা। মিথ্যা কেন বলিব পিতা! আমি তাহাকে দেখিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম।

গোবর্দ্ধন। আবার মিথ্যা কথা বলিতেছিস্? আমি

স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াছিল। তুই পিশাচি, শয়তানী আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্! সে তোর আপনার—আমি তোর পর? তাহাকে আমার সব কথা বলিয়া দিয়াছিস্! তোর জন্য এইবার আমাকে ফাঁসিতে ঝুলিতে হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া ভাবিস্ না—তুই জীবিত থাকিবি! তোকে যমের দুয়ারে পাঠাইয়া, আজই রাত্রে এখান হইতে চলিয়া যাইব।

সহসা গোবর্দ্ধন কম্পিতা কুমারীর সম্মুখে একখানা ছোরা ধরিল; ছুরিখানা রুদ্ধ কুটীরের ঈষতালোকের মধ্যেও ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল।

---

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

### পলাতকা।

ফুল্লরার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। মুখে কতকটা সাহস দেখাইয়া, কাতরতার সহিত কহিল, "পিতা! শেষে কি তুমি তোমার নিজের কন্যাকে হত্যা করিবে?"

গোবর্দ্ধন অট্টহাসি হাসিয়া, বিকৃতমুখে কহিল, "আমার কন্যা! না—শয়তানি! মৃত্যুকালে শুনিয়া যা, তুই আমার কন্যা নহিস। আমার ঔরসে তোর মত কালকূটভরা কালসাপিনী জন্মায় না। আমার রক্ত তোর দেহে এক ফোঁটাও নাই!

তোকে আজ খুন করিয়া, আমি আমার চিরপোষিত শত্রুতা সাধন করিব। তোকে আমি অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করি।"

ফুল্লরা সব শুনিল। কথাগুলিতে তাহার বিশ্বাসও হইল! কিন্তু এ অন্তিমমুহূর্ত্তে, এ মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়া, শুনিয়া আর লাভ কি? আছে। সে যে তাহার ঔরসকন্যা নয়—তাহার পাপশোণিত যে, তাহার ধমনীতে প্রবাহিত নাই—এ কথা শুনিয়াও তাহার লাভ আছে! এখন সে সুখে মরিতে পারিবে।

গোবর্দ্ধন—পিশাচ ছুরিখানা তাহার মস্তকের উপর আন্দোলিত করিয়া, বামহস্তে তাহার মুক্ত কুন্তলগুচ্ছ ধরিয়া, কঠোরস্বরে কহিল, "হতভাগিনী! গোবর্দ্ধনের সহিত যাহারা শত্রুতা করে, তাহাদের মৃত্যু কেমন:আরামজনক—একবার চিন্তা করিয়া নে! বিশ্বাসঘাতিনী—এইবার তোকে——"

"গোবর্দ্ধন, করিতেছ কি?"

পশ্চাৎ হইতে পরিচিতস্বরে কে এই প্রশ্ন করিল। বাধা পাইয়া, গোবর্দ্ধন মুখ ফিরাইয়া দেখিল, বন্ধু মদনজী—কুটীরের অপর প্রান্তে দণ্ডায়মান।

গোবর্দ্ধনের মাথায় তখন খুন চুকিয়াছে, দেহের রক্ত গরম হইয়াছে। সে কুপিতস্বরে কহিল,, "খুব করিতেছি! তোমার কি!"

মদন। এরূপ কাপুরুষতার সহিত একটী নির্দ্দোষী রমণীর জীবন নষ্ট কখনই হইতে দিব না।

গোবর্দ্ধন। নির্দ্দোষী! পিশাচী আজ আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আমি নিশ্চয় উহাকে খুন করিব।

মদন। তুমি কি অন্ধ গোবর্দ্ধন! যে ফুল্লরা অন্ধভাবে এতদিন তোমায় সাহায্য করিয়া, তোমায় পক্ষসমর্থন করিয়া আসিল, আজ কি না তাহাকে বিশ্বাসঘাতিনী ভাবিতেছ!

গোবর্দ্ধন। কিন্তু সত্যই আজ সে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে! গোয়েন্দা শঙ্কর রাওকে আমাদের সব গোপনীয় কথা বলিয়া দিয়াছে।

মদন। কিছুই বলে নাই। ফুল্লরা তাহাকে কুটীরে প্রবেশ করিতেই দেয় নাই। ফুল্লরার মত হিতৈষিণীকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে, তোমার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিৎ, সে প্রকৃত-প্রস্তাবে দোষী কি না। আমি লুকাইয়া থাকিয়া, তাহার প্রত্যেক কার্য্য লক্ষ্য করিয়াছি। আমার কথায় বিশ্বাস কর—আমি বলিতেছি, তাহার কোন দোষ নাই।

গোবর্দ্ধন ক্ষান্ত হইল। ফুল্লরাকে ত্যাগ করিয়া, একটা মদের বোতল বাহির করিয়া, মদনজীর সহিত পান করিতে লাগিল।

ফুল্লরা এ যাত্রা মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার হৃদয়ে এখন আর এক চিন্তা,—কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে কালু রায়, গোবর্দ্ধনের সহিত সাক্ষাতের ভয়ে—দ্বিতীয় কুটীরে লুকাইয়াছিল! এক্ষণে তথা হইতে মদনজী বাহির হইয়া আসিল। তবে কি মদনজীই সেই দুরন্ত দস্যু কালু রায়?

নিশ্চয়। ইহাতে এক্ষণে তাহার আর বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না। ওঃ! কি ভয়ঙ্কর লোকের সহবাসেই তাহার জীবন অতিবাহিত হইতেছে!

ফুল্লরার মুখ এখনও মলিন, রক্তবিহীন। তাহার হৃদয় এখনও কাঁপিতেছে। মদন অথবা কালু রায় উপস্থিত না হইলে, এতক্ষণ তাহার রক্তাক্ত দেহ মাটীতে গড়াগড়ি যাইত। ফুল্লরা যতই সে কথা ভাবিতেছে, ততই তাহার হৃদয় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। কিন্তু এত ভয়—এত যন্ত্রণার মধ্যেও, আজ তাহার হৃদয়ে একটা সুখের তরঙ্গ ছুটিতেছে! গোবর্দ্ধন তাহার পিতা নয়—সে ঐ পিশাচের ঔরসজাত কন্যা নয়!

গোবর্দ্ধন নিজমুখেই এ কথা স্বীকার করিয়াছে। অনেক দিন, অনেক নিদ্রাহীন নিশীথ রাত্রিতে তাহার যন্ত্রণাব্যথিত হৃদয়ে আপনা আপনি উদিত হইয়াছে,—"আমি কি সত্যই ঐ লোকের দুহিতা? সত্যই কি উহার শোণিত আমার ধমনীতে প্রবাহিত আছে?" এতদিন তাহার মীমাংসা হয় নাই—এতদিন সে প্রশ্নের উত্তর কেহ দেয় নাই,—আজি আপনা হইতে গোবর্দ্ধনেরই মুখে তাহার উত্তর বাহির হইয়াছে। গোবর্দ্ধন তাহার পিতা নয়।

তবে আর কেন? আর এ পিশাচ সহবাসে কিসের জন্য? এতদিন যে বন্ধন, তাহাকে গোবর্দ্ধনের অদৃষ্টের সহিত জড়িত করিয়া রাখিয়াছিল, এতদিন যে মমতা, শত অত্যাচারের মধ্যেও তাহাকে এই পাপ সহবাসে বাস করিতে বাধ্য করিয়াছিল, আর কিসের জন্য সে, সে বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখিবে?

ফুল্লরা এতদিন জানিত, গোবর্দ্ধন তাহার পিতা—পাপিষ্ঠ হইলেও, তাহার জন্মদাতা! পিতা চোর, ডাকাত, খুনে—

সে তাহার দুহিতা! পিতাকে পাপ-মার্গে বিচরণ করিতে দেখিয়া, তাহার মর্ম্মস্থল রক্তপ্লাবিত হইয়া যাইত—হৃৎপঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ হইত কিন্তু তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিত না। সে দস্যু হইলেও, তাহার পিতা। সে ভিন্ন জগতে তাহার আর কে আছে?

কিন্তু আজ আর সে ভাব নাই। সে অটুট বন্ধন আজ টুটিয়াছে—সে অন্ধ বিশ্বাস আজ ঘুচিয়াছে। ফুল্লরা আজ মুক্তপক্ষ বিহঙ্গীর মত উড়িতে বাসনা করিল।

ফুল্লরা আবাল্য সাহসিকা—আশৈশব তাহার চিত্ত দৃঢ়। মনের মধ্যে গোবর্দ্ধনকে ত্যাগ করিবার কল্পনা উদিত হইবা-মাত্র, সে ইচ্ছাকে কার্য্যে তৎক্ষণাৎ পরিণত করিবার জন্য, দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া বসিল।

কুটীরে একটী গবাক্ষ ছিল। উক্ত গবাকের গরাদে তেমন মজবুত বা দৃঢ় সংস্থিত নয়। বাহিরে গোবর্দ্ধন এবং মদন মদ্যপানে নিরত। সেই অবকাশে সুন্দরী তাহার ছুরির সাহায্যে অল্পায়াসেই গবাক্ষের গরাদে খুলিয়া ফেলিল এবং মুক্তপথে অতি সহজেই কুটীরের বাহির হইয়া পড়িল।

মাথার উপর নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশ—পদতলে অসীম পৃথিবী। মুক্ত বায়ু স্বাধীনতার সুখসঙ্গীত গাহিয়া, মর্ম্মের মধ্যে কি একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুখ-তরঙ্গ উদ্বেলিত করিয়া, তাহার কাণের নিকট দিয়া বহিয়া গেল। এই বিশাল বসুন্ধরায় ফুল্লরা আজ স্বাধীন কিন্তু গৃহহীন, বান্ধববিহীন।

ফুল্লরা প্রাণভয়ে অন্ধকারে পর্ব্বতাভিমুখে ছুটিতে লাগিল।

এদিকে সুরা পান করিতে করিতে, গোবর্দ্ধন কহিল,—

"গোয়েন্দাজীবন মন্ত্রপুত? বেটারা মরিয়া মরে না। যতই কেন চেষ্টা করনা, কোন বেটার একগাছি কেশও ছিঁড়িতে পারিবে না।"

মদন। ঠিক বলিয়াছ। নচেৎ শঙ্করে বেটা এতদিন কি জীবিত থাকে? বেটার মাথায় খেয়াল ঢুকিয়াছি; আমি কালু রায়—তাই আজ ছয় বৎসর ধরিয়া, প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

গোবর্দ্ধন। কেন, তুমি কি কালু রায় নও?

মদন। আমি? পাগল আর কি! কখনও তাহাকে দেখি নাই পর্য্যন্ত। দেখিলে কি অমনি ছাড়িব—পুলিসে ধরাইয়া দিব। তাহাকে ধরিবার জন্য সরকার হইতে পাঁচ হাজার পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে। ওঃ! টাকাটা কি কম!

গোবর্দ্ধন। নিশ্চয় নয়। আমিও বাগে পাইলে ছাড়িব না।

মদন। আমার বিশ্বাস—কেশবই কালু রায়।

গোবর্দ্ধন। অসম্ভব!

মদন। সম্ভব অসম্ভব আজি কালিকার দিনে কিছুই নাই। আমরা তাহার উপর খুব সতর্কদৃষ্টি রাখিব।

বোতলের মদ ফুরাইল। গোবর্দ্ধন আর একটা বোতল আনিতে দ্বিতীয় কুটীরে প্রবেশ করিয়া, শিহরিয়া কহিল, "বন্ধু! সর্ব্বনাশ! আর এক বিপদ। পাখী পলাইয়াছে!"

মদন গিয়া দেখিল, বাস্তবিকই ফুল্লরা পলাইয়াছে। বিরক্তির সহিত কহিল, "তোমার দুর্ব্বুদ্ধিবশতই এ সকল ঘটিয়াছে!"

গোবর্দ্ধন। স্ত্রীলোক বড়ই নিমকহারাম। তাহারা কৃতজ্ঞতা কাহাকে বলে, জানে না।

মদন। সকল বিষয়েরই সীমা আছে। আর কত অত্যাচার সহিবে বল? আজ ছুরি লইয়া খুন করিতে গিয়াছিলে, সেই ভয়ে সে পলাইয়াছে। কিন্তু যে কোনরূপে তাহাকে ফিরাইতে হইবে, নচেৎ আমাদের মঙ্গল নাই। তাহার মুখ দিয়া যদি কোন কথা বাহির হয়, নিশ্চয় আমাদের হাতে হাতকড়া পড়িবে।

ভয়ে গোবর্দ্ধন বিহ্বল হইয়া পড়িল। কাতরস্বরে কহিল, "এখন উপায়? কোন্ দিকে গিয়াছে - কেমন করিয়া জানিব?"

মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া, মদন কহিল, "একটু অপেক্ষা কর, আমি 'বাঘাকে' লইয়া আসি।"

বাঘা মদনের পোষা কুকুরের নাম। বাঘা 'বুল ডগ।' বাঘের মত আকৃতি—বড় বড় গোল গোল চক্ষু সর্ব্বদাই জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। সে বড় শিকারী। শিক্ষাগুণে এবং সংস্কারবশে আঘ্রাণ লইয়া, বহুদূর পর্য্যন্ত শিকারের অনুসরণ করিতে সমর্থ।

অবিলম্বে মদন বাঘাকে লইয়া হাজির হইল এবং ফুল্লরার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া, ফুল্লরার পরিধেয় বস্ত্রাদির আঘ্রাণ লওয়াইয়া ছাড়িয়া দিল। বাঘা প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, বিকট একটা গর্জ্জন করিয়া, গবাক্ষপথ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। মদন এবং গোবর্দ্ধনও কুটীরের বাহিরে আসিয়া, তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল।

বাঘা কুটীরের বাহিরে আসিয়া, ইতস্ততঃ আঘ্রাণ লইতে লইতে, ফুল্লরা যে পথে গিয়াছিল, সেই পথে পর্ব্বতাভিমুখে ধাবিত হইল। সে কিয়দ্দূর যায়, আর এক একবার বিকট

গর্জ্জন করে। বহু চেষ্টা করিয়াও গোবর্দ্ধন এবং মদন অন্ধকারে তাহার অনুসরণ করিয়া যাইতে পারিতেছে না। বাঘা তাহাদিগকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া, অগ্রগামী হইল। মদন বিপদ বুঝিয়া, বাঘাকে পুনঃ পুনঃ প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিতে লাগিল কিন্তু বাঘা তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, দ্বিগুণ উৎসাহে আরও ছুটিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মদন কহিল, "গোবর্দ্ধন! মস্ত বিপদ! বাঘা এখনই তাহাকে নখদন্তে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিবে! বাঘা! বাঘা!"

বাঘা বিকট গর্জ্জন করিতে করিতে, ক্রমাগত পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিল।

এদিকে ফুল্লরা তাহার গর্জ্জন শুনিতে পাইয়া, বুঝিল আর আমার নিস্তার নাই। সভয়ে হতভাগিনী কহিল, "ভববান! রক্ষা কর! শেষে কুকুরে আমায় ছিঁড়িয়া খাইবে! হায়! গোবর্দ্ধনের ছুরিতে তখন কেন মরিলাম না!"

প্রাণের মায়া বড় মায়া! অভাগিনী প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিল। বাঘার বিকট গর্জ্জন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী। গোবর্দ্ধন এবং মদনের কণ্ঠস্বরও তাহার কর্ণে পঁহুছিতেছে।

দৌড়—দৌড়! ফুল্লরা আবার প্রাণপণযত্নে দৌড়িল। একে অন্ধকার, তাহাতে আবার পর্ব্বতের উপর। একখানা পাথরে পা লাগিয়া, দুর্ভাগিনী গড়াইয়া, পার্শ্বের একটী অনতিগভীর খাদে পড়িয়া গেল। বাঘার বিকট গর্জ্জন আরও নিকটবর্ত্তী। বাঘা তাহার বিকট দংষ্ট্রাপংক্তি বাহির করিয়া, লক্ষের উপর লম্ফ দিয়া, বায়ুবেগে তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। ফুল্লরা ভয়ে মৃতবৎ পড়িয়া রহিল।

বাঘা খাদের উপর দাঁড়াইয়া আর একবার গর্জ্জন করিল। সহসা ফুল্লরার মনে একটা বুদ্ধির উদয় হইল। ভয়কম্পিত সদয়কণ্ঠে ডাকিল, "বাঘা! বাঘা!"

বাঘা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। মুহূর্ত্তের জন্য যেন ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিবার জন্য নীরবে দাঁড়াইল। অন্ধকারের মধ্যেও, আকাশের তারকার মত তাহার গোলাকার চক্ষু দুইটা জ্বলিতেছে, ফুল্লরা দেখিতে পাইল—এইবার বুঝি বাঘা তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে ভাবিয়া, হতভাগিনী আর একবার অন্তিমসাহসে ভর করিয়া ডাকিল, "বাঘা! বাঘা! সোণার বাঘা!"

বাঘা পুনরায় গর্জ্জন করিল কিন্তু এ রব তত বিকট নয়। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পুচ্ছ আন্দোলিত হইলে এবং এক প্রকার আনন্দসূচক শব্দ করিয়া, নীচে নামিবার পথ দেখিতে লাগিল।

ফুল্লরা সাহসসহকারে উঠিয়া বসিল এবং পুনঃ পুনঃ মধুমাখাকণ্ঠে আদর করিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিল। বাঘা তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া, লেজ নাড়িয়া, তাহার হস্তে সহস্র চুম্বন প্রদান করিল।

মদনের সহিত বাঘা কয়েকবার গোবর্দ্ধনের কুটীরে আসিয়াছিল। প্রত্যেকবারেই ফুল্লরা তাহাকে অপর্য্যাপ্ত আহার দিয়া আদর করিয়াছিল। বাঘা কুকুর হইলেও, সে ঋণটুকু বিস্মৃত হয় নাই। বাঘা পশু হইলেও, তাহার প্রভুর মত অকৃতজ্ঞ পিশাচ নয়। ফুল্লরা ভুজবল্লী দ্বারা তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া, তাহার গায়ে কোমল হস্ত বুলাইয়া দিল। বাঘা

প্রভুর আদেশ ভুলিয়া, তাহার শত্রুতা ভুলিয়া, হিংসায় জলাঞ্জলি দিয়া, যুবতীর গোলাম হইয়া পড়িল।

মদন পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিয়া বাঘাকে ডাকিল, বাঘা তাহা শুনিয়াও শুনিল না,—যুবতীর পদতলে পড়িয়া, আনন্দে লেজ নাড়িতে লাগিল।

মদন এবং গোবর্দ্ধন শৈলশিখরে, ফুল্লরা উহার বহু নিম্নে। ফুল্লরা এক্ষণে কোথায় লুকাইলে, উহাদের কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে, ভাবিতে ভাবিতে, একটা গুহার কথা মনে পড়িয়া গেল। একদিন পর্ব্বত ভ্রমণ করিতে করিতে, দৈবাৎ উহার সন্ধান পাইয়াছিল। কোনরূপে তথায় যাইতে পারিলে, তাহার জীবন আপাততঃ নিরাপদ হইবে। ফুল্লরা উঠিল। সহসা আর এক চিন্তা আসিয়া জুটিল। খাদ্য—কি খাইয়া জীবনধারণ করিবে?

ফুল্লরার সুন্দর ললাট কুঞ্চিত এবং দৃষ্টি স্থির হইল। যুবতী এক অসমসাহসিক কার্য্য করিতে সঙ্কল্প করিল। কুটীর এখন শূন্য—কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তথা হইতে খাদ্যাদি লইয়া আসিতে পারিলে, নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে ভাবিয়া, কুটীরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বাঘাও তাহার পশ্চাৎ চলিল।

গোবর্দ্ধন মদনের সহিত যখন পাহাড়ে পাহাড়ে ফুল্লরার অনুসন্ধান করিতেছিল, সেই অবসরে সুন্দরী কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, পাঁচ সাত দিবসের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য একখানা বস্ত্রে বাঁধিয়া লইয়া, কুটীর হইতে বাহির হইবার সময়ে, আরও একটা জিনিষের উপর

তাহার দৃষ্টি পড়াতে, সেটাও লইল। সে একটী ছোট পিস্তল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে, ফুল্লরা বাঘার সহিত নির্দ্দিষ্ট গুহায় উপস্থিত হইয়া, আস্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

---

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

### পূর্ণিমা রাত্রি।

দুইদিন, দুই রাত্রির দণ্ড পল কালের অনন্ত অবয়বে মিশিয়া গেল, ধনেশ্বর ফিরিল না। সকলেই তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। তারা অন্ন-জল ত্যাগ করিয়া বসিল। দুইদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে, শঙ্কর তাহার কোন সন্ধানই পাইলেন না! তৃতীয় দিবস অপরাহ্ণে গোবর্দ্ধনের কুটীরাভিমুখে চলিলেন। তারার মুখে সকল কথা শুনিয়া, তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে, ফুল্লরা যদি গোপন না করে, ধনেশ্বরের সংবাদ কতকটা দিতে পারে। সেইজন্য আজ আর একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

কুটীরের দ্বারে আসিয়া দেখিলেন, দ্বার রুদ্ধ—চাবি বন্ধ। মনে মনে স্থির করিলেন, তারার অবিমৃষ্যকারিতায় তাহারা ভয় পাইয়া, পূর্ব্বেই এ স্থান ত্যাগ করিয়াছে। তথাপি

বিশ্বাস হইল না। দুই তিনবার দ্বারে করাঘাত করিলেন, নাম ধরিয়া ডাকিলেন কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। তখন গবাক্ষের নিকট গিয়া, উহার গরাদে ধরিয়া টানিবামাত্র, জানালাটা ভিতরের দিকে পড়িয়া গেল। ভিতরের অবস্থা সম্যক পর্য্যবেক্ষণ করিবার মানসে, ঐ গবাক্ষপথে কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নিকটে ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক লণ্ঠন ছিল, প্রজ্জ্বলিত করিয়া, কুটীরের ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে, কক্ষতলে একস্থানে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং অভিনিবেশপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, বিশেষ যত্নের সহিত কক্ষতলের মৃত্তিকা চাঁচিয়া, ধৌত করিলেও, এখনও তথায় রক্তের দাগ রহিয়াছে।

শঙ্কর শিহরিয়া উঠিলেন। এ রক্ত কাহার? ধনেশ্বরের না ফুল্লরার? বোধ হয় ফুল্লরার। ফুল্লরা তাহার পিশাচ পিতার পৈশাচিককার্য্যে প্রতিবাদ করিয়াছিল—তাহার দুষ্কর্ম্ম প্রকাশ করিয়া দিবে ভয় দেখাইয়াছিল, সেই রাগে গোবর্দ্ধন তাহাকে খুন করিয়া, নিজে পলায়ন করিয়াছে! মুহূর্ত্তমধ্যে এইরূপ ধারাবাহিক একটা যুক্তির স্রোত তাঁহার অন্তরের উপর দিয়া বহিয়া গেল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যদি প্রকৃতই ফুল্লরা খুন হইয়া থাকে, তাহার হত্যাকারী কখনই আমার প্রতিহিংসানল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না!"

তিনি সহসা মুখ তুলিয়া চাহিবামাত্র, গবাক্ষ বাহিরে কাহাকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইয়া, সত্বর তাহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। দণ্ডায়মান ব্যক্তি রত্নেশ্বর।

শঙ্কর কুটীর হইতে বাহির হইয়া, রত্নেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে ?"

রত্নেশ্বর। এইখান দিয়া যাইতেছিলাম, আপনাকে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, ব্যাপারখানা কি জানিবার জন্য এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

শঙ্কর। সহজ কথায়—তুমি আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলে।

রত্নেশ্বর। কি বলেন শঙ্করবাবু!

শঙ্কর। দেখ রত্নেশ্বর! তুমি যতখানি বোকা সাজিয়া বেড়াও, ততখানি বোকা তুমি নও। আর যাহা বলিয়া তুমি আপনাকে পরিচিত কর—তাহাও তুমি নও।

রত্নেশ্বর। তবে আমি কি ?

শঙ্কর। আমার চক্ষে হয়, তুমি একটী পাকা জুয়াচোর—নয়——যাহাই হও, যখন তোমার উপর আমার দৃষ্টি পড়িয়াছে, তখন তোমার স্বরূপ বেশী দিন চাপা থাকিবে না। এখন কথা হইতেছে, শিবনিবাসে প্রত্যহ নূতন নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে। আমার বিশ্বাস—ইহার কেন্দ্র একস্থানেই বর্ত্তমান। আমি একা, সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারিতেছি না—তোমার সাহায্যের আবশ্যক।

রত্নেশ্বর হাসিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। তাহার পর, দুইজনে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে, দুর্গাবাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

একজন ভৃত্য শঙ্করের হাতে একখানি পত্র দিয়া কহিল, কিছুপূর্ব্বে একটী লোক আপনাকে এই চিঠিখানা দিবার জন্য রাখিয়া গেল।"

শঙ্কর পত্র খুলিয়া পড়িলেন :—

"গোয়েন্দাপ্রবর! আজ পূর্ণিমা—যেন স্মরণ থাকে। সূর্য্য অস্ত যাইবার অব্যবহিত পরে, ভদ্রগিরির পাদমূলে যাইলেই, আমার সাক্ষাৎ পাইবে।

"কালু রায়।"

শঙ্কর কিছু চিন্তিত হইলেন। পূর্ব্বে তাহার কথায় আদৌ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই, সেই জন্য এ বিষয়ে তত মনোযোগও দেন নাই। অদ্য এই তাগিদপত্র পাইয়া কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

প্রথম চিন্তা যাইবেন কি না? কালু রায় কি জন্য তাঁহাকে ওরূপ ভয়ঙ্কর স্থানে আহ্বান করিতেছে? সম্ভবতঃ খুন করিবার জন্য। তাঁহার জন্য ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে, তিনি সেই ফাঁদে পা দিলেই, তাঁহাকে খুন করিয়া বসিবে।

তাঁহার অধরে একটু হাসি আসিল। ভাবিলেন, যদি না যাই, কালু রায় আমাকে কাপুরুষ ভাবিবে। তাহার পর, প্রাণেরই যদি এত মমতা, আত্মরক্ষা করিতেও যদি এত অসমর্থ, তবে কেন এ কাজে নামিলাম? না, তাহা হইবে না,—নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ করিব।

পাঁচ মিনিট পরে, শঙ্কর রাও ভদ্রগিরির অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উহার পথ বড় কুটীল এবং দুর্গম। যখন তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন। গোধূলির অন্ধকার, বিশাল পর্ব্বতের গাঢ় ছায়ার সহিত মিশিয়া, সে স্থলটীকে অপরাপর স্থান অপেক্ষা অধিক অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছিল। অতি সাবধানে নির্দ্দিষ্টস্থানে উপস্থিত হইয়া, ইতস্ততঃ

দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন কিন্তু কালু রায়ের কোন সন্ধান পাইলেন না। এইরূপে কয়েক মিনিট অতিবাহিত হইলে, তিনি যে স্থানে দণ্ডায়মান, তাহার প্রায় পঞ্চাশ ফুট ঊর্দ্ধে একটা শৈলস্তূপের উপর হইতে কে তাঁহাকে আহ্বান করিল।

তিনি সবিস্ময়ে উপরে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার ঠিক মাথার উপর, একটা শৈলশিখর হইতে ঝুঁকিয়া, গলা বাড়াইয়া কালু রায় তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতেছে।

দস্যুর বেশ পূর্ব্ববৎ। কহিল, "বন্ধু! আসিয়াছ, সুখী হইলাম কিন্তু পিস্তল-ফিস্তল বাহির করিও না।"

শঙ্কর ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া কহিলেন, "না, সে ভয় নাই।"

কালু। একদিন কোন লোকের মুখে শুনিলাম, তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, বড়ই উৎসুক হইয়া পড়িয়াছ।

শঙ্কর। মিথ্যা নয়—সে কথা সত্য। এক্ষণে নীচে নামিয়া আসিলেই কৃতার্থ হই।

কালু। একদিনে অতটা পিরীত ভাল নয়। এখন কাজের কথা শোন। আজ ছয় বৎসর পূর্ব্বে ধনপতি এবং লক্ষ্মীপতির যে পঞ্চাশ হাজার হস্তান্তরিত হয়, তোমার কি বিশ্বাস, আমি তাহার উপসত্ত্বে সত্ত্ববান হইয়াছি?

শঙ্কর। নিশ্চয়।

কালু। মহা ভুল! ঐ টাকার এক পয়সাও আমার ভোগে আসে নাই। তাহা হইলে, আমি পুনরায় আর দস্যুতা করিতাম না।

শঙ্কর। এ প্রকার অবিশ্বাস্য, উপহাস্য গল্প শুনাইবার জন্যই কি আমায় ডাকিয়াছিলে ?

কালু। বিশ্বাস কর আর নাই কর, প্রকৃত কথা যাহা, তোমায় বলিলাম। তোমাদের এক পয়সাও আমি পাই নাই। তুমি বৃথা সন্দেহবশে আজ ছয় বৎসর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ঘুরিতেছ।

শঙ্কর। তাহা হইলে, তুমি বলিতে চাও, ঐ টাকার এক পয়সাও তোমার নিকট নাই ?

কালু। না।

শঙ্কর। তুমি কি প্রকৃত কালু রায় ?

কালু। আসল।

শঙ্কর। তাহা হইলে, সে টাকা কোথায় ?

কালু। জানি না। আমিও ছয় বৎসর ধরিয়া, কোথায় বাহির করিবার চেষ্টায় ঘুরিতেছি। এক্ষণে তোমাকে আমার বক্তব্য, আমাকে ধরিবার জন্য বৃথা সময় নষ্ট করিও না। আমাকে ধরা তোমার মত গোয়েন্দার কাজ নয়।

শঙ্কর দেখিলেন, তাহার সহিত কথাবার্ত্তায় কাজের কোন কথাই জানিতে পারিবেন না। কেবল সময়ের অপব্যবহার হইতেছে এবং এক্ষণে যে সুযোগ আছে, ভবিষ্যতে হয়ত পাইবেন না। এই ভাবিয়া, সহসা একটা পিস্তল বাহির করিয়া, দস্যুকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িলেন। কঠোর নিনাদে শৈলে শৈলে প্রতিধ্বনি ছুটিল—ধূম অপসারিত হইলে দেখিলেন, ধূসর শৈলশিখর সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে বিরাট-শীর্ষ উত্তোলিত করিয়া দণ্ডায়মান,—সেখানে দস্যুর চিহ্নমাত্র নাই।

তথায় আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া, কিছুপূর্ব্বে দস্যু যথায় দণ্ডায়মান ছিল, সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া, দ্রুতপদে পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলেন।

বহু কষ্টে শৈলশিখরে উঠিয়া দেখিলেন, কালু রায় যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিল,—তাহার অনতিদূরে একজন কে পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, দেহে জীবন নাই, কালু রায়ের পরিধানে যে আলখেল্লা—ইহারও মস্তক হইতে জানু পর্য্যন্ত সেই আলখেল্লায় আবৃত! তবে কি এই কালু রায়? এতদিনের পর, এইরূপে কি তাঁহার তদন্তের শেষ হইল? তাঁহার পরিশ্রমের এই কি পরিণতি?

উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া একটা গুলি চলিয়া গিয়াছে। ক্ষতমুখ হইতে রক্তস্রোত বন্ধ হইলেও, উহা যে টাটকা, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। মুখখানা সম্পূর্ণ অপরিচিত। শঙ্কর কিছু চিন্তিত, কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন।

সহসা তাঁহার বিষণ্ণমুখ প্রসন্ন হইল। যে লাস পড়িয়া রহিয়াছে, উহার ঠিক বক্ষ ভেদ করিয়া গুলি গিয়াছে। তিনি পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে শিখরের উপর দণ্ডায়মান কালু রায়ের কেবল মস্তক এবং স্কন্ধ দেখিতে পাইয়াছিলেন। যদি তাঁহার গুলিতেই কালু রায়ের পতন ঘটিত, তবে সে গুলি বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ না করিয়া, মস্তকের কোন স্থানে লাগিত। এ লোকটার ক্ষত স্থানের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন, কোন ব্যক্তি তাহার সমসূত্রে দাঁড়াইয়া, তাহাকে গুলি করিয়াছে। ঐ গুলি তাঁহার নিক্ষিপ্ত হইলে, আঘাত স্থানের

অবস্থা অন্যরূপ হইত। তাহার পর, ঐ লাস যে, দস্যু কালু রায়ের নয়, তাহার অকাট্য প্রমাণ—আলখেল্লার কোথাও ছিদ্র নাই। যে গুলি বক্ষে লাগিয়া, পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে বক্ষ এবং পৃষ্ঠাবরণকারী আলখেল্লার কোন ক্ষতি হয় নাই। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, অপর কাহারও গুলিতে লোকটার মৃত্যু হইবার পর, এই আলখেল্লা তাহাকে পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে!

শঙ্কর মনে মনে হাসিয়া, অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "আমার প্রক্ষিপ্ত গুলিতে এ লোকটার মৃত্যু হয় নাই এবং এ লোকটা কালু রায়ও নয়। আমাকে প্রবঞ্চিত করিবার, এ অঞ্চলের লোকের চোখে ধূলি দিবার একটা উপায় মাত্র। কালু রায় মরিয়াছে শুনিলে, পুলিস তাহার অনুসরণে বিরত হইবে ভাবিয়া, দস্যু এই কৌশল বিস্তার করিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহা হইবে না, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারের মত, আমরণ আমি তাহার পশ্চাদনুসরণ করিব।"

শঙ্কর যখন দুর্গাবাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে। হোটেলে সকলকেই উপস্থিত দেখিলেন, কেবল মদনজীর কোন সন্ধান পাইলেন না। এ লীলা যে তাহারই, সেই যে ঐ কালু রায়, এ ঘটনাতে তাঁহার সেই পূর্ব্বসংস্কার আরও দৃঢ়বদ্ধ হইল।

লক্ষ্মীপতি তাঁহার কক্ষে বসিয়া, সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন, শঙ্কর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিলেন, "মদনই কালু রায়, আজিকার ঘটনায় আমার খুব বিশ্বাস জন্মিয়াছে। সপ্তাহ মধ্যে তাহাকে

অভিযুক্ত এবং গ্রেপ্তার করিবার উপযুক্ত সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইব।”

তাহার পর তাঁহার সহিত ষটচক্রের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। কাল, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা।

---

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

### চক্রী চক্রে।

সমস্ত দিন ধরিয়া শঙ্কর রাও, ষটচক্রের চক্রীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলেন। সন্ধ্যার পরেই, লক্ষ্মীপতি শূন্যহস্তে নির্দ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই শঙ্কর রাও, তিনুয়া, রত্নেশ্বর এবং অপর দুইজন বিশ্বস্ত সাহসী গ্রামবাসী নিকটবর্ত্তী জঙ্গল বা পাহাড়ের অন্তরালে লুকাইয়া আছেন।

নির্দ্দিষ্ট স্থানের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, লক্ষ্মীপতি হৃদয়ের সাহস হারাইতে লাগিলেন। তিনি একটী কপর্দ্দকও সঙ্গে আনেন নাই—চক্রীরা যখন এ সংবাদ জানিতে পারিবে, তখন তাহাদের প্রজ্জ্বলিত কোপবহ্নি হইতে তাঁহার জীবনরক্ষা বড়ই দুষ্কর হইয়া উঠিবে। তাহারা খুনে, ডাকাত, প্রাণের মমতা বড় একটা রাখে না। এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ভাল করেন নাই,—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, তথায় উপস্থিত হইলেন।

স্থানটী বড়ই ভয়ঙ্কর। চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ পাহাড়—মধ্যে মধ্যে বন-জঙ্গল,—তাহার মধ্য দিয়া অপ্রশস্ত পথ, সে পথ আবার এখন সন্ধ্যার অন্ধকারে আরও দুর্গম।

লক্ষ্মীপতি ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন কিন্তু কোন স্থানে কোন মানবের নিদর্শন দেখিতে পাইলেন না। যাঁহারা তাঁহার সাহায্যার্থ আসিয়াছেন, তাহারাই বা কোথায়? হৃদয়টা তাঁহার দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময়ে কে একজন তাঁহার মস্তকের উপরিস্থ পাহাড় হইতে গম্ভীরস্বরে কহিল, "লক্ষ্মীপতি! টাকা আনিয়াছ?"

লক্ষ্মীপতি চমকিয়া উঠিলেন। কে কোথা হইতে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিল, তাহা কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি সাহস সহকারে কহিলেন, "হাঁ, আনিয়াছি।"

পুনরায় আদেশ হইল, "উপরে লইয়া আইস।"

লক্ষ্মী। পাহাড়ে উঠিবার আমার শক্তি নাই। আর আমার সহিত সেরূপ কথাবার্ত্তাও ছিল না।

ষট। তাহা হইলে তুমি পাহাড়ের উপরে আসিবে না?

লক্ষ্মী। না। তোমরা নীচে আসিয়া টাকা লইয়া যাও।

দস্যু হাসিয়া কহিল, "লক্ষ্মীপতি! তুমি নিতান্ত লক্ষ্মী-ছাড়া, নতুবা ষটচক্রের চক্রীদের এত নির্ব্বোধ ভাবিবে কেন? আমরা তোমার মত মূর্খ নহি। আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, তুমি এখন যাইতে পার।"

স্বর থামিল, অমনি একজন লোক লক্ষ্মীপতির পাশ দিয়া, সবেগে পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিল। আরও একজন তাহার অনুসরণ করিল। প্রথম তিনুয়া, দ্বিতীয় রত্নেশ্বর।

গ্রামবাসী দুইজন গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া, লক্ষ্মীপতির পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। দশ মিনিট পরে তিনুয়া এবং রত্নেশ্বর ফিরিয়া আসিল। ষটচক্রের চক্রী যাহারা, পূর্ব্ব হইতে কোনরূপে তাঁহাদের ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া, সতর্ক ছিল,—বিপদের প্রথম সূচনাতেই মুহূর্ত্তে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

তিনুয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শঙ্কর দাদা কোথায়?"

সকলে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন, কেবল শঙ্কর নাই। রত্নেশ্বর বলিলেন, "বোধ হয়, তিনি কোন সূত্র পাইয়া, তাহাদের অনুসরণ করিয়া থাকিবেন।"

এই সময়ে তাঁহারা যে স্থানে দণ্ডায়মান, তাহার অনতিদূরে ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডের মত কি একটা পদার্থ আসিয়া পড়িল। তিনুয়া তুলিয়া লইয়া দেখিল, শুধু প্রস্তর-খণ্ড নয়, উহার সহিত একখানা কাগজও আছে। রত্নেশ্বরের নিকট আলোক জ্বালিবার উপকরণ ছিল, আলোক জ্বালিয়া দেখিলেন, কাগজে কি লেখা রহিয়াছে। লক্ষ্মীপতি কম্পিতহস্তে কাগজখানা লইয়া পড়িলেন :—

"লক্ষ্মীপতি কোম্পানি এতদ্বারা জ্ঞাত হইবেন, তাঁহাদের প্রত্যেক গতিবিধি প্রথম হইতেই আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। গোয়েন্দা-পুঙ্গব শঙ্করকে ধরিবার জন্যই আমাদের এই ফাঁদ পাতা। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

"ষটচক্র।"

লক্ষ্মীপতির কম্পিত হস্ত হইতে পত্রখানা পড়িয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ! চক্রী দস্যুদের ধরিতে আসিয়া, শেষে শঙ্করই

ধরা পড়িলেন। রাত্রিকাল। দুর্গম গিরিবর্ত্মে তাঁহারা তখন কি আর করিবেন। বিষণ্ণমুখে সকলে শিবনিবাসের পথে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

* * * * * *

এদিকে নিরূপিত সময়ের বহুপূর্ব্বে শঙ্কর পাহাড়তলীতে একটা জঙ্গলের আশ্রয়ে লুকাইয়া রহিলেন। আসে পাশে, মাথার উপর ধূসর শৈলমালা। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর, একবার যেমন তিনি মাথা তুলিয়া, সম্মুখের দিকে চাহিয়াছেন, অমনি সর্পবৎ কি একটা পদার্থ তাঁহার গলায় জড়াইয়া ধরিল। পদার্থটা কি জানিবার পূর্ব্বে, ক্ষিতিতল হইতে তিনি ঊর্দ্ধে উত্তোলিত হইলেন এবং মধ্যপথে শূন্যে ঝুলিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল,—তখন বুঝিতে পারিলেন, শত্রুরা কৌশলে তাঁহার গলায় ফাঁস লাগাইয়া, তাঁহাকে টানিয়া পাহাড়ের উপর তুলিয়া লইয়াছে।

বঁড়শি বিদ্ধ মৎস্যের মত তিনি পাহাড়ের উপর উত্তোলিত হইলেন এবং আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিবার বা শ্বাসাবরোধকারী গলার ফাঁস সরাইবার পূর্ব্বে, দুই তিন জন বলবান লোক তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়া ফেলিল। এবং নিমেষ মধ্যে হস্তপদ এবং মুখ বাঁধিয়া ফেলিল।

তিনি এক্ষণে বন্দী। মুহূর্ত্তমধ্যে ইন্দ্রজালের মত এই সকল ঘটনা ঘটিয়া গেল। শত্রুরা তখন তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া, অনেক পথ অতিক্রম করিবার পর, একটা স্থানে নামাইয়া দিল। কে একজন গম্ভীর স্বরে কহিল, "এই দেখ ঘটচক্র।"

তাঁহার বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতগুহার মধ্যে মসালের আলোক জ্বলিতেছে, তাঁহার দুইপার্শ্বে চারিজন সশস্ত্র মুখসাবৃত লোক দণ্ডায়মান—সম্মুখে একখানা প্রস্তরাসনে একজন উপবিষ্ট। সে ব্যক্তি আপনার স্বরূপ গোপন করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছে। ইহাকেই এই দলের দলপতি বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিল।

দলপতি কহিল, "তুমি এখন ষটচক্রের হস্তে।"

শঙ্কর। তাহা বুঝিয়াছি। তুমি কে?

দলপতি। আমি এই চক্রের প্রধান চক্রী বা দলপতি। আমার নাম ভৈরব। আমার দলের লোক আমাকে কাপ্তেন বলিয়া ডাকে।

শঙ্কর। আমাকে তোমাদের কি আবশ্যক?

ভৈরব। বলিতেছি,—তোমার বিশ্বাস ছিল, তুমি খুব চতুর কিন্তু আজ একটা সামান্য গ্রাম্য লোকের মত আমাদের জালে আসিয়া পড়িয়াছ। তোমাকে আয়ত্ত করিবার জন্যই আমাদের এ কৌশল বিস্তার। লক্ষ্মীপতি শিবনিবাসে আসিবে কোনরূপে আমরা সন্ধান পাইয়া, পথে তাহাকে আক্রমণ করি এবং তাহার টাকা কড়ি কাড়িয়া লইয়া, আরও পাঁচশত টাকা দিবার জন্য তাহাকে শপথ করাইয়া লই। আমরা জানিতাম, সে বিপদে পড়িয়া তোমার আশ্রয় লইবে—তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে। ফলেও তাহাই হইয়াছে। আমরা তোমাদের প্রত্যেক গতিবিধির সংবাদ পাইয়া, কি প্রকারে তোমাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে হইবে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম। তুমি খুব চতুর এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি বলিয়া

আত্মশ্লাঘা করিলেও, আজ নিতান্ত মূর্খের মত আমাদের কবলে আসিয়া পড়িয়াছ।

শঙ্কর নীরবে ভৈরবের বক্তৃতা শুনিলেন। তাহারা যে কিরূপ প্রকৃতির লোক এবং তাহাদের হস্তে যে, তাঁহার জীবন নিরাপদ নয় তাহাও বুঝিলেন। তথাপি বাহ্যভাবে কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া কহিলেন, "সমস্তই বুঝিলাম, এখন আমার জিজ্ঞাস্য আমায় লইয়া তোমরা কি করিবে?"

ভৈরব। তুমি যে ষটচক্র-সমিতির শুভপ্রার্থী নও—তাহা তাহারা বুঝিয়াছে। তাহারা তোমাকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দিতে ইচ্ছুক নয়। এখানে তোমার আহার এবং অবস্থানের সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখা হইয়াছে।

শঙ্কর। কত দিনের জন্য?

ভৈরব। যে পর্য্যন্ত না বিচার শেষ হয়।

শঙ্কর। সাদা কথায় তোমরা আমায় খুন করিতে চাও?

ভৈরব। সে সম্বন্ধে এখন কিছু বলিতে চাহি না।

দলপতির ইঙ্গিত পাইয়া, দুইজন লোক, গুহার অপর প্রান্তস্থ আর একটা ক্ষুদ্রদ্বার দিয়া তাঁহাকে লইয়া চলিল। শঙ্কর মসালের আলোকে দেখিলেন, পথটা অতি সঙ্কীর্ণ এবং সম্ভবতঃ ভূগর্ভে অবস্থিত। সেই পথের শেষভাগে আর একটা অতি ক্ষুদ্রদ্বার বা তদ্বৎ প্রবেশ পথ। তাহার পরই আর একটা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কক্ষ বা পর্ব্বত গুহা। একজন দস্যু সেইস্থানে আলোকটা রাখিয়া কহিল, "এই তোমার বিশ্রামকক্ষ!"

দস্যুরা দ্বাররুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। তখনও তাঁহার

হস্ত রজ্জুবদ্ধ। তিনি সেই ক্ষীণালোকিত ভূগর্ভস্থ কক্ষে দাঁড়াইয়া আপনার অবস্থা পরিচিন্তন করিতে লাগিলেন। মুক্তির কি কোন উপায় নাই? চারিদিকে পাষাণপ্রাচীর—বাহিরে দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী—হস্ত রজ্জুবদ্ধ—এরূপ অবস্থায় পলায়নের চেষ্টা উন্মাদ-কল্পনা মাত্র।

সহসা তাঁহার দৃষ্টি গুহার ছাদে নিবদ্ধ হইল। সে স্থানে আলোকচ্ছটা ঈষৎ প্রতিফলিত হইলেও, তাঁহার যেন মনে হইল, কাহার একখানা মুখ দেখিতে পাইলেন। সে দৃষ্টি ক্ষণিক—চকিতের মধ্যে মুখখানা সরিয়া গেল। তিনিও সে দিকে আর তত লক্ষ্য না করিয়া, অন্যমনস্কভাবে অন্য দিকে চাহিয়া রহিলেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার দৃষ্টি সেই দিকেই রহিল। মুহূর্ত্ত পরেই ছাদের সেই ভগ্নস্থানে পুনরায় নরমুণ্ড দেখিতে পাইলেন—সে মুখ বড়ই মলিন, বড়ই বিশুষ্ক, চক্ষুহইটী উন্মাদ রোগীর ন্যায় সেই আলোক আঁধারের মধ্যেও যেন কেমন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

---

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

### মুক্তি।

শঙ্কর শিহরিয়া উঠিলেন কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে মুখের নিকট একটা হাত নাড়িতেছে দেখিতে পাইলেন। তিনি আরও বিস্মিত। পরক্ষণে একটী ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড পড়িল। তবে কি এ কোন সঙ্কেত?

তিনি সাহস সহকারে স্থিরনেত্রে তদভিমুখে চাহিলেন। লোকটা তাঁহাকে সঙ্কেতে ডাকিল। তিনি নিকটবর্ত্তী হইলেন। অপরিচিত মৃদুস্বরে কহিল, "খবরদার চীৎকার করিও না বা জোড়ে কথা কহিও না। বাহিরে যাহারা পাহারায় আছে, শুনিতে পাইবে। তুমি কি আমায় চিনিতে পারিতেছ না?"

শঙ্কর ও মৃদুস্বরে কহিলেন, "না, কেমন করিয়া চিনিব?"

উত্তর হইল, "আমি ধনেশ্বর।"

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। শঙ্কর সাহ্লাদে কহিলেন, "বল কি? আমরা তোমায় মৃত ভাবিয়াছিলাম।"

ধনেশ্বর। আস্তে। অত জোড়ে কথা কহিও না।

শঙ্কর। তুমিও তাহা হইলে বন্দী।

ধনেশ্বর। নিশ্চয়। কেন, তুমি কি আমাকে ইহাদের দলভুক্ত ভাবিয়াছ?

শঙ্কর। না।

ধনেশ্বর। অপেক্ষা কর—যদি কোনরূপে এই গর্ত্তটা বড় করিতে পারি, তাহার চেষ্টা দেখি।

শঙ্কর। আমার যে হাত বাঁধা।

ধনেশ্বর। আমার নিকট ছুরি আছে। এটাকে যদি একটু বড় করিতে পারি, তুমি ইহার মধ্য দিয়া উঠিয়া আসিবে—তখন দুইজনে মিলিয়া পরিত্রাণের চেষ্টা দেখিব। তুমি এখন দরজার নিকট যাও, যদি কেহ আসে, আমায় সাবধান করিয়া দিও।

ধনেশ্বর গর্ত্তটা বড় করিতে লাগিলেন, এদিকে শঙ্কর দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া, বদ্ধহস্ত একখান তীক্ষ্ণাগ্র প্রস্তর

খণ্ড ঘসিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সংঘর্ষণে অল্পক্ষণ পরেই রজ্জুটা কাটিয়া গেল—তিনি মুক্ত হইলেন।

এদিকে ধনেশ্বরও গর্ত্তটা অপেক্ষাকৃত বড় করিয়া, তাঁহাকে সঙ্কেত করিলেন। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, এখন সে ছিদ্রপথ দিয়া, অনায়াসে একজন মানুষ গলিয়া যাইতে পারে কিন্তু কক্ষতল হইতে ছাদ অনেকটা উচ্চ। এতক্ষণে সে বিষয় কাহারও লক্ষীভূত হয় নাই। এক্ষণে এ বিঘ্ন দেখিয়া উভয়ে কিছু চিন্তিত হইলেন। সহসা শঙ্করের মাথায় একটা কৌশল আসিল, জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ওখানে পাথর নাই?"

ধনেশ্বর তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিয়া, উপর হইতে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড নামাইয়া দিলেন। তিনি সেই স্তূপীকৃত প্রস্তরখণ্ডের উপর দণ্ডায়মান হইয়া, ধনেশ্বরের সাহায্যে ছিদ্রপথে উপরে উঠিয়া পড়িলেন। সে স্থান সম্পূর্ণ অন্ধকার কিন্তু নীচে হইতে আলোক লইয়া জাইতে সাহস হইল না,—কারণ—বাহিরের প্রহরীরা আলোক দেখিতে না পাইলে, যদি সন্দেহ-বশে তাঁহার কারাকক্ষে প্রবেশ করে, সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

ধনেশ্বর কহিলেন, "এ স্থানটা একটা অন্ধকূপ বিশেষ। আমার হস্ত-পদ মুক্ত—আমি পলাইবার বিস্তর চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কোনরূপে পথ পাই নাই। সূচীভেদ্য অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না—দিবসে দিবাকরের আলোকও এ ভূগর্ভাবাসে প্রবেশ করে না,—চারিদিকে পাষাণ-প্রাচীর—নড়িলে চড়িলেই মাথা ঠুকিয়া যায়। যে দিকে হাত বাড়াই, সেই দিকেই পথ রুদ্ধ।"

শঙ্কর। নিরুৎসাহ হইও না ধনেশ্বর! যে কোনরূপে আমরা এখান হইতে বাহির হইবই হইব।

শঙ্কর মুখে এই কথা বলিলেন বটে কিন্তু কার্য্যতঃ বাহির হইবার কোনই পথ পাইলেন না। অন্ধকারে অর্দ্ধঘণ্টা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইবার পর, ধনেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনও কি তোমার আশা আছে?"

শঙ্কর সে কথা চাপা দিয়া, অন্য কথা পাড়িলেন। কহিলেন, "নিরুৎসাহ হইবার কোনই কারণ নাই। এক্ষণে তুমি এখানে কিরূপে আসিলে বল?"

ধনেশ্বর। আমি সেই রাত্রে কোন কারণবশতঃ বাহির হই—

শঙ্কর। কি কারণবশতঃ বাহির হও এবং কোথায় যাও, আমি জানি। তুমি কালুরায়ের সেই পোষাকটা ফেলিয়া দিতে বাহির হইয়াছিল।

ধনেশ্বর হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি এ সংবাদও সংগ্রহ করিয়াছ, উত্তম। কিন্তু আমি কালুরায় নহি বা তাহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধও নাই। ষটচক্র আমার উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়,—আমি তাহাদের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, তাহাদিগকে সন্ত্রস্ত করিবার অভিপ্রায়ে, এক অশুভ মুহূর্ত্তে কালু রায় সাজিবার কল্পনা করিয়া, ঐ পোষাকটা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই দিনই সন্ধ্যার সময় আসল কালু রায়ের দুর্গাবাড়ীতে আবির্ভাবের পর, আমি বড়ই ভীত হইয়া পড়ি। যদি কেহ আমার নিকট ঐ পোষাকটা দেখিতে পায়, তাহা হইলে আমার সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে ভাবিয়া, রাত্রিকালে সেটাকে পাহাড়ের একস্থানে রাখিয়া আসিবার জন্য বাহির হই।

তাহার পর ধনেশ্বর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল বিবৃত করিয়া কহিলেন, "ফুল্লরা আলোক নিভাইয়া দিল, আমি দেখিলাম, ইহা আর কিছুই নয়, আমার জীবন রক্ষা করিবার একটা কৌশল মাত্র। আমিও সেই অন্ধকারে দ্বার লক্ষ্য করিয়া ছুটিলাম কিন্তু বাহির হইতে পারিলাম না। গোবর্দ্ধন আমায় ধরিয়া ফেলিল, তখন দুই জনে ঘোরতর মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইত্যবসরে কেশব আর একটা আলোক জ্বালিল—তখন তিন জনে আমাকে বন্দী করিয়া ফেলিল। কেশব প্রতিবন্ধক না হইলে, অপর দুইজন তৎক্ষণাৎ আমায় খুন করিত। অবশেষে অনেক কথা কাটাকাটির পর, আমাকে এই স্থানে আনিয়া রাখিয়া গিয়াছে।"

শঙ্কর। ফুল্লরার কি হইল ?

ধনেশ্বর। বলিতে পারি না—আমি তাহাকে কক্ষতলে অজ্ঞানবস্থায় পতিত দেখিয়া আসিয়াছি।

শঙ্কর। সেও নিরুদ্দিষ্ট !

ধনেশ্বর। বল কি ? তাহা হইলে পাষণ্ড গোবর্দ্ধন তাহাকে খুন করে নাই ত ?

শঙ্কর। আমার ত বিশ্বাস তাই। আর একটা কথা, কক্ষতলে রক্তের দাগ দেখিয়াছিলাম, সে রক্ত কাহার ?

ধনেশ্বর। গোবর্দ্ধনের। তাহার হাতে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল, আমার সহিত ধস্তাধস্তি করিবার সময় সেটা খুলিয়া যায় এবং ক্ষতমুখ দিয়া অপর্য্যাপ্ত রক্তস্রাব হয়।

সহসা ধনেশ্বর থামিলেন। শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে ?"

ধনেশ্বর। বোধ হইল, যেন একটা আলোক দেখিতে পাইলাম।

তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট দিকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। বহুদূরে, অনেক উচ্চে সত্যই একটা মশালের আলোক দেখা গেল—মশালধারী সহসা একস্থানে দণ্ডায়মান হইল,—তাহার পার্শ্বে আরও একজন লোক।

লোক দুই জন কে, তাহা আর তাঁহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না। দস্যুরা তাঁহাদের পলায়ন-সংবাদ জ্ঞাত হইয়া, তাঁহাদিগকে পুনরায় বন্দী করিতে বাহির হইয়াছে। তাঁহারাও সতর্ক হইলেন।

চারিদিকে উচ্চ পর্ব্বত-প্রাচীর, মধ্যে স্তূপীকৃত প্রস্তর রাশীর মধ্যে অতি সঙ্কীর্ণ একটু পথ—তাহাও আবার কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া অবরুদ্ধ। পাহাড়ে উঠিবারও কোন পথ নাই, অন্ততঃ তাঁহারা অন্ধকারে দেখিতে পাইতেছেন না—পর্ব্বত ভেদ করিয়া, কোথাও গুপ্তপথ বা গুহা আছে কি না, তাহাও তাঁহাদের জনা নাই।

মশালধারীরা সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে, তাঁহাদের ঠিক মাথার উপর তাহাদের কথাবার্ত্তার শব্দ শুনিতে পাইলেন। তাঁহারাও একটু সরিয়া, যেমন এক স্থানে লুকাইতে যাইবেন, অমনি তাঁহাদের সম্মুখে ধপাস্ করিয়া কি একটা পদার্থ পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাপিতপ্রায় একটা মশালও আসিয়া পতিত হইল।

সেই নির্ব্বাণোন্মুখ মশালালোকে শঙ্কর এবং ধনেশ্বর দেখিলেন, অসাবধানে একটা লোক পাহাড়ের উপর হইতে

গড়াইয়া পড়িয়াছে। যে দুই জন পাহারায় ছিল, এ তাহারের মধ্যে এক জন। শঙ্কর ক্ষিপ্রহস্তে তাহার কটী-বন্ধনী হইতে পিস্তল এবং ছোরাখানা খুলিয়া লইলেন।

লোকটা যন্ত্রণায় মুখ ব্যাদন করিতে করিতে, চক্ষু মেলিয়া চাহিল এবং শঙ্করের প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র কহিল, "শঙ্কর রাও!"

শঙ্কর শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি লোকটাকে কখনও দেখেন নাই। সে ক্ষীণস্বরে কহিল, "আমি মরিতেছি।"

শঙ্কর। তোমার কি কষ্ট হইতেছে?

দস্যু। আমার মাথাটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি আর বাঁচিব না।

ধনেশ্বর ইতস্ততঃ পথের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শঙ্কর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা যদি হয়, তোমার দলের কতক সংবাদ আমায় দিয়া যাইতে পার। তোমার নাম কি?"

দস্যু। আমার নাম সোমেশ্বর। আমার বাড়ী এলাহাবাদের নিকট। আমার কর্ম্মকারের ব্যবসা ছিল--যেমনই মজবুত তালা হইক, আমি খুলিয়া দিতে পারিতাম।

সোমেশ্বর পুনরায় যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিল। পরে কহিল, "ভদ্রাগিরিতে তুমি একটা লাস দেখিয়াছ?"

শঙ্কর। হাঁ, কালু রায় সাজিয়া পড়িয়াছিল।

সোমেশ্বর। তাহার কোন পুরুষে কালু রায় নয়। তাহার নাম গোকুল রাম। আমার হাতেই সে মরিয়াছে। আমি চলিয়া যাইবার পর, কেহ তোমাকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য, তাহাকে ঐরূপ সাজাইয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল।

সোমেশ্বর থামিল। তাহার পর আবার ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "এখনও অনেক কথা আছে। গোকুলরাম আমারই কারখানায় কাজ করিত—একদিন সহসা ঐ গোবর্দ্ধন তথায় উপস্থিত হয় এবং সেখানকার একটা কুঠিয়ালের কুঠী লুট করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করে। আমরা প্রথমে সম্মত হই নাই—শেষে তাহার কথাতেই সম্মত হইলাম। শুনিলাম কুটীয়ালের উপর তাহার কোন বিষয়ে একটা আক্রোশ আছে, সেই আক্রোশের প্রতিহিংসা লইবার জন্য সে বহুদূর হইতে এ কার্য্য করিতে আসিয়াছে।"

আবার দস্যু থামিল এবং উদাসভাবে শূন্যে চাহিতে লাগিল! শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর?"

সোমেশ্বর। হাঁ, তাহার পর আমরা তিনজন কুঠী লুট করি। গোবর্দ্ধন দ্বারবানকে হত্যা করে। এই ঘটনাতে সেখানে হুলস্থূল পড়িয়া যায়, আমাদের কেমন একটা আতঙ্ক হইল, আমরা এলাহাবাদ ছাড়িয়া পলাই। নানাস্থান ঘুরিয়া শেষে এখানে আসিয়াছি। গোবর্দ্ধন আমাদিগকে চিনিতে পারে নাই, অথবা—অথবা——

শঙ্কর দেখিলেন, আর বিলম্ব নাই। এখন ও তাঁহার অনেক কথা জানিবার আছে। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভৈরব কে?"

সোমেশ্বর। ভৈরব—সে—ঐ—মৃত্যু।

ইত্যবসরে ধনেশ্বর একটী অতি দুর্গম এবং সঙ্কীর্ণ পথের সন্ধান পাইয়াছেন। শঙ্কর তাঁহার সহিত যোগ দিলে দুইজনে বহুকষ্টে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর, পথটা যেন কিছু প্রশস্ত হইয়া আসিল। তাঁহারা সেই পথে অগ্রসর হইতে হইতে

আর একটী গুহরে মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহসা তাঁহাদের সম্মুখে কি একটা জন্তু বিকট গর্জ্জন করিয়া উঠিল। শঙ্কর পিস্তলটা ভাল করিয়া ধরিলেন।

তাঁহারা যত অগ্রসর হন, গর্জ্জনও তত বৃদ্ধি পায়। সহসা মধুর বামাকণ্ঠ শুনিয়া, তাঁহারা চমকিয়া উঠিলেন। নারীস্বরে কে ডাকিল, "বাঘা! বাঘা! এদিকে আয়!"

শঙ্কর ও ধনেশ্বর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন। একি! এ নির্জ্জন গিরিকন্দরে এ গভীর নিশীথে কে এ কামিনী? তাঁহাদিগকে অধিকক্ষণ উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিতে হইল না। গুহাপথের অপর প্রান্তে আর একটী ক্ষীণালোক দেখা দিল এবং শৈলরাণীর মত সুন্দরী এক তাঁহাদের সম্মুখ আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

শঙ্কর সবিস্ময়ে ডাকিলেন, "ফুল্লরা"

ফুল্লরা শিহরিয়া উঠিল। শঙ্কর ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিলেন [এবং আনন্দ গদগদকণ্ঠে কহিলেন, ভগবান ক ধন্যবাদ! ফুল্লরা আবার তোমার ফুল্ল মুখখানি দেখিতে প্রাইব এ আশা করি নাই!"

ধনেশ্বর একটু অন্তরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ফুল্লরা অশ্রু-প্লাবিত বিনতবদনে কহিল, "আমার কথা তাহা হইলে, তোমার মনে ছিল?"

শঙ্কর। মনে ছিল? আমার মনে আর কিছুই ছিল না। সেই হইতে কেবল তোমার কথাই ভাবিতেছি। তোমাকে কুটীরে দেখিতে না পাইয়া, মনে করিয়াছিলাম তোমার নিষ্ঠুর পিতা তোমাকে খুন করিয়াছে!

ফুল্লরা। সে আমার পিতা নয়। নিজ মুখেই গোবর্দ্ধন স্বীকার করিয়াছে, তাহার সহিত আমার কোন শোণিত-সম্বন্ধ নাই। গোবর্দ্ধন আমায় খুন করিতে গিয়াছিল।

শঙ্কর। আমার জন্যই তোমাকে এত কষ্ট পাইতে হইয়াছে!

ফুল্লরা। সে জন্য আমি অনুমাত্র দুঃখিত নহি।

তখন তিনজনে সেই পর্ব্বতকন্দরে উপবিষ্ট হইয়া, কিংকর্ত্তব্যাবধারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

গোবর্দ্ধনের বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে তাহাকে পর দিন প্রাতঃকালেই গ্রেপ্তার করিতে মনস্থ করিলেন। মদনজীই যে ষটচক্রের দলপতি ভৈরব, সে সম্বন্ধে তাঁহার আর অনুমাত্র সংশয় নাই কিন্তু সেই যে কালু রায় তাহা এখনও সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই—সুতরাং তাহাকে গ্রেপ্তার করিলে তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না ভাবিয়া, ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

---

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

### কালু রায়ের পথকর।

পরদিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ে একখানি অশ্বযান শিবনিবাসে আসিবার জন্য আরোহী লইয়া জয়ন্তপুর ত্যাগ করিল। গাড়ীর মধ্যে তিন জন মাত্র আরোহী! দুই জন ভদ্রলোক, সুপরিচ্ছদধার, অপর মলিনবসন কোন নীচজাতীয়!

গাড়ী চলিতে লাগিল। ভদ্রলোক দুই জনে শীঘ্রই আলাপ পরিচয় হইল। একজন পাঠকের পরিচিত লক্ষ্মীপতি রায়, অপর ভদ্রলোকের নাম ভুবনেশ্বর সিংহ—কার্য্যোপলক্ষে শিবনিবাসে আসিতেছেন। মলিনবসন দরিদ্র একদিকে নীরবে বসিয়া রহিল।

লক্ষ্মীপতি কহিলেন, "শিবনিবাস পূর্ব্বে খুব ভাল স্থান ছিল। আজকাল চোরডাকাতের উপদ্রবে তথায় বাস করা বড় বিপদজনক হইয়া পড়িয়াছে।"

ভুবন। হাঁ, আমিও পথে নানারূপ সংবাদ শুনিয়া আসিতেছি। কালু রায় নামে একজন না কি অতি ভয়ঙ্কর দস্যুর অত্যাচার খুব বাড়িয়াছে?

লক্ষ্মী। অত্যন্ত। পুলিসে কিছুই করিতে পারিতেছে না। দুই তিন জন লোক সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল! বড় ভয়ঙ্কর স্থান!

দরিদ্র ব্যক্তি কহিল, "মহাশয় শিবনিবাসের মদনজীর কোন সংবাদ বলিতে পারেন?"

লক্ষ্মী। পারি। কেন, তাহার সহিত তোমার কি আলাপ পরিচয় আছে?

দরিদ্র। পূর্ব্বে যথেষ্টই ছিল——

লক্ষ্মী। কোথায় তাহার সহিত প্রথম আলাপ হয়?

দরিদ্র ব্যক্তি ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—"তাহা ঠিক স্মরণ নাই।"

লক্ষ্মীপতি পুনরায় ভুবনেশ্বর সিংহের সহিত কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে গাড়ী ভদ্রা পাহাড়ের সমীপবর্ত্তী

হইল। তিনি সঙ্গীকে কহিলেন, "ঐ যে পাহাড় দেখিতেছেন, উহার নাম ভদ্রা—উহার পার্শ্ব বা তলদেশ দিয়াই আমাদের পথ। সম্প্রতি এই স্থানে কালুরায় এক——"

সহসা গাড়ী থামিয়া গেল। ভুবনেশ্বর কহিলেন, "ব্যাপার কি? কালু রায় আসে নাই ত?"

লক্ষ্মীপতি ব্যাপার জানিবার জন্য মুখ বাড়াইতে জাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে গাড়ীর দ্বার খুলিয়া একজন তথায় দণ্ডায়মান হইল। ভয়ে বিস্ময়ে লক্ষ্মীপতির মুখ হইতে উচ্চারিত হইল, "কালু রায়!"

কালু রায়ের বেশভূষা পূর্ব্ববৎ। দুই হাতে দুই পিস্তল। দুই জনের মস্তক লক্ষ্য করিয়া, স্বাভাবিক স্বরে কালুরায় কহিল, "মহাশয়গণ! বেশী বড়াবাড়ি করিবেন না—নিকটে কি আছে বাহির করুন।"

লক্ষ্মীপতি চঞ্চলস্বরে কহিলেন, "কি চাও?"

কালু। পথকর। বাড়ীতে বাস্ কর, জমিদারকে খাজনা, টেক্স দাও—এ পথে আমার প্রভুত্ব, এখান দিয়া যাইতে হইলে, কর দিতে হয়। শীঘ্র কি আছে, বাহির কর।

লক্ষ্মী। কিছুই নাই।

কালু। টাকা কড়ি না থাকে জীবন ত আছে, তাহাই লইব।

লক্ষ্মীপতি দেখিলেন সহজে অব্যাহতি নাই। পকেটে যাহা ছিল, বাহির করিয়া দিলেন। ভুবনেশ্বরও তাঁহার পথানুসরণ করিলেন। কালুরায় দরিদ্রের প্রতি চাহিয়া কহিল, "তোর কি আছে?"

সে কহিল, "আমার কি আর আছে—এ ছেঁড়া ন্যাকড়া খানা লইলে, যদি সন্তুষ্ট হও লও। টাকা কড়ি কিছুই নাই দাদা—তবে শিবনিবাসে মদনজীর সহিত দেখা করিতে যাইতেছি, কিছু পাইবার আশা আছে। যাইবার সময় দিয়া যাইব।"

কালু রায় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তুই মদনজীকে চিনিস?"

দরিদ্র। চিনি বই কি!

কালু। মিথ্যা কথা! তোর মত কুক্কুরের সহিত মদন কথা কয় না।

এই বলিয়া দস্যু সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। ইঙ্গিত পাইয়া চালক গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

অপরাহ্ণে গাড়ী আসিয়া দুর্গাবাড়ীর সম্মুখে থামিল। লক্ষ্মীপতি গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেই মদনজীর উপর দৃষ্টি পড়িল। মদন দুর্গাবাড়ীর ফটকে দাঁড়াইয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে, একটী লোকের সহিত আলাপ করিতেছে।

তবে কি মদনজী কালু রায় নয়? কে বলিবে না। হাঁটা পথ অপেক্ষা গাড়ীর পথ অনেক বক্র এবং দীর্ঘ। মদনজী ভদ্রা পাহাড়ের নিকট তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া, অনায়াসে সোজা হাঁটাপথে, তাঁহাদের অগ্রে এখানে আসিতে পারেন। কিছুই মীমাংসা হইল না। লক্ষ্মীপতি চিন্তিতহৃদয়ে নিজকক্ষে প্রবেশ করিলেন। ভুবনেশ্বরও দুর্গাবাড়ীতে বাসা লইলেন। দরিদ্র লোকটা অনেকক্ষণ দুর্গাবাড়ীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া, অন্য কোথায় সস্তায় থাকিবার স্থান আছে কি না দেখিতে

চলিল। দুর্গাবাড়ীর অনতিদূরে পল্লী-আশ্রম নামে আর একটী হোটেল ছিল, তথায় গিয়া বাসা লইয়া দেখিল, সে স্থান তাহারই মত গরীব দুঃখীর উপযুক্ত বটে।

---

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

### মদনজী ও মণিরাম।

সন্ধ্যার আর বড় বিলম্ব নাই। মদনজী আপন কক্ষে বসিয়া আছে। আজ তাহার মুখখানা কিছু বিরস, কিছু চিন্তাযুক্ত। ষটচক্রের কারাগার হইতে গত রাত্রিতে যে, বন্দীরা পলায়ন করিয়াছে বা সোমেশ্বরের মৃত্যু হইয়াছে, সে সংবাদ এখনও তাহার নিকট উপস্থিত হয় নাই। তথাপি জানি না কি কারণে তাহার মনে আজ আর সুখ নাই।

ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। মদন উঠিয়া কক্ষে আলোক জ্বালিয়া দিল, যেমন বসিতে যাইবে, সেই সময়ে গাড়ীর সেই দরিদ্র, তাহার কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া কহিল, "কি বন্ধু! কেমন আছ?"

মদন লোকটার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "কাহার সহিত কথা কহিতেছ? আমি ত তোমায় চিনি না।"

লোকটা হস্ত করিয়া কহিল, "ঠাট্টা রাখ বন্ধু! আমায় আবার তুমি চেন না? খুব চেন।"

মদন। কে তোকে চেনে? পাজী! বদমায়েস! মাতলামি করিবার আর জায়গা পাও নাই! এখানে আসিয়াছ জুয়াচুরি করিতে।

লোক। সে কি মদন! তুমি বলিতেছ কি! আমার অবস্থা খারাপ হইয়াছে বলিয়া কি আমায় অমনি করিয়া গালিমন্দ করিতে হয়! তুমি জয়ন্তপুরের মণিরামকে চেন না?"

মদন। না, আমি তোকে চিনি না!

মণিরাম। আচ্ছা আমি স্মরণ করাইয়া দিতেছি। ১৩০২ সালের বৈশাখ মাসে তুমি কোথায় ছিলে? আমার বাড়ীতে ছিলে না? তোমার সেই পীড়া হয়, তুমি আমার বাড়ীতে পড়িয়া থাক। এইবার মনে পড়িয়াছে? না—আরও বলিব? তোমায় নিকট পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল, সেই টাকা লইয়া ২রা তারিখে তোমার পুনায় আসিবার কথা কিন্তু ১লা রাত্রিতে হটাৎ তুমি পীড়িত হইয়া পড়—তখন টাকাগুলা তারা বাইয়ের মারফৎ পাঠাইয়া দাও—পথের মাঝখানে কালু রায় গাড়ী আটক করিয়া টাকা কাড়িয়া লয়—কেমন এ সব মনে আছে ত?

মদন। খুব আছে।

মণিরাম। এইবার আমার মনে হইয়াছে?

মদন। না। জয়ন্তপুরে মণিরামের বাড়ীতে ছিলাম সত্য কিন্তু যদি তুমিই সেই মণিরাম হও—তোমার প্রাপ্য যাহা, মিটাইয়া দিয়াছি, আবার তুমি এখানে কি করিতে আসিয়াছ?

মণিরাম। এইবার পথে আসিয়াছ। সেই ২রা বৈশাখ তোমার শুভ দিন। সেই দিন তুমি বড় লোক হইয়াছ—

আর আমি তাহার পর হইতে পথের ভিখারীর মত লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছি।

মদন। তুমি কি পাগল? কি বলিতেছ?

মণিরাম। ভাল কথাই বলিতেছি। যাহার বাড়ীতে থাকিয়া পঞ্চাস হাজার টাকা লাভ করিলে, তাহার অসময়ে কিছু সাহায্য করা কি উচিৎ নয়?

মদন। পাজি! বদমায়েস! তুই কি বলিতে চাস, আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা চুরি করিয়াছি?

মদন। সোজা কথায় বলিতে গেলে, তাহা বই আর কি!

মদন। মিথ্যাবাদী! আমি রোগের যাতনায় তোর বাড়ীতে পড়িয়া ছিলাম—তুই স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াও, এখন ঐ কথা বলিতেছিস।

মণি। ও সব ছেলে ভুলান কথা রাখ। ইহাতে মণিরামের মন ভুলিবে না। এখন আমায় কিছু অংশ দিবে কি না বল?

মদন। দাঁড়াও, সহজে হইবে না, আমি হোটেলের কর্ত্তাকে ডাকিতেছি। লোকজন আসিলে, তোর গলায় হাত দিয়া তাড়াইতেছি।

হাসিয়া মণিরাম কহিল, "বন্ধু! সে সাহস তোমার হইবে না। আসল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। আমিও লোকজমা হইলে বলিব, এই কালু রায়। এই ব্যক্তি ধনপতি এবং লক্ষ্মীপতির পঞ্চাশ হাজার হজম করিয়া বসিয়া আছে।"

মদন নীরবে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিল। তাহার পর কহিল, "তুই যে মণিরাম তাহার প্রমাণ?"

মণি। সে প্রমাণ শঙ্কর রাওয়ের নিকট দিব।

মদন। সে কথা বলিতেছি না—১৩০২ সালে তোমায় যেমন দেখিয়াছিলাম, এখন দেখিয়া ত বোধ হয় না, তুমি সেই মণিরাম।

মণি। সে আজ ছয় বৎসরের কথা। ইহার মধ্যে আমার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

মদন। দেখ মণিরাম! তুমি আমার উপর অন্যায় সন্দেহ করিতেছ। আমি কালুরায় নই বা ধনপতি লক্ষ্মীপতির সে পঞ্চাশ হাজারের এক কপর্দ্দকও লই নাই। সে যাহাই হউক, তুমি বাস্তবিক যদি সেই মণিরাম হও—আমি তোমার অসময়ে কিছু সাহায্য করিব।

এই বলিয়া মদন তাহার সম্মুখে একখানা দশটাকার নোট ফেলিয়া দিয়া কহিল, "এই লও কিন্তু সাবধান রাস্তাঘাটে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কথা কহিও না।"

মণিরাম সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, মদন পুনরায় কহিল, "এখানে আর কোন কথা নয়, কাল বেলা ঠিক দ্বিতীয় প্রহরের সময়, ভদ্রা পাহাড়ের নিকট আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও, তোমায় সকল কথা বুঝাইয়া বলিব।"

"যে আজ্ঞা।" বলিয়া মণিরাম প্রস্থান করিল। অনতিবিলম্বে মদনও ছায়ার মত তাহার অনুসরণ করিয়া চলিল। মণিরাম পল্লী-আশ্রমে প্রবেশ করিল দেখিয়া, মদন কহিল, "ঠিক জায়গা! মণিরাম! কাল প্রাতঃকালে উঠিয়া তোমাকে আর নব-সূর্য্যের আলোক দেখিতে হইবে না।"

# ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

## পল্লী-আশ্রমে।

গোবর্দ্ধন কুটীর পরিত্যাগ করিয়া, আজি কয়েক দিন হইতে পর্ব্বতের মধ্যে লুকাইয়া আছে। মদন বহু অনুসন্ধানের পর, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া কহিল, "গোবর্দ্ধন! তোমার বড় দরকার।"

গোবর্দ্ধন বিরক্তির সহিত কহিল, "আমি আর তোমার কোন কথায় বা কাজে নাই। আমার দ্বারা তোমার আর কিছু হইবে না।"

মদন। তোমারই ভালর জন্য বলিতেছি। তোমার যাহাকে ভয়, তাহাকে শেষ করিয়া আসিয়াছি কিন্তু আবার এক নূতন বিপদ! আর এক বেটা নূতন গোয়েন্দা আমাদের পশ্চাতে লাগিয়াছে। পল্লী আশ্রমে বাসা লইয়াছে—আজ রাত্রেই শেষ করিতে না পারিলে, আমাদিগকে শিবুনিবাস ত্যাগ করিতে হইবে।

শঙ্কর রাও মরিয়াছে শুনিয়া, গোবর্দ্ধনের সাহস বাড়িল। সে সহজেই মদনের মধুময় বাক্যে মুগ্ধ হইয়া, তাহার কথা মত কার্য্য করিতে সম্মত হইল।

পল্লী-আশ্রমের সত্বাধিকারীর নাম জটাধারী। যত খুনে ডাকাত, চোর বদমায়েসের সহিত তাহার কারবার। গোবর্দ্ধনের সহিত তাহার পূর্ব্ব হইতেই আলাপ পরিচয় ছিল। এক্ষণে

আসিয়া তাহার কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি কহিল। জটাধারী লাফাইয়া উঠিল। কহিল, "বল কি! সত্য নাকি?"

গোবর্দ্ধন কহিল, "আমি কি আর মিথ্যা বলিতেছি। আর বুঝিতেছ না, তাহা না হইলে, এত জায়গা থাকিতে তোমার এখানে আসিয়া বাসা লইবে কেন। বেটা গোয়েন্দা ভারি বদ মায়েস। বড় চতুর। এক ঢিলে দুই পাখী মারিবে। তোমার এখানে থাকিয়া, তোমার কার্য্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখিবে, আর আমাদের উপর ত নজর আছেই।"

দীপচাঁদ নামে ভামাকৃতি একটা লোক বসিয়া গাঁজায় দম মারিতেছিল, জটাধারী তাহাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া, সংক্ষেপে সকল বিষয় বুঝাইয়া দিয়া কহিল, "কাজটা উদ্ধার করিয়া দিতে পারিলে দু' পয়সা বেশ পাওয়া যাইবে।"

দীপচাঁদ সম্মত হইয়া, মণিরাম আহারাদির পর যেখানে বসিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছিল, তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিল এবং কথায় কথায় তাহার সহিত বেশ আলাপ করিয়া ফেলিল।

রাত্রি অধিক হইয়াছিল। মণিরামের ঘন ঘন হাই উঠিতে লাগিল। জটাধারীকে ডাকিয়া কহিল, "কোন ঘরে শুইব দেখাইয়া দাও।"

জটাধারীর আশ্রমে অনেকগুলি ছোট ছোট ঘর। প্রত্যেক ঘরে এক দুই করিয়া নম্বর মারা আছে। প্রত্যেক ঘরে চাবি দেওয়া থাকে, লোক আসিলে ঘর খুলিয়া দেওয়া হয়। "৮ এবং ৯নং ঘরের এই চাবি। ঘরে মাদুর বালিশ আছে, তোমরা ঘর খুলিয়া শোওগে।" এই বলিয়া জটাধারী মণিরামের

কোলের নিকট ৮নং চাবি এবং দীপচাঁদের নিকট ৯নং চাবি ফেলিয়া দিল।

মণিরাম কিছু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "বন্ধু! এখানে কিছু পাওয়া যায় না? একটু খাওয়া অভ্যাস!"

দীপচাঁদ কহিল, "কেন পাওয়া যাইবে না। টাকা দাওনা আনিতেছি।"

মদ আসিল, বাটীর বাহিরে একটা অন্ধকার স্থানে বসিয়া দুই জনে বোতলটা নিঃশেষ করিয়া, যে যাহার কক্ষে শয়ন করিতে গেল।

রাত্রি একটা বাজিল। গোবর্দ্ধন জটাধারীকে কহিল, "আর বিলম্ব কেন? তোমার দীপচাঁদে বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।"

জটাধারী। খুব সম্ভব। নচেৎ এতক্ষণ উঠিয়া আসিত।

গোবর্দ্ধন। তাহাকেই বা আর অবেশ্যক কি? চল আমিই——

অবশিষ্ট বাক্যাংশ ইঙ্গিতে সমাপ্ত করিয়া, গোবর্দ্ধন এবং জটাধারী নিঃশব্দে সর্ব্বপ্রথমে দীপচাঁদের কক্ষদ্বারে গিয়া মৃদু করাঘাত করিল কিন্তু কোন শব্দ পাইল না। তখন মণিরামের দ্বারে গিয়া কান পাতিয়া দাঁড়াইল। মণিরামে নাসিকা ধ্বনি করিয়া ঘুমাইতেছে। দ্বার ঠেলিয়া দেখিল, ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, এক্ষণে বাহির হইতে কৌশলে অর্গল খুলিয়া ফেলিল। জটাধারী আলোক লইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল, গোবর্দ্ধন নিঃশব্দে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, মণিরাম কোথায় কি ভাবে

শুইয়া আছে, বেশ করিয়া দেখিল,—তাহার পর সুশাণিত দীর্ঘ ছুরিকা বাহির করিয়া, সজোরে বক্ষে বসাইয়া দিল। ছুরির আমূল হতভাগ্য নিদ্রিতের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। এই এক আঘাতই যথেষ্ট—পুনরাঘাতের আবশ্যক হইবে না; তখন সে বালিস একটা টানিয়া তাহার মুখের উপর চাপিয়া ধরিল। যখন দেখিল, অঙ্গযষ্টি নিস্পন্দ হইয়াছে, তখন জটাধারীকে আলোক লইয়া আসিতে ইঙ্গিত করিল।

আলোকচ্ছটা মৃতের উপর পড়িবামাত্র গোবর্দ্ধন সবিস্ময়ে এবং সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। জটাধারী কহিল, "কেন, কি হইয়াছে?"

গোবর্দ্ধন কোন উত্তর করিল না, যে বালিশটা মুখের উপর চাপা দিয়াছিল, সরাইয়া লইল। জটাধারীও সভয়ে কহিল, "কি সর্ব্বনাশ! দীপচাঁদ খুন হইল—সে বেটা বাঁচিয়া রহিল!"

"কি করিবে বল, তাহার এখনও পরমায়ু আছে।"

যুগপৎ গোবর্দ্ধন এবং জটাধারী পশ্চাতের দিকে মুখ ফিরাইল। দেখিল সেই ছিন্ন-মলিন-বসন দরিদ্র মণিরাম দার-প্রান্তে দণ্ডায়মান—তাহার দুই হস্তে দুইটা পিস্তল।

দুর্ব্বৃত্তদ্বয় ভয়ে আড়ষ্ট। মণিরাম কহিল, "আমি পূর্ব্ব হইতেই তোমাদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, সেই জন্য মদ খাইবার ছল করিয়া, কৌশলে দীপচাঁদের চাবিটা বদল করিয়া লই। ফলে সে আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়ে। আমি কে জান গোবর্দ্ধন! আমি সেই শঙ্কর রাও।"

গোবর্দ্ধন থর থর কাঁপিতে লাগিল। শঙ্কর একটা শিশ দিলেন, অমনি অপর দুইজন লোক আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। তিনি তাহাদিগকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "ইহাদিগকে গ্রেপ্তার কর।"

গোবর্দ্ধনের সহসা লুপ্ত সাহস ফিরিয়া আসিল। ভাবিল সহজে ধরা দিয়া, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলা হইবে না। তাহার পার্শ্বেই অর্দ্ধভগ্ন একটা জানালা ছিল, সবলে তাহাতে একটা পদাঘাত করিবামাত্র পথ মুক্ত হইল। গোবর্দ্ধন বিদ্যুতগতিতে তাহার মধ্য দিয়া লাফাইয়া পড়িল। তন্মুহূর্ত্তে একটা পিস্তলের শব্দে নিশিথিনীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া, অদূরে কন্দরে কন্দরে সুপ্ত প্রতিধ্বনিকে জাগাইয়া তুলিল এবং একটা অনলতপ্ত সিসক গুলি ছুটিয়া গেল।

আগন্তুক কর্ম্মচারীদ্বয় জটাধারীকে ধরিয়া ফলিল, শঙ্করও গবাক্ষপথে লাফাইয়া পড়িলেন কিন্তু তাঁহার অধিক দূর যাইবার আবশ্যক হইল না। দেখিলেন অনতিদূরে কি একটা পড়িয়া রহিয়াছে। বুঝিলেন, তাঁহার লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নাই। গুলি পলাতক গোবর্দ্ধনের মাথায় লাগিয়াছে। আঘাত অতি সামান্য কিন্তু তাহাতেই গোবর্দ্ধনের সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়াছে।

শঙ্কর ধৈর্য্য সহকারে তাহার সংজ্ঞা সঞ্চারের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; এদিকে তাঁহার সহচরদ্বয় জটাধারীর হাতে হাত-কড়া পরাইয়া, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল।

ক্ষণবিলম্বে গোবর্দ্ধন চক্ষু মেলিয়া চাহিল। শঙ্কর কহিলেন, "গোবর্দ্ধন! অদৃষ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া কোন ফল নাই। এতদিন তোমার সময় ভাল ছিল, যাহা করিয়াছিলে

অপ্রকাশ ছিল, এক্ষণে তোমার সেই সকল পাপের শাস্তি লইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। গোকুলরাম এবং সোমেশ্বর সকল কথা স্বীকার করিয়াছে।"

গোবর্দ্ধন থাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল। তদ্দর্শনে শঙ্কর কহিলেন, "বৃথা চেষ্টা। আমি সকল কথাই শুনিয়াছি। এলাহাবাদের কুঠী লুট করিয়াছ—দাররক্ষককে খুন করিয়াছ—" বাধা দিয়া গোবর্দ্ধন কহিল, "মিথ্যা কথা—সোমেশ্বরই দারবানকে হত্যা করিয়াছিল!"

শঙ্কর। কুঠীর কোন কর্ম্মচারী—খাজাঞ্জী, মুহুরী বা অপর কেহ তোমাদিগকে কি কোনরূপ সাহায্য করিয়াছিল?

গোবর্দ্ধন। না।

শঙ্কর। কেবল তোমরা তিন জনেই সেই কাজ করিয়াছিলে?

গোবর্দ্ধন। হাঁ।

সোমেশ্বরও তাহাই বলিয়াছিল, সুতরাং সে সম্বন্ধে তাঁহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। তিনি সহচরদ্বয়ের উপর গোবর্দ্ধনের রক্ষার ভার দিয়া, জটাধারীর সহিত কিয়দ্দূরে অন্তরালে প্রস্থান করিলেন এবং তাহাকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

গোবর্দ্ধন এখনও ভূতলে পড়িয়া। তাহার অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে তাহার উপর তত বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ম্মচারীরা আর প্রয়োজন বোধ করিলেন না। গোবর্দ্ধন একধারে পড়িয়া—কিয়দ্দূরে দাঁড়াইয়া কর্ম্মচারীদ্বয় কথোপকথনে নিরত। ইত্যবসরে গোবর্দ্ধনের মাথায় এক কৌশল আসিল। আর একবার চেষ্টা করিলে হয় না?

গোবর্দ্ধন গড়াইয়া গড়াইয়া, কখনও বা হামাগুড়ি দিয়া

কিয়দ্দূর গিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর তাহার সেই দুর্ব্বল অবস্থায় যত বেগে দৌড়িতে সমর্থ হইল,—ছুটিতে আরম্ভ করিল তখন কর্ম্মচারীদ্বয়ের চৈতন্য হইল—তাহাদের গোলযোগের শব্দ পাইয়া, শঙ্কর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং প্রকৃত ঘটনা অবগত হইবামাত্র, জটাধারীকে পুনরায় তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া, অন্ধকারে নক্ষত্রবেগে গোবর্দ্ধনের অনুসরণ করিলেন।

প্রায় পনের মিনিট পরে, তিনি একাকী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিরস্কৃত হইবার ভয়ে কর্ম্মচারীদ্বয় বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করিলেন না। তখন সকলে দুর্গাবাড়ীর দিকে প্রস্থান করিলেন।

---

## বিংশ পরিচ্ছেদ।

### গোবর্দ্ধনের গুপ্তধন।

সে রাত্রে আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া, শঙ্কর গোবর্দ্ধন এবং মদনের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। কেশবকেও তাঁহার আবশ্যক কিন্তু শিবনিবাসের মধ্যে কাহারও সাক্ষাৎ না পাইয়া, পাহাড় অঞ্চলে যাত্রা করিলেন।

পাহাড়ে পাহাড়ে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ভ্রমণ করিবার পর, একটা অতি দুর্গম পাহাড়তলী বা উপত্যকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অদূরে একটা পার্ব্বত্য ঝরণা—তাহা হইতে জল নিঃসৃত হইয়া, ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীর আকারে পাষাণভূমি বিধৌত করিয়া, নির্জ্জন গিরি-প্রদেশ কলনিনাদে মুখরিত করিতে করিতে, আঁকিয়া বাঁকিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষুদ্র তটিনীর রজতশুভ্র-স্নিগ্ধবারি-বিধৌত তটপ্রান্তে স্বভাবের সোহাগের সম্পত্তি দুই চারিটী গুল্মলতাও জন্মিয়াছে। গলিত রজত-ধারার তুল্য তটিনীর ঐ শুভ্র নির্ম্মল জলস্রোতের পার্শ্বে গুল্মলতার শ্যামল সৌন্দর্য্যের সমাবেশ হওয়াতে, স্থানটী বড়ই চিত্তবিনোদক, এবং নেত্রতৃপ্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল।

শঙ্কর অদূরে পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, নিম্নে উপত্যকায় স্বভাবের এই শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে, সহসা একস্থানে তাঁহার চঞ্চল দৃষ্টি প্রপতিত হইবামাত্র, শিহরিয়া উঠিলেন।

নদীর অপর তীরে গোবর্দ্ধন একস্থানে বসিয়া, নিবিষ্টমনে খনিত্র দ্বারা মাটী খুঁড়িতেছে। মাথাটা একখানা চাদরের কিয়দংশ দ্বারা ব্যাণ্ডেজের আকারে বাঁধা। ব্যাপার খানা কি জানিবার জন্য, শঙ্কর পাহার হইতে নামিয়া, নদীর তীরে একটা গুল্মের অন্তরালে বসিয়া পড়িলেন।

গোবর্দ্ধন ক্রমাগত খুঁড়িতে লাগিল। কিন্তু কি জন্য সে এ স্থান খনন করিতেছে, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। সহসা আর একটা বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। অনতিদূরে গোবর্দ্ধনের পশ্চাতে, আর একটা

গুল্মমূলে কালুরায় নীরবে দাঁড়াইয়া, তাঁহারই মত, তাহার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

গোবর্দ্ধন গর্ত্তের মধ্য হইতে একটা টীনের বাক্স বাহির করিল। বাক্সটা খুব ভারী বলিয়া শঙ্করের অনুমান হইল। গোবর্দ্ধন বাক্সের ডালা খুলিয়া, পুনরায় বন্ধ করিল। তাহার মধ্যে নগদ টাকা, মোহর এবং গভর্ণমেণ্ট-নোট। সহর্ষে গোবর্দ্ধন কহিল,—"এই গোবর্দ্ধনের গুপ্ত ধনভাণ্ডার। কাহার টাকা কে ভোগ করে। কালু রায়ের কৃপাতেই আমার এই সম্পদ।"

কালু রায় গুপ্ত স্থান হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল এবং তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিল, "সত্য কিন্তু কালু রায় আজ তাহার সম্পত্তির দাবী করিতে আসিয়াছে!"

গোবর্দ্ধন সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল কিন্তু মুখ ফিরাইয়া দেখিবার পূর্ব্বে কালু রায় কুপিত ব্যাঘ্রের মত তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল এবং সবলে তাহার গ্রীবা চাপিয়া ধরিল।

গোবর্দ্ধন দুশ্চিন্তা এবং শোণিতক্ষয়ে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, শত চেষ্টা করিয়াও, তাহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিল না। কালু রায় পুনরায় কহিল, "ধূর্ত্ত! চোর! আমার সম্পত্তি চুরি! আমি প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া, এক জনের পঞ্চাশ হাজার চুরি করিলাম,—সেই টাকা চুরি। আমি রাস্তার ধারে, জঙ্গলের মধ্যে টাকাটা লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, তুই বেটা ছিঁচকে চোর—আমার উপর বাটপাড়ি! আমি কি এত দিন এ সংবাদ জানিতাম! কাল জানিয়াছি;

কে আমার ধন চুরি করিয়াছে! চোর! এইবার গলা টিপিয়া তোকে মারিয়া ফেলিব!"

কাতরকণ্ঠে গোবর্দ্ধন কহিল, "ছাড়—ছাড়, মরিয়া যাইব। আমার দোষ কি? তুমি তোড়াবন্দি টাকা গুলা জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া, গাড়ী চলিয়া গেল কি না দেখিতে যাইলে, আমি সেই অবসরে উহা লইয়া সরিয়া পড়িলাম। ইহাতে আমার দোষ কি? এমন ত সবাই করে।"

গর্জ্জন করিয়া কালু রায় কহিল, "তোর আর দোষ কি? দোষ আমার। তুই জানিস না, সেই দিন তুই আমার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিস! সেই আমার জীবনের প্রথম পাপ, প্রথম চুরি! সেই দিন যদি ঐ টাকাগুলা আমার হাতছাড়া হইয়া না যাইত, তাহা হইলে, এ পাপ পথে আমাকে আর কেহ দেখিতে পাইত না। আমি চুরি করিয়াছিলাম কি তোর জন্য? ঐ সম্পত্তি আমার হস্তগত হইলে, আমি সুখে জীবন কাটাইতে পারিতাম, পুনরায় চুরি করিবার জন্য, আমাকে আর বাহির হইতে হইত না। তুই আমার সব আশা পণ্ড করিয়াছিস। আজ তোকে তাহার প্রতিফল দিব।"

কালু রায় গলাটা আর একটু জোরে কসিয়া ধরিল। নিশ্বাস রুদ্ধ হওয়াতে, গোবর্দ্ধনের অবসন্ন দেহ মাটীতে পড়িয়া গেল। কালু রায় তখন তাহার গলা ছাড়িয়া দিয়া, তাহার বুকের উপর বসিল।

শঙ্কর রাও এ স্বর্ণ সুযোগ ত্যাগ করেন নাই। ধীরে ধীরে গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া, নিঃশব্দে নদীগর্ভে অবতরণ করিলেন। সে স্থান তত প্রশস্ত নয়—কিন্তু

প্রশস্ততার হিসাবে তাহার গভীরতা অনেক বেশী। শঙ্করের গলা পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া গেল। গোবর্দ্ধন পতিত, কালু রায় তাহার বক্ষের উপর, নদীর দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া উপবিষ্ট। শঙ্কর নিঃশব্দে টাকার বাক্সটী তুলিয়া লইয়া, নির্ব্বিবাদে নদী পার হইয়া আসিলেন এবং কিয়দ্দূরে, একটী নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া রাখিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন গোবর্দ্ধন এবং কালু রায় উভয়ে নদীগর্ভে পড়িয়াছে। গোবর্দ্ধনের মৃতদেহ নদীস্রোতে ভাসিয়া চলিল, কালু রায় তীরে উঠিল। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, কোথাও টাকার বাক্স দেখিতে পাইল না। ভাবিল, হুটাপাটি করিবার সময় সম্ভবতঃ উহা নদীগর্ভে পড়িয়া গিয়াছে। গিয়াছে—থাকুক,—বেশ নিরাপদে থাকিবে, সময়ান্তরে আসিয়া তুলিয়া লইবে। এইরূপ চিন্তা পূর্ব্বক, স্থানটী চিহ্নিত করিয়া, শিবনিবাসের দিকে ফিরিল। শঙ্করও ফিরিলেন। গোবর্দ্ধনের সহিত মল্লযুদ্ধ করিবার সময় এবং জলসিক্ত হওয়াতে কালু রায়ের মুখাবরণ কতক অপসারিত এবং কতক ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং শঙ্কর রাও দূরে থাকিয়া, তাহার মুখখানি বেশ করিয়া দেখিয়া লইয়া ছিলেন।

মধ্যপথে কেহ কোথাও নাই দেখিয়া, কালু রায় আলখেল্লটা একটা পাহাড়তলীতে নিক্ষেপ করিয়া, নিরীহ ভাল মানুষের মত গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল।

---

# একবিংশ পরিচ্ছেদ।

## উপসংহার।

মধ্যাহ্নে দুর্গাবাড়ীতে আজ অপরাপর দিন অপেক্ষা অধিক লোক সমাগম হইয়াছে। তবে ইহার মধ্যে রাহী লোক বেশী নাই—অধিকাংশ এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা এবং গ্রামস্থ কয়েক জন ভদ্র লোক এবং দুই জন স্ত্রীলোক।

দুর্গাবাড়ীর বড় হলে অধিকারী মহাশয় টানা লম্বা বিছানা পাতিয়া দিয়াছেন এবং স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া, সমাগত লোক জনের আদর-যত্ন করিতেছেন।

নরোত্তম, শঙ্কর রাও, লক্ষ্মীপতি একদিকে উপবিষ্ট, অন্য দিকে রত্নেশ্বর এবং ভুবনেশ্বর আসীন। কিয়দ্দূরে তারা এবং ফুল্লরা সলজ্জভাবে বসিয়া, মৃদুগুঞ্জনে কি বলাবলি করিতেছে। সকলেরই মুখ যেন কিছু গম্ভীর—সকলেই যেন কাহারও অপেক্ষা করিতেছে। এতদ্ভিন্ন গ্রামের অপরাপর দুই একটী ভদ্র লোক এবং গত রজনীর শঙ্করের সহচর সেই পুলিশ কর্ম্মচারীদ্বয়ও তথায় উপস্থিত আছেন।

এমন সময়ে ধনেশ্বর তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলে তাঁহার নিরুদ্দেশে চিন্তিত হইয়াছিল, এক্ষণে সকলে তাঁহাকে দেখিয়া, আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তারার মুখখানা প্রফুল্ল এবং আরক্তিম হইয়া উঠিল।

উপস্থিত আনন্দ-স্রোত কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইলে,

হোটেলের মুহুরি রত্নেশ্বর গাত্রোত্থান করিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন; "বন্ধুগণ এবং ভদ্রমহোদয়গণ আমি কর্ত্তব্যের অনুরোধে কোন একটী অপ্রীতিকর কার্য্য সম্পাদন করিব—আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি এলাহাবাদ ডিটেক্‌টিভ পুলিসের একজন কর্ম্মচারী। আমি ডাকাতি এবং হত্যাপরাধে ধনেশ্বর বাবুকে গ্রেপ্তার করিলাম। তাঁহার আসল নাম কুবের সিংহ।

এই বলিয়া, তিনি ধনেশ্বর বা কুবের সিংহের হাত চাপিয়া ধরিলেন, তাহার পর সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দুই বৎসর পূর্ব্বে ভবানীপ্রসাদ সিংহের কুটীতে ডাকাত পড়ে। ফলে কুটী লুট এবং দ্বাররক্ষক খুন হয়। সিন্ধুকের দুইটী চাবি ছিল। একটী ভবানীপ্রসাদের নিকট, অপরটী তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী কুবের সিংহের নিকট থাকিত! ডাকাতির পর দিন, ভবানীপ্রসাদের চাবি তাঁহার নিকট পাওয়া গেল কিন্তু কুবের সিংহের নিকট যে চাবি ছিল, তাহা পাওয়া গেলনা। অপরাপর কারণেও তাহার উপর পুলিসের সন্দেহ বাড়িল। ফলে ওয়ারেণ্ট বাহির হইল কিন্তু কুবের সিংহ পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া, তথা হইতে পলাইয়া আসেন। তাঁহাকে ধরিবার জন্য আমার হস্তে সেই ওয়ারেণ্ট অর্পিত হয়। হত্যাপরাধে না হউক, চুরি অপরাধে আমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিলাম।"

তারা চোখে আঁধার দেখিল। সকলেরই মুখ মলিন এবং অপ্রসন্ন হইল, কেবল শঙ্কর অবিচলিত। তিনি ধীর গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "ধনেশ্বর তোমার কিছু বক্তব্য আছে?"

ধনেশ্বর নতমুখে কহিলেন, "আমার নাম কুবের সিংহও সত্য এবং আমি ভবানীপ্রসাদের নিকট কাজ করিতামও সত্য কিন্তু আমি কোনপ্রকারে অপরাধী নই। আমার নিকট চাবি ছিল—কে চুরি করিয়া লয়—এদিকে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া, অপমানিত হইবার ভয়ে, আমি পলাইয়া আসি। আমি কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।"

শুনিয়া শঙ্কর কহিলেন, "আমিও বলিতেছি, তুমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ! এক সময়ে তোমার উপর আমারও সন্দেহ হইয়াছিল, দিন কতক আমিও তোমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলাম কিন্তু এখন বুঝিয়াছি, বিনা দোষে তুমি উৎপীড়িত এবং লাঞ্ছিত হইয়াছ মাত্র।" তাহার পর রত্নেশ্বরের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "রত্নেশ্বর বাবু! আপনি যে একজন পুলিস-কর্ম্মচারী আমি পূর্ব্বেই তাহা সন্দেহ করিয়াছি। অবস্থাঘটিত প্রমাণে সর্ব্বদা বিশ্বাসযোগ্য বা কার্য্যকারী নয়। কুবের সিংহ কুঠী লুট বা দ্বারবানকে হত্যা করেন নাই।"

রত্নেশ্বর রাগিয়া কহিলেন, "কি বলিতেছেন আপনি?"

শঙ্কর সহজ স্বরে কহিলেন, "সোমেশ্বর, গোকুলরাম এবং গোবর্দ্ধন, এই তিন জন মিলিয়া কুঠী লুট করে। প্রথম দুই জন ষটচক্রের পাণ্ডা। সোমেশ্বর মৃত্যুকালে নিজমুখে সকল কথা স্বীকার করিয়াছে এবং গোবর্দ্ধনও আমার এবং অপর দুই জন কর্ম্মচারীর সমক্ষে পাপ ব্যক্ত করিয়াছে।"

রত্নেশ্বর ক্ষুণ্ণস্বরে কহিলেন, "এখন আমি দেখিতেছি, আমারই ভুল। আমি নিতান্ত অন্ধের মত কাজ করিয়াছি।" তাহার পর ভুবনেশ্বরকে দেখাইয়া কহিলেন, "ইনিই

ভবানীপ্রসাদের পুত্র। ইহাঁর ভগ্নীর বয়স যখন দুই বৎসর, সেই সময়ে তিনি অপহৃত হন। সেই অবধি তাহাঁরা অনুসন্ধান করিতে থাকেন। সম্প্রতি গোবর্দ্ধন নামক কোন লোকের প্রতি তাঁহাদের সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে, আমাকে তাহার সন্ধান লইতে বলেন। গোবর্দ্ধন যে স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত ছিল, সেই স্ত্রীলোকটী চৌর্য্যাপরাধে ভবানীপ্রসাদ বাবুর দ্বারা পুলিসের হস্তে অর্পিত হয়। স্ত্রীলোকটা জেলেই মারা পরে। গোবর্দ্ধন সেই আক্রোশে ভবানী বাবুর বালিকা কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া আইসে। গোবর্দ্ধনের পালিত কন্যা ফুল্লরাই যে ভবানীপ্রসাদের সেই অপহৃত বালিকা, আমি তাহার বিস্তর প্রমাণ পাইয়াছি।"

কক্ষময় আনন্দের মৃদুরোল সমুত্থিত হইল। সকল চক্ষু ফুল্লরার অশ্রুপ্লাবিত মুখের উপর পড়িল।

শঙ্কর পুনরায় কহিলেন, "ঠিক কথা, আমিও গোবর্দ্ধনকে এ কথা স্বীকার করিতে শুনিয়াছি।"

রত্নেশ্বর কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "শঙ্কর বাবু! আপনারই জয়! আমি নিতান্ত মূর্খ—নিতান্ত অন্ধ—তাই গোবর্দ্ধন ফুল্লরার অপহরণকারী, তাহার প্রমাণ পাইলেও, সেই যে কুঠীর ধনরত্ন লুণ্ঠনকারী তস্কর, তাহা বুঝিতে পারি নাই!"

শঙ্কর ঈষৎ হাসিলেন। রত্নেশ্বর কহিলেন, "আর বিলম্ব করিতেছেন কেন? গোবর্দ্ধনকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলুন।"

শঙ্কর। সে ধৃত হইয়া; যে আদালতে বিচারার্থ প্রেরিত

হইয়াছে, তথায় তোমার আমার কোন হাত নাই। আমি আসিবার সময় দেখিলাম, নদীর জলে গোবদ্ধনের লাস ভাসিতেছে।

রত্নেশ্বর। তাহা হইলে, এখনও আপনার অনেক কাজ বাকি!

হাসিয়া শঙ্কর একটা শিশ দিলেন। অবিলম্বে তিনুয়া, কেশব ও মদনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। নরোত্তম মুখ ফিরাইলেন। লক্ষ্মীপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মদনের প্রতি এখনও কি তোমার পূর্ব্ব সংস্কার বর্ত্তমান আছে?"

শঙ্কর কহিলেন, "না। ইহাঁরা ষটচক্রের চক্রী। মদন ঐ দলের দলপতি, কেশব তাহার সহচর। ছয় জনের মধ্যে অপর দুই জন সোমেশ্বর এবং গোকুলরাম মরিয়াছে, অপর দুই জনকে গ্রেপ্তার করিতে পাঠাইয়াছি।"

হাসিয়া রত্নেশ্বর কহিলেন, "তাহা হইলে সকল দিকের কাজই আপনি গুছাইয়া আনিয়াছেন। প্রকৃত কথা বলিতে কি সর্ব্বপ্রকারে আপনাকে সাফল্য লাভ করিতে দেখিয়া, আমার মনে হিংসার উদ্রেক হইতেছে। এইবার আপনার কৃপায় কালুরায় গ্রেপ্তার হইলে, শিবনিবাসের লোকজন রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে।"

শঙ্কর এতক্ষণ বসিয়া ছিলেন; এক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া, বিষণ্ণ অথচ দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "ভায়া! সে পথও পরিষ্কার করিয়াছি।"

এই বলিয়া পকেট হইতে এক জোড়া লৌহবালয় বাহির করিলেন। সকলেই উৎসুক হইয়া, পরস্পরে মুখপ্রতি চাহিতে

লাগিল। শঙ্কর ধীর মন্থর পদে অগ্রসর হইয়া, লক্ষ্মীপতির স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, "লক্ষ্মীপতি বাবু! আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম।"

গৃহশুদ্ধ লোক চমকিয়া উঠিল! লক্ষ্মীপতি সত্রাসে শুষ্ক-মুখে গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, "আমাকে! কেন? কি অপরাধে?"

শঙ্কর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তুমিই সে দেশবিখ্যাত দস্যু কালু রায়!"

লক্ষ্মী। মিথ্যা কথা! ভুল! শঙ্কর তোমার ভুল হইয়াছে।

শঙ্কর। না, তাহা হয় নাই। আমি কালু রায়কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য জীবনপণ করিয়া ঘুরিতেছি, তুমি তাহা জানিতে। জানিয়াও, তোমার ও দুর্ব্বুদ্ধি পরিহার কর নাই—তাহার পরিণাম কি এখন বুঝিতে পারিতেছ।

লক্ষ্মী। কিন্তু যখন চুরি হয়, আমি তখন পুনায়——

শঙ্কর। হাঁ, যখন চুরির সংবাদ তথায় পৌঁছায়, তখন তুমি পুনায়। কিন্তু কি প্রকারে এত দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া, জয়ন্তপুর হইতে পুনায় উপস্থিত হইয়াছিলে, তাহা আমি এখনও ঠিক অনুমান করিয়া উঠিতে পারি নাই। তবে আমার বিশ্বাস, কোন দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে তুমি জয়ন্তপুর হইতে নিকটবর্ত্তী কোন রেল-ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়াছিলে, তাহার পর, তথা হইতে রেলে পুনায় উপস্থিত হও।

ম্লান হাসি হাসিয়া, লক্ষ্মীপতি কহিলেন, "হয় তুমি পাগল হইয়াছ, নচেৎ আমার দুঃসময় দেখিয়া আমার বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছ। নতুবা কতকগুলা কাল্পনিক অনুমানের

উপর নির্ভর করিয়া, আমাকে এমনভাবে নির্য্যাতন করিতে উপস্থিত হইবে কেন ?”

শঙ্কর। দুইয়ের একটীও নয়। কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় তোমার উপর আমার সন্দেহ পড়ে। জয়ন্তপুর হইতে ভুবনেশ্বরের সহিত যে দিন তুমি গাড়ীতে উঠ, তোমাদের সহিত একজন দরিদ্র লোকও সেই গাড়ীতে উঠে, তোমার মনে পড়ে? আমিই সেই দরিদ্র মণিরাম। তাহার পর ভুবনেশ্বরের সহিত কালু রায়ের বিষয় আলোচনা করিবার সময়, তোমার মুখ দিয়া কতকগুলা কথা এরূপভাবে বাহির হয় এবং তোমার মুখের ভাব এমন পরিবর্ত্তন হয় যে, ক্রমশঃ আমার সন্দেহ বাড়িতে থাকে। তাহার পর জাল কালু রায়কে দেখিয়াও তোমার মুখভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল,—তাহাও আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তাহার পর গোপনে তোমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া, তোমার পোর্টমেণ্টের মধ্যে যাহা দেখিতে পাই, তাহাতেও তোমাকে কালুরায় বলিয়া আমার যে ধারণা ছিল,—তাহা আরও বদ্ধমূল হয়। সর্ব্বশেষে পার্ব্বত্য নদীপুলিনে গোবর্দ্ধনের সহিত তোমার মল্লযুদ্ধ স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহার সমক্ষে তুমিই যে কালু রায় এবং তুমিই যে, ধনপতি লক্ষ্মীপতির পঞ্চাশ হাজার টাকার অপহরণকারী—তাহার স্বীকারোক্তিও স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তাহার পর পর্ব্বতমধ্যে কোন্ স্থানে তুমি তোমার ছদ্মবেশ রাখিয়া আসিয়াছ, তাহাও দেখিয়া আসিয়াছি। এখনও কি তুমি বলিতে চাও, আমি পাগল ?

লক্ষ্মীপতি কিয়ৎক্ষণ নতবদনে অবস্থান করিয়া কহিল, “না, আমার আর কোন দিকে বাঁচিবার উপায় নাই। আমি

আমার অপরাধ স্বীকার করিতেছি। নানা কারণে আমার আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়ে, আমি অন্য উপায়াভাবে নিজের ধন নিজেই চুরি করিতে প্রবৃত্ত হই। কালু রায় নাম ধারণ করিয়া চুরি করিয়াছিলাম সত্য কিন্তু প্রথম পঞ্চাশ হাজারের পঞ্চাশ পয়সা এ পর্য্যন্ত আমার ভোগে আইসে নাই। গোবর্দ্ধন চোরের উপর বাটপাড়ি করিয়া, আমার সর্ব্বস্ব আবার চুরি করিয়া লয়। যদি উক্ত পঞ্চাশ হাজার আমার অধিকারে থাকিত, তাহা হইলে আমি আর কখনও রাহাজানি করিতাম না। শঙ্কর তোমার অনুমানই সত্য, আমি দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে নিকটবর্ত্তী রেলষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়া, কেহ সন্দেহ করিবার পূর্ব্বে, পুনরায় উপস্থিত হই।”

শঙ্কর। ভদ্রা পর্ব্বতে কি জন্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলে?

লক্ষ্মী। মনের একটা খেয়াল মাত্র।

শঙ্কর। গোকুলরামকে তোমার পোষাকে সাজাইবার উদ্দেশ্য কি?

লক্ষ্মী। আমি তোমার জন্য যখন পর্ব্বতে অপেক্ষা করিতেছিলাম, সেই সময়ে দুইটা লোক পরস্পর বিবাদ করিয়া, একজন অপরকে খুন করিয়া চলিয়া গেল। তখন আমার মাথায় এক মৎলব ঢুকিল—তোমাকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্যই ঐরূপ করিয়াছিলাম। আর আমার কিছুই বলিবার নাই।

শঙ্করও আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বোধ করিলেন না। তখন তাঁহার সহকারী কর্ম্মচারীদ্বয় তিনুয়ার

সহিত মিলিত হইয়া, বন্দীত্রয়কে লইয়া গিয়া, যে কক্ষে জটাধারী আবদ্ধ ছিল, তথায় রাখিয়া আসিল।

তারা লক্ষ্মীপতিকে খুল্লতাতের মত ভক্তিশ্রদ্ধা করিত, তাহার এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া, রোদন করিতে লাগিল। শঙ্কর তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "ভগ্নি! তুমি আমি দুঃখ করিয়া আর কি করিব! যে যাহার কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিবে। লক্ষ্মীপতি সমাজদ্রোহী, বিশ্বাস-ঘাতক এবং আত্ম-প্রবঞ্চক। যেমন কার্য্য করিয়াছে, তাহার ফল তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। আমাদের যে টাকা সে চুরি করিয়াছিল—তাহার সমস্ত না হউক অধিকাংশ আমার হস্তগত হইয়াছে। কত এখনও আমি দেখি নাই। যতই হউক, তাহার অর্দ্ধাংশ কুবের বা ধনেশ্বরের সহিত তোমার বিবাহের সময় তোমাকে যৌতুক দিব।"

ভুবনেশ্বর এই সময়ে গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, "শঙ্কর বাবু! ভগ্নীর বিবাহের যৌতুকের ত বন্দোবস্ত করিলেন, এক্ষণে নিজের বিবাহে কি যৌতুক লইতে ইচ্ছা করেন?"

শঙ্কর যেন কিছু লজ্জিত, কিছু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "আমার বিবাহ?"

হাসিয়া ভুবনেশ্বর কহিলেন, "বন্ধুবর! আমি অন্ধ নহি। আমার স্নেহময়ী ভগ্নী ফুল্লরার স্নিগ্ধফুল্ল দৃষ্টি ঘন ঘন কাহার মুখের উপর সংন্যস্ত হইতেছে—তাহা দেখিয়াও কি আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই ভাবিতেছেন? আমার নিকট আর আত্মগোপন করিবেন না?"

শঙ্কর কহিলেন, "কিন্তু আমি সামান্য গোয়েন্দা—পুলিস-কর্ম্মচারী—আপনার ভগ্নী লক্ষপতির কন্যা!"

এই সময়ে সপ্ততার বীণা-ঝঙ্কারের মত মধুরকণ্ঠে উচ্চারিত হইল,—"ফুল্লরাকে যখন লোকে দস্যু-দুহিতা বলিয়া জানিত—যখন তাহার সহায়-সম্পদ ছিল না—তখন সেই নিরাশ্রয়া হতভাগিনীকে যিনি আশ্রয় দিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন—ফুল্লরা তাঁহার নিকট লক্ষপতির কন্যা নয়।"

কণ্ঠস্বর ফুল্লরার। কৃতজ্ঞতার অশ্রুপ্লাবনে ফুল্লরার ফুল্ল শতদলনিভ কমনীয় মুখ প্লাবিত হইতে লাগিল।

সহর্ষে ভুবনেশ্বর কহিলেন, "ঠিক বলিয়াছ ফুল্লরা! শঙ্কর বাবুর মত সদাশয় লোক আমাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।"

শঙ্কর সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া, পিতৃবন্ধু নরোত্তমের হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "আমাকে ক্ষমা করিবেন। কেশব বড়পাষণ্ড। আমি কর্ত্তব্যানুরোধেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

নরোত্তম কহিলেন, "আমি সে জন্য অণুমাত্র দুঃখিত নহি। বরং সুখীই হইয়াছি। কারণ তাহার প্রকৃত চরিত্র না জানিতে পারিলে, আমি তাহাকে আমার বিষয়ের উত্তরাধিকারী করিয়া যাইতাম—ফল কি হইত? না, আমার এত কষ্টোপার্জ্জিত অর্থরাশি মদ এবং বেশ্যার সেবায় নিয়োজিত হইত। এখন আমার চোখ ফুটিয়াছে। আমি বিষয়ের অন্যরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারিব। আর তোমার উপর যে অসন্তুষ্ট হই নাই—তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তাহার বিবাহে পাঁচ হাজার যৌতুক দিব।"

শঙ্কর কি বলিতে যাইতেছিলেন। বৃদ্ধ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, কক্ষ্যত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিন শঙ্কর বন্দীদিগকে লইয়া পুনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিচারে সকলেই উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হইল।

মোকদ্দমার মীমাংসার পর শঙ্কর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, ফুল্লরার সহবাসে সুখে জীবনাতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।

ম্যানেজার শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী।

বঙ্গভাষায় একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ।

# সংসার তরু।

বা

## শান্তিকুঞ্জ।

মূল্য ৩৲ টাকা, সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য

ডাকমাশুল ও ভিঃ পিঃ সহ ১৷৷০ দেড় টাকা।

"সংসার তরু বা শান্তিকুঞ্জ"—, সাধু, অসাধু, ধনী, নির্ধনী, ব্যবসায়ী, অব্যবসায়ী, উকিল, মোক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর—সকল সম্প্রদায়ের লোকের আদরের বস্তু। "সংসার তরু বা শান্তিকুঞ্জ" গ্রন্থে যে সকল বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, সংক্ষেপে নিম্নে তাহার উল্লেখ করা হইল।

প্রথম অংশ। সৃষ্টিতত্ত্ব—সৃষ্টি ও পৃথিবীর উৎপত্তি। জীবতত্ত্ব ও জীবের সৃষ্টি।

দ্বিতীয় অংশ সংসারতত্ত্ব—বিবাহ, যৌবনের কর্ত্তব্য কি, পিতামাতার প্রতি ব্যবহার, ধর্ম্মালোচনা, ব্যবহার বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যরক্ষা, কর্ত্তৃত্ব, ইন্দ্রিয়-পরিচালন, প্রসূতির উপদেশ, সন্তানের শিক্ষা, স্ত্রীব্যাধি সকল, রজঃ, গর্ভসঞ্চার, গর্ভলক্ষণ, ঋতুবন্ধের কারণ, জীবসৃষ্টি, গর্ভিণীর পীড়া, তাহার সুচিকিৎসা, ইচ্ছানুসারে সন্তান উৎপাদন, শিশুপালন ইত্যাদি এবং বারাঙ্গনা, বারাঙ্গনা-গমনের পরিণাম ফল, উপদংশ, প্রমেহ, অকাল মৃত্যুর কারণ ইত্যাদি।

তৃতীয় অংশ।—চিকিৎসা তত্ত্ব—যাবতীয় রোগের কারণ এবং ডাক্তারী, কবিরাজী, হাকিমী ও টোটকা চিকিৎসা।

চতুর্থ অংশ।—বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, বিজ্ঞান কি, ব্যবসা শিক্ষা, উপার্জ্জন করিবার উপায়। গোলাপজল, সাবান, ল্যাভেণ্ডার অডিকলোন, পমেটম, নানাবিধ বার্ণিস, কালী, সোনালী গিল্টি, চুলের কলপ প্রভৃতি ইত্যাদি।

পঞ্চম অংশ।—জ্যোতিষ তত্ত্ব—গ্রহশান্তি স্বপ্নদর্শন ও তাহার ফল, তিথি গণনা, জন্মনক্ষত্রানুসারে অদৃষ্ট ফলাফল গণনা।

ষষ্ঠ অংশ।—পাগলের ফিলজফি—নানাবিধ শিক্ষার বিষয় ইহাতে আছে।

সপ্তম অংশ—তীর্থতত্ত্ব—কালীঘাট, তারকেশ্বর, কাশী, গয়া, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, অযোধ্যা, শ্রীক্ষেত্র গঙ্গাসাগর, ঘোষপাড়া, প্রভৃতি যাবতীয় হিন্দুর তীর্থ এবং আপড়ো মক্কা মদিনা প্রভৃতি মুসলমান তীর্থ ইত্যাদি যাবতীয় তীর্থ স্থানের বিবরণ, কর্ত্তব্য কার্য্য ও তাহার ব্যয়, যাইবার ভাড়া প্রভৃতি সমস্ত বিবরণ ইহাতে লেখা আছে। এই পুস্তকখানি সঙ্গে থাকিলে তীর্থে যাইয়া কোন বিষয় জানিয়া লইবার জন্য পাণ্ডার আবশ্যক হয় না।

অষ্টম অংশ।—ব্রততত্ত্ব ইহাতে ফলসংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় ব্রত, তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্য, তাহার ব্যয় এবং কোন কোন ব্রতের কি ফল প্রভৃতি সমস্ত বিষয় লেখা আছে।

নবম অংশ।—পারত্রিক তত্ত্ব—একালে পাপ করিলে পরকালে কি শাস্তি হয়। সেই পাপের ভোগাভোগ সকল চিত্র দ্বারা দেখান হইয়াছে।

দশম অংশ।—শান্তিকুঞ্জ—ইহা একটী অপূর্ব্ব জিনিষ যিনি একবার দেখিবেন, তিনি আর জন্মে ভুলিবেন না—

---

# সচিত্র গুপ্তচিঠি।

বা

## দম্পতীর পত্রালাপ।

পঞ্চম সংস্করণ। ( পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত )

ডাকমাশুল ও ভিঃ পিঃ সহ ৸০ বার আনা মাত্র।

এই পুস্তকখানি দাম্পত্য সোহাগের আদর্শ লিপি ও প্রণয়ের আধার নানা প্রকার গদ্য ও পদ্যছন্দে পতি পত্নীকে এবং পত্নী পতিকে পত্র লিখিবার উপযুক্ত।

উপহার—সচিত্র রতি শাস্ত্র।

# সংসার সর্ব্বরী।

## [ ভব সংসারের গুপ্তকথা ]

মূল্য ২৲ কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য মাশুল সহ ১৷৷০ দেড়টাকা।

এরূপ অপূর্ব্ব গুপ্তকথা, এমন অদ্ভুত রহস্যময় বিচিত্র সংসার-চিত্র আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। ইহা বর্ণনার অতীত, কল্পনার বহির্ভূত, সর্ব্বসাধারণের মনঃপুত এক অত্যুৎকৃষ্ট আদিরসপ্রধান রহোন্যাস। যিনি একবার ইহা পাঠ করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। এই পুস্তকই "হরিদাসীর গুপ্তকথা" নামে সাধারণে পরিচিত।

হরিদাসীর শিশুকাল হইতে আজীবনের ঘটনা লইয়া, এই গুপ্তকথার সৃষ্টি। হরিদাসীর জীবনী বড়ই বৈচিত্রময়ী। তাঁহার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি সরলপ্রাণে সকলের সম্মুখে জীবনের সুখদুঃখের কথা কহিতে বসিয়াছেন। সেই সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে অনেকের অনেক গুপ্তকথা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।—সমাজের সর্ব্বপ্রকার লোকের পাপ-পুণ্যের চিত্র বিশদভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী অবসরে পাঠকের সুখদা-সঙ্গিনী, লোকচরিত্র শিক্ষায়, সংসার পরিচয়ে সুনিপুণা শিক্ষয়িত্রী। এমন মুখরোচক, সুখপাঠ্য সুন্দর উপন্যাস পাঠে বঞ্চিত থাকিবেন না। যাঁহারা সত্যকথা শুনিতে চাহেন, সমাজের গুপ্তকাণ্ড দেখিতে চাহেন—দেখিয়া শুনিয়া সাবধান হইতে চাহেন—কুলটার কুটিলতা হইতে, প্রলোভনের প্রসারিত পাশ হইতে রক্ষা পাইতে চাহেন—তাঁহাদেরই জন্য এই পুস্তক।

ইহা নারীপাঠ্য। অবাধে আপন আপন প্রণয়িনীর কর-কমলে উপহার দিতে পারেন। পড়িয়া অঙ্কলক্ষ্মী গৃহলক্ষ্মী গৃহিণীপনা শিখিবেন—পথভ্রষ্টা পাপিনীর পরিণাম দেখিয়া

আত্মদমন করিবেন—সতীর সুখ দেখিয়া জীবনের আদর্শ গড়িবেন। বিরক্তা, অনুরক্তা হইবেন। মুগ্ধা উন্মাদিনী হইয়া সংসারে স্বর্গের সুখ আনিবেন। এতদ্ব্যতীত রায় মহাশয়ের কাণ্ডকারখানা, মাষ্টার বাবুর কীর্ত্তিকলাপ, মহিলা নিগ্রহ, শ্মশান-ভূমে কাপালিক হস্তে হরিদাসীর নির্য্যাতন, গুমখুন, ফাঁদ হইতে লম্বিত রজ্জুবদ্ধ বাক্সের সাহায্যে নাগর তুলিতে গিয়া মধ্যে রক্তাক্ত মৃতদেহ দর্শনে নাগরীর হৃৎকম্প প্রভৃতি অদ্ভুত অপরূপ চিত্রে পুস্তকখানি পরিপূর্ণ। এমন রহস্যময় ঘটনার রহস্য সৃষ্টি আর কোন পুস্তকে নাই। লেখকের লিপিকৌশলে ঘটনাবলী ঐন্দ্রজালিক মায়ালীলার ন্যায় পাঠকের হৃদয়ে এমন একটা তন্ময়তা আনয়ন করিবে যে, পাঠক মাত্রকেই আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় পড়িয়া যাইতে হইবে। যতক্ষণ না পুস্তকখানি শেষ হইবে, ততক্ষণ কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না।

উপহার—প্রভাত কুমারী।

---

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত।

# প্রতাপচাঁদ।

( বিস্ময়কর হত্যা রহস্যপূর্ণ অপূর্ব্ব ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। )

মূল্য ১৲ টাকা স্থলে ॥০ আট আনা ভিঃ পিঃ /০।

মল্লিক বাড়ীতে চুরি, রামেশ্বরের রহস্যপূর্ণ আত্মহত্যা, সন্দেহ বশে নবীনের কারাবাস, কুটিলা বিজলীবালার পৈশাচিক ষড়-যন্ত্র, নারকীয় প্রেমের উন্মাদকর বিকাশ, প্রতিভাবান্ ডিটেক্‌টিভ প্রতাপচাঁদের বুদ্ধিবলে সকল রহস্যের উদ্ভেদ, রামেশ্বরের গ্রেপ্তার মেয়ে-গোয়েন্দা বামার বিপদ প্রভৃতি অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনায় পুস্তকখানি পূর্ণ। বাঁধাইয়ের উপর একখানি সুন্দর চিত্র আছে।

# তিন খুন।

## ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাস।

( বিলাতী বাঁধাই ও সোণার জলে নাম লেখা। )

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা, ডাকমাশুল ৶০ তিন আনা।

প্রথম দৃষ্টিতে ইহার উপন্যাস ভাগ বা ঘটনাটি বড়ই সাদাসিধা। খুন হইল—আসামী ধরা পড়িল বাস! সব গোল মিটি গেল। কিন্তু ইহার ঘটনাসৃষ্টি এমনই বৈচিত্র্যময়ী যে, পৃষ্ঠার পর যতই পৃষ্ঠা উল্টাইবেন, ততই জটিলতা এবং রহস্যের নিবিড়তার মধ্যে পড়িয়া হাঁপাইয়া উঠিতে হইবে। প্রতিভাশালী, সূক্ষ্মদর্শী গোয়েন্দা রামদেব অনন্যসুলভ বিচক্ষণতাবলে অতি সামান্য মাত্র—অন্যের উপেক্ষণীয় সূত্র ধরিয়া, কেমন করিয়া, সত্যের আলোক বাহির করিতেছেন—পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া উঠিবেন। সমগ্র পুলিস কর্ম্মচারী রামদেবের বিরুদ্ধে—তাঁহার গ্রাহ্য নাই। প্রতি পদে বাধা পাইতেছেন—তথাপি অদম্য উৎসাহে অগ্রবর্ত্তী হইতেছেন। এরূপ রহস্যবিপ্লব—এরূপ হত্যাকারীর আত্মগোপন চেষ্টা—এরূপ মানের জন্য আত্মবলি আর কোন পুস্তকে বর্ণিত হয় নাই। পুস্তকখানি দুই খণ্ডে সমাপ্ত। ইহার উত্তরভাগ আরও চমৎকার। এই খণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত না পড়িলে, হত্যাকারী কে—হত্যা করিবার উদ্দেশ্য কি? কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, ভালবাসার জন্য কেমন করিয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিতে হয়—উপেক্ষিতা সন্দেহবিদগ্ধা রমণী কত নির্ম্মলা, তাহার সহস্র বিকাশ এ পুস্তকে যেমন ফুটিয়াছে, লেখকের ভাষার তুলিকায় যেমন চিত্রিত হইয়াছে—সচরাচর আজি কালি-কার কোন উপন্যাসেই তাহার সাদৃশ্য দেখা যায় না। প্রকাণ্ড পুস্তক। প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

ম্যানেজার—শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী।

১১১ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।